আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

২৬ বছরে

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

বর্ষ ২৭ || সংখ্যা ৩১ || সোমবার || বৈশাখ ১৮ || ১৪৩০ || শাওয়াল ১১ || ১৪৪৪ || Vol. 27 || Issue 31 || May 01 || 2023 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

আজ মহান মে দিবস

ঢাকা ডেস্ক: মহান সোমবার মে দিবস আজ। বিশ্বব্যাপী শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলন-সংগ্রামের স্বীকৃতির দিন। শ্রমিকদের দাবির প্রতি সম্মান জানিয়ে প্রতিবছর ১ মে সারা বিশ্বে দিবসটি **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**

সোমবার আনুষ্ঠানিক সম্মাণনা পাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বিশ্বব্যাংকের সামনে মুখোমুখী আ. লীগ-বিএনপি

বিশেষ প্রতিনিধি: বিশ্বব্যাংক-এর প্রেসিডেন্ট ডেভিড ম্যালপাস-এর আমন্ত্রনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওয়াশিংটন সফর ঘিরে উত্তপ্ত যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ-বিএনপির রাজনীতি। এক পক্ষের আনন্দ উল্লাস আরেক পক্ষের বিক্ষোভ-প্রতিবাদ। সোমবার সকালে বিশ্বব্যাংকের অনুষ্ঠানে যোগদানের সময় যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ ও বিএনপি বিশ্বব্যাংকের সামনে মুখোমুখী হচ্ছে। সকাল ৮টা থেকে ১১টা পর্যন্ত চলবে উভয় সংগঠনের স্বাগত সমাবেশ আর বিক্ষোভ সমাবেশ চলবে বলে সংশ্লিস্ট সূত্রে জানা গেছে। যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদ জানান, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের অভূতপূর্ব উন্নয়নের ফলে সরকার ও দলীয় প্রধানকে স্বাগ জানাতেই বিশ্বব্যাংকের সামনে 'জয় বাংলা সমাবেশ' **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**



প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে বৈঠকরত যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ



কমলা আলোয় জ্বলছেন বাইডেন

সাবিহা আক্তার: যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনি হাওয়ায় এবার ব্যতিক্রমী সুবাস। লড়াই প্রেসিডেন্টের, আলোচনায় ভাইস প্রেসিডেন্ট। সবচেয়ে বয়স্ক একজন প্রেসিডেন্টের দ্বিতীয় মেয়াদে প্রার্থী হওয়ার মতোই আরেক নতুন ইতিহাস যুক্তরাষ্ট্রে। খানিকটা রসিকতার ছলে বললে, হোয়াইট হাউজের দ্বিতীয় মেয়াদের দরজায় এসে রীতিমতো 'চন্দ্র দশায়' পড়েছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। ধার করা আলোয় **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**

ধর্ষণের অভিযোগে ট্রাম্পের বিচার শুরু



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ধর্ষণের অভিযোগে সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার নিউইয়র্কের আদালতে বিচার শুরু হয়েছে। বিচারকাজ এক থেকে দুই সপ্তাহ চলবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। প্রায় ৩০ বছর আগে ই জিন ক্যারল নামের এক কলামিস্টকে ট্রাম্প ধর্ষণ করেন বলে অভিযোগ উঠেছে। তবে এ অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছেন ট্রাম্প। খবর রয়টার্সের। ক্যারলের অভিযোগ, ১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে তাকে একটি ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের ড্রেসিংরুমে **(বাকি অংশ ২৩ পাতায়)**

সুদান ভেঙে পড়েছে : জাতিসংঘ মহাসচিব

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: সুদানে তিন সপ্তাহে গড়াল সেনা-আধাসেনা সংঘর্ষ। রোববার পর্যন্ত দীর্ঘ এ ১৬ দিনে একাধিক শান্তি চুক্তিও হয়েছে দুপক্ষের। তবে কোনোটাই টেকেনি। আধাসামরিক বাহিনী র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস (আরএসএফ) ও সেনাবাহিনী সুদান আর্মড **(বাকি অংশ ২৩ পাতায়)**

সিলেটে ফের আলোচনায় বাবরুল হোসেন বাবুল

প্রার্থিতা নিয়ে আরিফুলের সিদ্ধান্ত তিন সপ্তাহ পর

ঢাকা ডেস্ক: আগামী ২১ জুন সিলেট সিটি করপোরেশন (সিসিক) নির্বাচন হওয়ার ঘোষণা থাকলেও সিলেটে এ বিষয়ে তেমন উত্তাপ নেই। মেয়র পদে এখনো মনোয়নপত্র ক্রয় করেননি কেউ। তবে ছয় জন কাউন্সিলর পদে মনোনয়ন বিক্রি হয়েছে গতকাল রবিবার। **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**

জাহাঙ্গীরের মনোনয়ন বাতিল আ. লীগ প্রার্থীকে শোকজ ইসি'র



ইকবাল আহমদ সরকার, গাজীপুর থেকে: মনোনয়নপত্র জমা দিয়ে সাবেক মেয়র জাহাঙ্গীর আলম নানা শঙ্কার কথা তুলে ধরেছিলেন মিডিয়ার সামনে। ব্যক্ত করেছিলেন গুম হওয়ার আশঙ্কাও। **(বাকি অংশ ২৩ পাতায়)**



এক বছরে রিজার্ভ কমেছে ১৩০০ কোটি ডলার

ঢাকা ডেস্ক: বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হওয়ায় দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমে যাচ্ছে। গত এক বছরে রিজার্ভ কমেছে ১ হাজার ৩০০ কোটি ডলার। চলতি মে মাসের প্রথম সপ্তাহে **(বাকি অংশ ২৩ পাতায়)**

www.banglapatrikausa.com

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারণে বাড়ি-গাড়ি কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
• TAX Liens Charge-Offs • Inquiries • Collections
• Garnishment • Bankruptcy • Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

WIN ZONE REALTY INC
Licensed Real Estate Broker
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-899-7000
F: 718-899-2000
khanf04@yahoo.com
Ferdous Khan
Licensed Real Estate Sales Assoricate
Zillow
81-15 Queens Blvd. 2Fl
Elmhurst, NY 11373

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আপনার টাক্স ফাইল একজন সিপিএ দিয়ে করুন
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 | info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street Long Island City, NY 11101

CHISHTI CPA PC
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax - Sales Tax - Payroll - Notary Public - Bookkeeping - Business Formation - Financial Statement - Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
• প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
• পাবলিক অকশনের বাড়ি
• ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
• শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

সব ধরনের Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

২৩ জানুয়ারি ২০২৩ থেকে ট্যাক্স ফাইলিং শুরু হচ্ছে

কোনো প্রফেশনালকে দিয়ে ট্যাক্স ফাইল করান তাহলে সর্বাধিক রিফান্ড পাবেন এবং ভবিষ্যৎ জটিলতা থেকেও রক্ষা পাবেন।

We are Top 500 INTUIT Company

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER



Steven M. Levy, CPA



আপনাদের ট্যাক্স ফাইলিং সুষ্ঠু ও নিখুঁতভাবে সম্পন্নের জন্য আমাদের সাথে রয়েছেন সার্টিফাইড পাবলিক একাউন্টেন্ট।

Southeast USA Income Tax Services

জ্যাকসন হাইটস
74-09 37th Avenue, Suite # 206
Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207
Cell: 917-566-1612

জ্যামাইকা
168-16, Hillside Avenue
Jamaica, NY 11432
Phone: 646-464-5944
718-487-4507

ব্রংক্স
1445 Unionport Roa, Bronx, NY
পার্কচেষ্টার ফ্যামিলি ফার্মেসির ভিতরে
Phone: 347-621-0378
718-427-5919

email: usa.bd54@gmail.com

বাংলা পত্রিকা

৩-এর পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

The Weekly Bangla Patrika // Monday // May 01 // 2023

সিলেট এমসি অ্যান্ড গভ. কলেজ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন ভোটার নিবন্ধনের সময় বাড়ালো

ভোটার নিবন্ধনের সময়সীমা বাড়ালো সিলেট এমসি অ্যান্ড গভ. কলেজ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন অফ ইউএসএ ইনক। পূর্বের নির্ধারিত ২৫ এপ্রিল পরিবর্তন করে আগামী ১৪ মে ২০২৩ পর্যন্ত এ সময় বাড়ানো হয়েছে। এক বিবৃতিতে সিলেট এমসি অ্যান্ড গভ. কলেজ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন অফ ইউএসএ ইনকের সহ সাধারন সম্পাদক আর. সি টিটো এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। উক্ত কলেজ দুটির সাবেক শিক্ষার্থীদের সংগঠনের সদস্য হয়ে নতুন নেতৃত্ব নির্বাচনে ভূমিকা রাখার জন্য সংশিষ্ট সবাইকে আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। তিনি আরো জানান, ভোটারদের সুবিধার জন্য সময় বাড়ানো হয়েছে। এছাড়া নিবন্ধনের সময়সীমার শেষ দিন ১৪ মে বিকেল ২টা থেকে ৬টার মধ্যে 7021 31st Ave, East Elmhurst, NY. 11370 ঠিকানায় উপস্হিত হয়ে আগ্রহীরা নিবন্ধিত হতে পারবেন।

এসংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যের জন্য বর্তমান কার্যকরী কমিটির সদস্য মোস্তফা কামাল পাশা মওদুদসহ (৩৪৭-৮৩৯-৯৪৯৮) সংশিষ্ট কার্যকরী কমিটির সাথে যোগাযোগের অনুরোধ জানানো হয়েছে।





পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নঃ স্বাগত জানিয়েছে জাতিসংঘ

নিউইয়র্ক: বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের অগ্রগতিকে স্বাগত জানিয়েছে আদিবাসী সংক্রান্ত জাতিসংঘের স্থায়ী ফোরাম। নিউইয়র্কস্থ জাতিসংঘ সদর দপ্তরে গত ১৭ থেকে ২৮ এপ্রিল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ২২তম অধিবেশনের প্রতিবেদনে এমন পর্যবেক্ষণ করেছে ফোরামটি।

অধিবেশন চলাকালে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল ফোরামের বিভিন্ন সভায় তাদের প্রদত্ত বক্তব্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকারের অর্জনগুলোকে তুলে ধরে। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বকারী সুশীল সমাজের সদস্য এবং অন্যান্য ব্যক্তিবর্গও এ ফোরামের বিভিন্ন সভায় অংশ গ্রহণ করেন। অধিবেশন শেষে ফোরামটি এ চুক্তি বাস্তবায়নের অগ্রগতি বিষয়ে বাংলাদেশ প্রনিধিদল কর্তৃক উপস্থাপিত বিভিন্ন তথ্যসমূহকে স্বাগত জানায়। একই সাথে তারা পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের সঙ্গে গঠনমূলক আলোচনা ও সহযোগিতার মাধ্যমে চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশকে আরো জোর প্রচেষ্টা চালানোর অনুরোধ করে।

বাংলাদেশ সরকার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীসহ তার সকল জনগণের অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং টেকসই উন্নয়ন অর্জনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নের নিমিত্তে কাজ করে যাচ্ছে।

"পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তির বাস্তবায়ন একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে গৃহীত আমাদের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অবিচ্ছেদ্য অংশ। চুক্তিটির বাস্তবায়নে সরকারের প্রচেষ্টা ইতিমধ্যে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জীবনে দৃশ্যমান পরিবর্তন এনেছে এবং এ প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে"- বলেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত, যিনি এই ফোরামের বিভিন্ন সভায় বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের কার্যকর অংশগ্রহণে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

প্রতিনিধি দলটি ফোরামের বিভিন্ন সভায় বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে এবং সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ বৃদ্ধির পাশাপাশি তাদের অনন্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ভাষা ও বৈচিত্র্য রক্ষায় বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগের কথা তুলে ধরে।

আদিবাসী সংক্রান্ত জাতিসংঘের স্থায়ী ফোরাম হল অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের একটি কার্যকরী কমিশন যা বিশ্বব্যাপী আদিবাসীদের অধিকার নিয়ে কাজ করে। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।





কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

'আমি সালেহ উদ্দিন আহমেদ; ম্যানহাটানের বাসিন্দা। ব্রেইন স্ট্রোক এর জন্য আমি পক্ষাঘাতগ্রস্ত (প্যারালাইজড) হয়ে যাই। আমার মস্তিস্কে রক্তক্ষরণের (Brain Hemorrhage) কারণে আমি শারীরিকভাবে পঙ্গু হয়ে যাই। আমার চলাফেরায় ও কথা বার্তায় সীমাবদ্ধতা চলে আসে এবং সেই থেকেই আমি কর্মহীন আমার শারীরিক অসুস্থতা ও চলাফেরার সীমাবদ্ধতার অজুহাত দেখিয়ে এখানকার কিছু লোকজন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে আমাকে একটি বিবাহের বন্ধনে আবদ্ধ করে। আমি বুঝতে পারিনি যে ঐ লোকজনরা পয়সার বিনিময়ে এক মহিলাকে বৈধ উপায়ে আমেরিকায় নিয়ে আসার জন্যই আমাকে নিয়ে এই চক্রান্ত করছে। বিয়ের পর আমার স্ত্রীকে আইনী পন্থায় আমেরিকায় নিয়ে আসি; তবে আসার সাথে সাথে আমার তথাকথিত স্ত্রীর আচার ব্যবহারে সব কিছুই টের পেয়ে যাই যে আমার বিবাহিত স্ত্রী ও প্রতারক দলের একজন।

স্ত্রী'র শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে ২০১৯ সালে ডিভোর্সের জন্য আমি কম্যিনিটির সুপরিচিত মোহাম্মেদ এন মজুমদার নামক এক আইনজ্ঞের কাছে যাই, যিনি নিজেকে আমার কাছে এটর্নী বলে দাবি করেন। আমার সমস্যার সবকিছু শোনার পর মোহাম্মেদ এন মজুমদার আমার কাছ থেকে পাঁচ হাজার ডলার লিগ্যাল ফী দাবি করেন। আমার শারীরিক ও মানসিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে ফী একটু কমানোর জন্য অনুনয় বিনয় করলে সে পরবর্তীতে কিছু কমাবে বলে ওয়াদা করলেও পরবর্তীতে আরোও বেশি ফী দাবি করে বসে। আমি তার ওয়াদার কথা মনে করিয়ে দেয়ার পরে আমার সাথে অকথ্য আচরণ শুরু করে। মজুমদার জানতেন যে আমি শারীরিক ও মানসিকভাবে বিকলাঙ্গ। তারপরেও তিনি আমার সাথে জঘন্য আচরণ করেছেন এবং আমার কাজটি তিনি সম্পন্ন করেননি।

উপরোক্ত বিষয়ে আমি অনেকেরই দ্বারস্থ হয়েছি। কিন্তু আমাকে সাহায্য করা তো দূরের কথা, সবাইই আমাকে দুরদুর করে তাড়িয়ে দিয়েছে। কম্যুনিটির নেতা নামধারী লোকগুলো কোন অবস্থাতেই মহৎ বা পরোপকারী না; মূলতঃ এসব লোকজনরা প্রচন্ড স্বার্থপর, মিথ্যাবাদী ও ভন্ড। এই সত্য কথাগুলো বলার মতন কম্যুনিটিতে কেউ আছে বলে মনে হয় না

স্ত্রীর প্ররোচনায় ল্যান্ডলর্ড কর্তৃক আমি এভিকশনের (উচ্ছেদের) মুখোমুখি হই; আমার লীজও নবায়ন হচ্ছিলো না। উপায়ন্তর না পেয়ে কম্যুনিটির সবচেয়ে খারাপ মানুষ নামে খ্যাত জ্যাকব মিল্টনের স্মরণাপন্ন হই। কোন প্রকার লিগ্যাল ফী ছাড়াই তিনি আমার এভিকশন (উচ্ছেদ) মামলাটি খারিজ করিয়ে দিয়েছেন; পাশাপাশি, বাসার লীজ থেকে আমার সাবেক স্ত্রীর নাম বাদ দিয়ে লীজ নবায়নের ব্যবস্থা করেছেন।

আমার ইচ্ছে করছে ঐ লোকগুলোর মুখে থুথু ছেটাতে যারা জ্যাকব মিল্টন সম্পর্কে আমাকে নেগেটিভ ধারণা দিয়েছে। তবে, নিঃসন্দেহে জ্যাকব মিল্টন নামের লোকটা পরোপকারী ও বোকা; এই যুগে বিনা পয়সায় কেউ কি কারো জন্য কিছু করে?

বিনীত

Saleh U Ahmed

সালেহ উদ্দিন আহমেদ
১ হ্যাভেন প্লাজা, ম্যানহাটান, নিউইয়র্ক

Sworn to before me on this
day of April 2023

NOTARY PUBLIC

MIALI ALBERT MAKELELE, ESQ.
Notary Public - State of New York
No. 02MA5433198
Qualified in Nassau County
My Commission Expires 05/16/2026

মি-

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

Editor : **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ-জাপান সম্পর্ক বন্ধুত্ব আরও প্রগাঢ় হোক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার টোকিও সফরের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে সম্পর্ক এক নতুন উচ্চতায় উপনীত হয়েছে। দুদেশের বিদ্যমান দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক ব্যাপক অংশীদারত্ব থেকে 'কৌশলগত অংশীদারত্বে' উন্নীত হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা। বুধবার (২৬ এপ্রিল) টোকিওতে জাপানের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে দুদেশের শীর্ষ প্রতিনিধিদের বৈঠক শেষে যৌথ বিবৃতিতে এ মন্তব্য করেন তারা। দুই প্রধানমন্ত্রীর বৈঠকে পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। এ সময় জাপানের প্রধানমন্ত্রী রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে প্রত্যাবাসনের বিষয়ে বাংলাদেশের প্রতি তার দেশের সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেন। একই দিন দুদেশের প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে প্রতিরক্ষা বিষয়ে সহযোগিতাসহ আটটি চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। বিষয়গুলো হলো-কৃষি, শুল্ক, আইসিটি ও সাইবার নিরাপত্তা, শিল্পোন্নয়ন, বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ, জাহাজ পুনর্ব্যবহার এবং গণপরিবহণ মেট্রোরেল বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি। এসব কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ-জাপান সম্পর্ক আরও জোরদার হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

জাপান বাংলাদেশের পরীক্ষিত বন্ধুরাষ্ট্র। স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই বাংলাদেশের উন্নয়নে সহায়তা দিয়ে আসছে জাপান। দেশটি এককভাবে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় দ্বিপক্ষীয় উন্নয়ন সহযোগী। জাপানের সহায়তার একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো বঙ্গবন্ধু যমুনা বহুমুখী সেতু। বর্তমানে দেশের অন্যতম বড় দুটি প্রকল্প-মাতারবাড়ী বিদ্যুৎকেন্দ্র ও বন্দর এবং মেট্রোরেল প্রকল্পের বেশিরভাগ অর্থ দিচ্ছে জাপান। তাই আমরা আশা করব, জাপান ভবিষ্যতেও বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে সহযোগিতা করে যাবে। বিশেষ করে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশের কাতারে নিয়ে যাওয়ার যে লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, তা পূরণে জাপান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

জাপানের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্প্রসারণেরও যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। জাপান সরকারের উন্নয়ন সহায়তার পাশাপাশি জাপানি কোম্পানিগুলো বাংলাদেশে অধিকতর বিনিয়োগে এগিয়ে আসতে পারে। একইসঙ্গে জাপানের বাজারেও বাংলাদেশি পণ্যের রপ্তানি বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে। এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের একটি বড় বাণিজ্য ও বিনিয়োগ অংশীদার হয়ে উঠতে পারে জাপান। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর আজকের উত্থানের পেছনে জাপানের ভূমিকাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। চীন, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড ও ফিলিপাইন আজ যে অবস্থানে পৌঁছেছে, তার পেছনে বড় অবদান রয়েছে জাপানিদের। জাপানি কোম্পানিগুলো ওইসব দেশে কারখানা স্থাপন ও প্রযুক্তি সরবরাহ করেছে। এতে স্থানীয় শিল্পের সক্ষমতা তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশেরও উচিত যেসব ক্ষেত্রে নিজেদের সক্ষমতা কম, সেসব ক্ষেত্রে জাপানীদের বিনিয়োগে উৎসাহিত করা। তথ্যপ্রযুক্তি ও সমুদ্রসম্পদ আহরণেও সহযোগিতা করতে পারে জাপান। জাপানের সহযোগিতায় এভাবেই আমরা অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে পারি। আশার কথা, জাপানের বিভিন্ন কোম্পানি এখন বাংলাদেশে ব্যবসায় আগ্রহ দেখাচ্ছে। দেশে জাপানের বিনিয়োগ বেড়েছে, জাপানেও বাংলাদেশের রপ্তানি বেড়েছে। এ প্রবণতাটি যেন অব্যাহত থাকে এবং টেকসই হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে আমাদের নীতিনির্ধারকদের। সামনের দিনগুলোতে বাংলাদেশ-জাপান সম্পর্ক আরও প্রসারিত হবে, এটাই কাম্য।

মে দিবস ও ইসলামের শ্রমনীতি

॥ ড. মো: মিজানুর রহমান ॥

শ্রমিকের মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৮৮৬ সালের ৪ মে আমেরিকার শিকাগো শহরে শ্রমিক বিক্ষোভ ও পুলিশের সাথে সংঘর্ষের প্রেক্ষাপটে ১৮৮৯ সালে প্যারিসের সোশ্যালিস্ট পার্টি পয়লা মে-কে 'আন্তর্জাতিক শ্রমদিবস' হিসেবে ঘোষণা করে। তখন থেকে ক্রমান্বয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এ দিবসকে 'মে দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। অন্য দিকে, প্রায় সাড়ে ১৪০০ বছর আগে ইসলামের নবী মোহাম্মদ সা: শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে আল্লাহ প্রদত্ত যে নীতি প্রণয়ন করেছিলেন তা-ই ইসলামী শ্রমনীতি। এ লেখায় মে দিবসে শ্রমিকদের প্রাপ্তি ও ইসলামের শ্রমনীতি নিয়ে আলোচনা করব।

মে দিবসের শ্রমনীতি

পৃথিবীতে মে দিবসের ঘটনা সারা বিশ্বের মানুষের কাছে শ্রমিকের অধিকার আদায়ের ইতিহাস হিসেবে সাড়া জাগিয়েছিল। মে দিবস মনে করিয়ে দেয় পুঁজিবাদী অর্থনীতির কুৎসিত, ভয়ঙ্কর, অমানবিক ও বীভৎস চেহারা। মে দিবস গুলি করে শ্রমিকদের হত্যা করা, ফাঁসির কাষ্ঠে ঝোলানো, মানব সৃষ্ট গোলামির জিঞ্জির থেকে মুক্ত হওয়া এবং জেল-জুলুম ও মৃত্যুর ভয়কে জয় করার ইতিহাস। অথচ শ্রমের সময় ৮ ঘণ্টা, ন্যায্য মজুরির দাবি ও নিপীড়ন-নির্যাতন রোধে ১৮৮৬ সালে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল তা আজো বাস্তবায়িত হয়নি। পুঁজিবাদের বিষময় প্রতিক্রিয়া হিসেবে ১৯১৭ সালে আবির্ভাব ঘটেছিল সমাজতন্ত্রের; যার মূল কথা ছিল শ্রমিকরা সাধ্যানুযায়ী কাজ করবে, প্রয়োজন অনুযায়ী মজুরি পাবে। কিন্তু তা কোনো কালে কোনো সময় বাস্তবায়িত হয়নি। পুঁজিবাদ যেভাবে শ্রমিকদের সাথে চরম জুলুম, নির্যাতন ও অধিকারবঞ্চিত করে চলেছে, তদ্রূপ সমাজতন্ত্র শ্রমিকদের সাথে চরম প্রতারণা ও শোষণ করে চলেছে। সমাজতন্ত্র আজ পুঁজিবাদের লেজুড়বৃত্তিতে পরিণত হয়েছে। একশ' বছর যেতে না যেতেই সমাজতন্ত্রের মৃত্যুঘণ্টা বেজেছে। শ্রমিকরা পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের যাঁতাকলে পড়ে বারবার যে প্রতারিত হয়েছে এর একমাত্র কারণ হলো, মানবরচিত শ্রমনীতির কুফল। ফলে পুঁজিবাদও সমাজতন্ত্রের মতো মৃত্যুঘণ্টা বাজার অপেক্ষায় রয়েছে। বিকল্প হলো ইসলামী অর্থব্যবস্থা ও শ্রমনীতি; আসুন, দেখি এই নীতি কী বলে।

ইসলামে শ্রমনীতি ও শ্রমিকের মর্যাদা

আল্লাহ বলেন- 'এমন বহু লোক আছে যারা জমিনের দিকে দিকে ভ্রমণ করে আল্লাহর অনুগ্রহ (জীবিকা) খুঁজে বেড়ায়।' (সূরা মুজাম্মিল, আয়াত-২০) আল্লাহ আরো বলেন- 'সালাত আদায় হয়ে গেলে জমিনে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ (জীবিকা) খুঁজে বেড়াবে।' (সূরা জুমুয়া, আয়াত-১০) হাদিসে উল্লিখিত হয়েছে, 'হালাল উপার্জন মুসলিম মাত্রের ওপর অবশ্য কর্তব্য।' (আত-তারগিব-৩৪৫) অন্য হাদিসে বলা হয়েছে, 'হালাল জীবিকা অন্বেষণ ফরজ ইবাদতের পরে একটি বাড়তি ফরজ।' (মিশকাত-২৬৬১) রাসূল সা: নিজে বকরি চরিয়েছেন, পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কূপ থেকে বালতিতে পানি উঠিয়েছেন, ব্যবসায় করেছেন, মাটি খনন করেছেন, রান্নার কাঠ সংগ্রহ করেছেন, রণাঙ্গনে যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন। তার কন্যা ফাতিমা ঘরের সব কাজ নিজেই করতেন। আদম আ: জমি চষে শস্য ফলাতেন; নুহ আ: ছিলেন কাঠমিস্ত্রি; ইদরিস আ: ছিলেন দর্জি। দাউদ আ: ছিলেন কামার, জাকারিয়া আ: ছিলেন তাঁতী আর মুসা আ: ছাগলের রাখাল। সুতরাং ইসলামের দৃষ্টিতে সব কাজই সম্মানজনক। রাসূলের ভাষায়- 'নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্যের চেয়ে উত্তম খাদ্য কেউ খায়নি; দাউদ আ: নিজের হাতে কাজ করে খেতেন।' (মিশকাত-২৬৩৯) সৎ ব্যবসায়ীকে তো সুসংবাদ শোনানো হয়েছে এভাবে- 'সত্যবাদী, বিশ্বস্ত মুসলিম ব্যবসায়ী কিয়ামতে নবী, সিদ্দিক ও শহীদদের সঙ্গী হবে।' (তিরমিজি- ৫১৫) অতএব, শ্রম ও পরিশ্রম-সাপেক্ষে স্বাবলম্বী হওয়ার বিকল্প নেই। এ জন্যই সাহাবিরা সবাই ছিলেন স্ব-শ্রমিক। (বুখারি শরিফ-৭৮৯)

ইসলামে শ্রমিক এবং মালিকের অধিকার

শ্রমিকের যা অধিকার তা-ই তার মালিকের কর্তব্য ও দায়িত্ব। ইসলাম শ্রমিকের অধিকার আদায়ে মালিককে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা দিয়েছে। যেমন- হাদিসের ভাষায় 'মজুরের মজুরি নির্ধারণ না করে তাকে কাজে নিযুক্ত করবে না।' (বায়হাকি) শ্রমিককে মানবিক জীবনযাপনের উপযোগী ন্যায্য মজুরি পারিশ্রমিক দিতে হবে। রাসূল এর ভাষায়- 'ঘাম শুকানোর আগেই শ্রমিকের পাওনা মিটিয়ে দাও।' (ইবনে মাজাহ-৮১৭) শ্রমিকের ওপর বাড়তি বা দুঃসাধ্য কাজ চাপাবে না। তার সাথে সদ্ব্যবহার করতে হবে। শ্রমিকের (মুসা আ:) প্রতি একজন মালিকের (হজরত শোয়াইব আ:) বক্তব্য ছিল- 'আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না; আল্লাহ চাইলে তুমি আমাকে সদাচারী হিসেবে পাবে।' (সূরা কাসাস, আয়াত-২৭)

> **মে দিবসে একজন শ্রমিক দৈনিক আট ঘণ্টা ডিউটি করার ধারণা পাওয়া যায়। অথচ রাসূল সা: সাড়ে ১৪০০ বছর আগেই প্রতিটি মানুষের দিনের সময়ের মধ্যে, এক ভাগ আল্লাহর ইবাদতের জন্য, এক ভাগ পরিবার পরিজনের সাথে সময় দেয়ার জন্য এবং আরেক ভাগ ব্যক্তিগত কাজ ও নিজের শরীরিক সুস্থতা বজায় রাখার জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। (তিরমিজি)**

শ্রমিকের ক্ষমার যোগ্য ত্রুটি ক্ষমার নজরে দেখতে হবে। রাসূলুল্লাহ সা: অধীনস্থকে ক্ষমার ব্যাপারে তাগিদ করলে এক সাহাবি জিজ্ঞেস করলেন, আমি তাকে দৈনিক কতবার ক্ষমা করব? রাসূল সা: বললেন, 'প্রতিদিন ৭০ বার'। (আবু দাউদ-৩৪১) দান-সদকা মানুষের বালা-মুসিবত দূর করে, আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করে। সুতরাং গরিব শ্রমিককে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে দান করা উচিত যাতে তার জীবন কিছুটা সুন্দর হয়। আল্লাহ বলেন- 'আল্লাহ জীবনোপকরণে তোমাদের কাউকে বা কারো ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। যাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে তারা তাদের অধীনস্থ দাস-দাসীদেরকে নিজেদের জীবনোপকরণ থেকে এমন কিছু দেয় না যাতে তারা এ বিষয়ে তাদের সমান হয়ে যায়। তবে কি ওরা আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করে?' (সূরা নাহল, আয়াত-৭১)

শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রাখতে হবে। রাসূল সা: বলেন, 'শ্রমিকদের প্রতি ওই পরিমাণ কাজের দায়িত্ব চাপাবে, যা তারা সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে পারে এবং তাদের শক্তি অনুসারে কাজ নেবে যাতে তাদের এরূপ কাজ করতে না হয়, যা তাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হয়।' (মিশকাত) রাসূল সা: ইন্তেকালের সময় দু'টি মাত্র জিনিসের ব্যাপারে হুঁশিয়ার করে গেছেন তার একটি সালাত, অন্যটি অধীনস্থ। তার ভাষায়- 'সাবধান! সালাত এবং অধীনস্থের বিষয়ে সাবধান!' (ইবনে মাজাহ-৫১৯)

মালিকের যেমন দায়িত্ব রয়েছে শ্রমিকের অধিকার রক্ষার, তেমনি শ্রমিকেরও দায়িত্ব রয়েছে মালিকের অধিকার রক্ষার। এই অধিকার আদায়ে শ্রমিকের করণীয় হলো- যে কাজ সহজে বা কিছুটা বাড়তি কষ্ট করে সম্পন্ন করা সম্ভব এমন কাজই নেবে; অসাধ্য সাধনের ঝুঁকি নিয়ে জীবন ও সুনামকে বিপন্ন করবে না। যে কাজ সম্পাদনের শক্তি-সামর্থ্য নেই, তাতে জড়িত হওয়ার মানে হয় না। (সূরা কাসাস, আয়াত-২৬) স্বীয় কাজ বা দায়িত্বকে আমানত মনে করে তা সম্যকভাবে আদায়ে সচেষ্ট হতে হবে। এ ব্যাপারে আল্লাহর তাগাদা রয়েছে- 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন আমানত তার প্রাপকের কাছে পৌঁছে দিতে।' (সূরা নিসা, আয়াত-৫৮) শ্রমিককে অবশ্যই মালিকের কল্যাণকামী হতে হবে; নতুবা দায়িত্ব পালনে অবহেলা অবশ্যম্ভাবী।

ইসলামী শ্রমনীতির শিক্ষা

পুঁজিবাদ যদি শ্রেণিবিভেদ সৃষ্টি করে তাহলে সমাজতন্ত্র যেন শ্রেণিবিদ্বেষের জন্ম দেয়। অথচ ইসলাম কখনো মানুষের মধ্যে শ্রেণিবিভেদ তৈরি করেনি। সব মানুষ এক কাতারে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নামাজে দাঁড়িয়ে এটিই প্রমাণ করে, ইসলামের দৃষ্টিতে সবাই সমান। তাই ইসলাম কখনো শ্রমিক ও মালিক নামে দু'টি শ্রেণী তৈরি করেনি; বরং ইসলামে প্রত্যেক মানুষকেই শ্রমিক বলে বর্ণনা করা আছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয় আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি পরিশ্রমী বা শ্রমজীবী করে।' (সূরা বালাদ, আয়াত-৪) অথচ পুঁজিবাদীরা তাদের সুবিধার্থে সমাজে মালিক-শ্রমিক নামে দু'টি শ্রেণী তৈরি করতে চায়। তাই 'পয়লা মে বা শ্রমিক দিবস' পালনের অর্থই হচ্ছে, সমাজে মালিক ও শ্রমিক নামক দু'টি শ্রেণীর উদ্ভব করা।

মে দিবসে একজন শ্রমিক দৈনিক আট ঘণ্টা ডিউটি করার ধারণা পাওয়া যায়। অথচ রাসূল সা: সাড়ে ১৪০০ বছর আগেই প্রতিটি মানুষের দিনের সময়ের মধ্যে, এক ভাগ আল্লাহর ইবাদতের জন্য, এক ভাগ পরিবার পরিজনের সাথে সময় দেয়ার জন্য এবং আরেক ভাগ ব্যক্তিগত কাজ ও নিজের শরীরিক সুস্থতা বজায় রাখার জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। (তিরমিজি)

শ্রমের গুরুত্ব ও শ্রমিকের প্রাপ্তি

শ্রম ছাড়া উৎপাদন সম্ভব নয়, শ্রমের মর্যাদা ছাড়া গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়, শ্রমিকের জীবনের নিরাপত্তা ছাড়া উৎপাদনশীল মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। শ্রম এবং মেধা দিয়ে যে উৎপাদন তা থেকেই সমাজ বিকশিত হয়, পুঁজি বিকশিত হয়। কিন্তু মানুষ যখন কৃষি থেকে বিচ্যুত হয়ে শিল্পে এসেছে তখন থেকে পুঁজিপতিরা ক্ষুদ্র থেকে দ্রুতই বড় হতে শুরু করে এবং যে মানুষ কৃষক থেকে শ্রমিকে রূপান্তরিত হয়েছে তারা সত্যিকার অর্থে সর্বহারা শ্রেণী হিসেবে আরো কঠিন পরিস্থিতিতে পড়ে। পুঁজির মালিক শ্রমিকের **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

নামাজের সময়-সূচী

মে	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ফজর	৪.৩০	৪.২৮	৪.২৭	৪.২৫	৪.২৪	৪.২২	৪.২০
সূর্যোদয়	৫.৫৫	৫.৫৪	৫.৫৩	৫.৫১	৫.৫০	৫.৪৯	৫.৪৮
জোহর	১২.৫৩	১২.৫৩	১২.৫৩	১২.৫৩	১২.৫৩	১২.৫৩	১২.৫৩
আসর	৫.৪৯	৫.৪৯	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫১	৫.৫২	৫.৫২
মাগরিব	৭.৫১	৭.৫৩	৭.৫৪	৭.৫৫	৭.৫৬	৭.৫৭	৭.৫৮
এশা	৯.১৭	৯.১৮	৯.২০	৯.২১	৯.২৩	৯.২৪	৯.২৫

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৫ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদেরকে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

সুসন্তান বনাম কুসন্তান

॥ গোলাম মাওলা রনি ॥



সমস্যাটি অনাদিকালের। মানুষ যখন সভ্যতার সূচনা করতে বনবাদাড় থেকে বের হয়ে এলো এবং বসতি স্থাপন করে পরিবার প্রথা চালু করল, ঠিক তখন থেকেই সমস্যাটির শুরু যা ক্রমবর্ধমান হারে কেবল বেড়েই চলেছে। আজকের দিনে সারা দুনিয়ার এক নম্বর মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা হিসেবে প্রায় প্রতিটি ঘরকে কমবেশি জতুগৃহে পরিণত করা সমস্যাটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার আগে দুটো ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণনা করে নিই।

প্রথম ঘটনাটি হজরত নুহ আ:-এর জমানার। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যখন সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তিনি প্রবল বন্যা দিয়ে পাপী-তাপী, কাফের-মুনাফেকসহ জমিন ধ্বংস সাধন করবেন তখন হজরত নুহ আ:-এর পরিবার, অনুসারীসহ বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীদের জোড়ায় জোড়ায় তার ঐতিহাসিক নৌকায় তোলার হুকুম দিলেন। সবাই যথানিয়মে এবং যথাসময়ে নৌকায় আরোহণ করলেও নবীর এক পুত্র কিছুতেই রাজি হলো না। সে খোদার গজব বন্যাকে ভয় পেলো না- এমনকি বিশ্বাসও করল না। নবীর পীড়াপীড়ি-আকুতি-নিবেদনের জবাবে কাফের পুত্র বলল, যদি আসলেই কোনো বন্যা হয় তবে ওই যে সুউচ্চ পাহাড় রয়েছে এবং সেই পাহাড়ের চূড়ায় যে বিশাল বৃক্ষ রয়েছে সেই বৃক্ষের মগডালে উঠে সে বন্যার মোকাবেলা করবে। হজরত নুহ আ: তাঁর পুত্রের অবাধ্যতা-নির্বুদ্ধিতা-নাফরমানি ও বেঈমানির কারণে যারপরনাই ব্যথিত হলেন। তিনি পুত্রের জন্য অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। মহান আল্লাহ তখন তাঁর প্রিয় নবীকে জানালেন যে, তিনি যার জন্য কাঁদছেন সে তাঁর ঔরসজাত সন্তান নয়। নবী প্রকৃত ঘটনা বুঝতে পারলেন এবং তওবা করে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইলেন।

দ্বিতীয় ঘটনাটি হজরত ওমর রা:-এর জমানার এবং তাঁর নিজ পুত্রের। খলিফার কাছে অভিযোগ এলো যে, তাঁর এক পুত্র মদ্যপান করেছে। খলিফা নির্দেশ দিলেন মাতাল পুত্রকে ১০০টি দোররা মারার জন্য। দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি খলিফাকে জানালেন যে, ৯০টি ঘা মারার পর মাতালের মৃত্যু হয়েছে। নির্বিকার খলিফা বললেন, বাকি ১০ দোররা মাতালের কবরের ওপর মারতে থাকো।

উল্লিখিত উদাহরণ সম্পর্কে আমার বক্তব্য আজকের নিবন্ধের শেষ অংশে বর্ণনা করব। এবার শিরোনাম প্রসঙ্গে হালআমলের হালহকিকত সম্পর্কে কিছু বলে নিই। আমাদের সমাজে আপনি প্রায়ই দেখতে পাবেন যে, মন্দ পিতা-মাতার ঘরে বহু সুসন্তান পয়দা হয়েছে যারা জনক-জননীর পাপাচারকে পায়ে মাড়িয়ে দুনিয়া-আখিরাতের স্বার্থে কল্যাণকর কর্মের জন্য রীতিমতো জিহাদ করে যাচ্ছেন। বিপরীতে সৎ-সজ্জন ও আলেমের ঘরে এমন কুসন্তান জন্ম নিয়েছে যাদের কুকর্ম দেখে শয়তান পর্যন্ত রীতিমতো আঁতকে ওঠে। এসব বৈসাদৃশ্য দেখার পর সমাজে নানা গুঞ্জন শুরু হয়ে যায়। লোকজন বলতে থাকেন, আলেমের ঘরে এতবড় জালেম হলো কী করে অথবা এতবড় কাফের মুনাফেক দুর্নীতিবাজের ঘরে কিভাবে চক্ষু শীতলকারী সুসন্তান পয়দা হলো।

উপরোক্ত বৈসাদৃশ্য ছাড়া আরো বহু বিপরীত দৃশ্য আমাদের সমাজ-সংসারকে অশান্তির আগুনে দাহ করতে থাকে। শিক্ষিত পিতা-মাতার সন্তান লেখাপড়া না করে মদ-গাঁজায় আসক্তি। ধনীর পুত্র-কন্যারা পিতা-মাতার মতো কষ্ট করে অর্থ উপার্জনের পরিবর্তে হেলে-দুলে, শুয়ে-বসে নির্বিকারচিত্তে পিতা-মাতার সহায় সম্বল অপচয় করে ভিক্ষুকে পরিণত হওয়ার জন্য যত মন্দ অভ্যাস রয়েছে তা রপ্ত করতে রীতিমতো সাধনা করতে থাকে। বিদ্বান পিতা-মাতার সন্তানদের মূর্খতা জ্ঞানী পিতা-মাতার সন্তানদের নির্বুদ্ধিতা, চরিত্রবান পিতা-মাতার চরিত্রহীন সন্তান এবং সর্বজন শ্রদ্ধেয় পিতা-মাতার সন্তানদের নিন্দনীয় কর্মের কারণে বাংলাদেশের লাখ লাখ পরিবারে দিবানিশি জাহান্নামের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে।

পিতা-মাতা সন্তান-সন্ততির মধ্যে হালআমলে যেসব বিষক্রিয়া দেখা যায় তার বিপরীত দৃশ্যও কিন্তু কম নয়। রিকশাওয়ালা মুটে মজুর প্রভৃতি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর পুত্র-কন্যারা দেশ-বিদেশের নামকরা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে অসাধারণ ফলাফল করছে এবং কর্মজীবনে বিশাল সফলতার স্বাক্ষর রেখে চলেছেন। দেবব্রত সিংহের অমর কবিতা- তেজের নায়িকা সাজলির মতোন করে বহু ছাত্রছাত্রী প্রতি বছর বাংলার আনাচে-কানাচে এমন সব সফলতার কীর্তিগাথা রচনা করে চলেছেন যা শুনলে পাষাণের হৃদয়ও বিগলিত হয়। মন্দ পিতা-মাতার সুসন্তান পিতা-মাতার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে এমন সব নজির স্থাপন করে চলেছেন; তা নিজে চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা সম্ভব নয়।

এখন প্রশ্ন হলো, কেন এমনটি হয়। আমাদের সমাজের বেশির ভাগ মানুষ সন্তান-সন্ততির অমানুষ হওয়ার জন্য পিতা-মাতাকে দায়ী করে থাকেন। অন্য দিকে, অমানুষ পিতা-মাতার কীর্তিমান সুসন্তান সম্পর্কে বলতে গিয়ে সবাই একবাক্যে বলবেন, আল্লাহ বানিয়েছেন। অথচ বিষয়গুলো নিয়ে খোলামেলা আলোচনা ও বৈজ্ঞানিক কার্যকারণ নির্ণয়ের অভাবে বেশির ভাগ পরিবারে অশান্তির দাবানল অনবরত জ্বলতে থাকে। প্রতিটি পিতা-মাতা সর্বোচ্চ চেষ্টার সাথে তাপ-চাপ অর্থাৎ লাথি-গুঁতো-কিলঘুষি থেকে শুরু করে ঝাড়ু পেটা-জুতোপেটা দিয়ে হলেও সন্তানকে ক্লাসে ভালো ফলাফল করোনো ও পরবর্তীতে কর্মজীবনে জজ-ব্যারিস্টার, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বানানোর অপচেষ্টায় সারাক্ষণ ত্রিমাত্রিক চেষ্টায় মারাত্মক ব্যস্ত থাকেন। নিজে না খেয়ে সন্তানকে মাছের মুড়ো, মুরগির রান, গরু-খাসির ঘিলুসহ ঘি, মাখন, পনির, দুধ, কলা, ফলফলাদি খাওয়াতে থাকেন। সন্তানের লেখাপড়ার জন্য সর্বস্ব ব্যয় করেন এবং নিজের শরীর স্বাস্থ্যকে রোগাক্রান্ত বানিয়ে সন্তানকে হৃষ্টপুষ্ট নধর বানিয়ে দিন শেষে যখন উল্টো ফলাফল পান তখন প্রথমেই সন্তানের ওপর অত্যাচার শুরু করে দেন। তারপর নিজেকে দফায় দফায় গালাগাল দেন এবং পরিশেষে আল্লাহকেও ছাড় দেন না। অন্য দিকে, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কোনো সন্তান যদি শিক্ষা-দীক্ষা ও কর্মজীবনে ভালো ফলাফল করেন সে ক্ষেত্রে সন্তান ও জনক-জননীর অহঙ্কার প্রায়ই দৃষ্টিকটু পরিস্থিতির সৃষ্টি করে এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সমাজে বিশৃঙ্খলা তৈরি করে। এদের অহঙ্কার বাস্তব জীবনে তাদের জন্য নানা অপমান ও বিপত্তি তৈরি করে যা সামাল দিতে না পারার কারণে তারা এক ধরনের হীনম্মন্যতায় ভোগেন এবং সেই হীনম্মন্যতা দূর করার জন্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মন্দ কর্ম ও মন্দ চিন্তায় আক্রান্ত হয়ে পড়েন।

আজকের শিরোনাম প্রসঙ্গে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও বই পুস্তকের জ্ঞান এবং অভিজ্ঞান ভিন্নতর। আমরা সাত ভাই অভিন্ন পরিবেশে বেড়ে উঠেছি কিন্তু বাস্তব জীবনে এসে শিক্ষা-দীক্ষা-সফলতার ক্ষেত্রে ভিন্নতর অবস্থানে রয়েছি। আমার তিন ছেলেমেয়েকে লালন পালন করতে গিয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যত সূত্র রয়েছে তা প্রয়োগ করেছি। ধর্ম-কর্ম, নীতি-নৈতিকতা থেকে শুরু করে সামাজিক মেলামেশার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করে যথাসাধ্য পরিশ্রম-যত্নআত্তি, স্নেহ-ভালোবাসা, আর্থিক বিনিয়োগসহ দেশের সেরা স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়েছি। কিন্তু নির্মম বাস্তবতা হলো- আমার তিন সন্তানের আকার-আকৃতি, গায়ের রঙ ও বয়সের মধ্যে যেমন অমিল তদ্রুপ তাদের চিন্তা-চেতনা-কর্মের অমিল বিস্তর। আমার বা আমার স্ত্রীর মধ্যে যেসব ভালো বিষয়াদি রয়েছে সেগুলোর প্রতি তাদের ন্যূনতম আকর্ষণ রয়েছে বলে আমার মনে হয় না। ফলে তারা কেউই আমার মতো হয়নি- তারা কেবল তাদের মতোই হয়েছে।

আমার ভাই ও সন্তানদের পেছনে আমার জীবনের বহু মূল্যবান সময়, অর্থ এবং শ্রম ব্যয় করেছি। আমার সফলতা-ভালোলাগা, সার্থকতা-আনন্দ, রুচি-অভিরুচি, খাদ্যাভ্যাস, ধর্মকর্ম, সামাজিকতা, জনসংযোগ, বিদ্যার্জনের কায়দা-কানুন এবং বিদ্যাকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগের কলাকৌশল তাদের যতবার শেখানোর চেষ্টা করেছি ততবারই হিতে বিপরীত হয়েছে। ফলে একটা সময় আমি পিছু হটতে বাধ্য হই এবং কেন এমন হয় তার কার্যকারণ খোঁজার চেষ্টা করি। রবীন্দ্রনাথ-নজরুল কিংবা বঙ্কিমের সন্তানরা কেন পিতৃগুণে গুণান্বিত হয়নি তার খোঁজ করতে গিয়ে জানলাম, সাহাবি আমির মাবিয়া রা: সর্বোচ্চ চেষ্টা-সর্বোচ্চ শিক্ষা ও সর্বোত্তম পরিবেশ শতভাগ নিশ্চিত করেও তার পুত্র ইয়াজিদকে মানুষ বানাতে পারেননি। অন্য দিকে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম শাসক রোমান সম্রাট ক্লডিয়াস সর্বকালের সেরা পণ্ডিত বন্ধুবর সেনেকাকে নিজ পুত্র নিরোকে মানুষ বানানোর সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বাস্তবে নিরো হয়েছিল মহাকালের সবচেয়ে কুখ্যাত-নির্মম-নিষ্ঠুর অমানুষ।

সম্রাট ক্লডিয়াসের চেয়েও বিখ্যাত ছিলেন সম্রাট মার্কাস অরলিয়াস। তিনি শুধু সম্রাটই ছিলেন না ছিলেন সর্বকালের সেরা দার্শনিক, যুদ্ধবিশারদ, সফলতম শাসক, ন্যায়বিচারক ও ধার্মিক। তার পরও তিনি কামাডাসের মতো নিকৃষ্টতম সন্তানের পিতা ছিলেন যিনি আপন সন্তানের হাতে নিহত হয়েছিলেন।

আমরা আজকের আলোচনার শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। আলোচনার শুরুতে যে দু'টি ঐতিহাসিক উদাহরণ দিয়েছিলাম তার মর্মকথা হলো, পিতৃগুণে যদি সব কিছু হতো তবে হজরত নুহ আ: ও হজরত ওমর রা:-এর পুত্রদের কলঙ্কময় ইতিহাস লিখিত হতো না। দ্বিতীয়ত, পৃথিবীর কোনো কুসন্তান যেমন পিতা-মাতার সুকর্মকে কলঙ্কিত করতে পারেনি তদ্রুপ কোনো সুসন্তান মন্দ পিতা-মাতার বদনামি ঘোচাতে পারেনি। ব্যক্তির কর্মই কেবল ব্যক্তিকে মহিমান্বিত অথবা কলঙ্কিত করতে পারে। আমাদের সমাজের বেশির ভাগ মানুষ পৃথিবীর প্রাকৃতিক অতি প্রাকৃতিক-অলৌকিক বিষয়াদি যেমন জানে না বা বোঝে না তদ্রুপ মানবের দেহ ঘিরে যে অভিনব ও বিস্ময়কর প্রকৌশল (টহরয়ঁব উহমরহববৎরহম) রয়েছে, মানব মন-আত্মা ও মস্তিষ্কের যে রসায়ন রয়েছে তা মূল্যায়ন করতে পারে না। মানুষের দেহের বাইরের প্রকৃতি-পরিবেশ, সময় ও সুযোগ কিভাবে মানুষের শরীর-মন-মস্তিষ্কের সাথে ক্রিয়া-বিক্রিয়া করে তা নিয়ে চিন্তা করার মতো মানুষ সবসময়ই বিরল- আর এ বিষয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মানুষ কোটিতে একজন পাওয়াও দুষ্কর। ফলে বেশির ভাগ মানুষ দু'টি সরল সূত্রে পরিচালিত হয়।

প্রথমটি হলো- চেষ্টা করলে সব হয়, পরিশ্রম সব সৌভাগ্যের চাবিকাঠি। অন্য দিকে, দ্বিতীয় গ্রুপ মনে করে, তসবিহ টিপলে, দোয়া দরুদ পড়লে, ধর্মকর্ম করলে আল্লাহ আকাশ থেকে সব নিয়ামত পাঠিয়ে থাকেন এবং আল্লাহর দয়া হলে মানুষ অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে। মানুষের এই বিপরীতমুখী চিন্তাকে যারা একত্র করতে পারে এবং নিজের যোগ্যতা পরিমাপ করে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থেকে সংযত হয়ে চেষ্টা চালাতে পারে কেবল তারাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সফলতার সন্ধান পায়। দ্বিতীয়ত, মানুষের মধ্যে যে শ্রেণীটি সন্তান-সন্ততিসহ আপনজন ও অধীনস্থদের নিজের মতো করে মানুষ বানানোর চেষ্টার লাগাম টানতে পারে তাদের ব্যক্তিগত সুখানুভূতি বিনষ্ট হয় না। সর্বোপরি অন্যের সফলতা-ব্যর্থতার জন্য নিজেকে দায়ী করা অথবা ঈর্ষান্বিত হওয়া কিংবা অনুশোচনা করা থেকে বিরত থাকার মধ্যেই জীবনের গতিকে স্বাভাবিক রাখা সম্ভব।

লেখক : সাবেক সংসদ সদস্য

সমস্যাটি অনাদিকালের। মানুষ যখন সভ্যতার সূচনা করতে বনবাদাড় থেকে বের হয়ে এলো এবং বসতি স্থাপন করে পরিবার প্রথা চালু করল, ঠিক তখন থেকেই সমস্যাটির শুরু যা ক্রমবর্ধমান হারে কেবল বেড়েই চলেছে। আজকের দিনে সারা দুনিয়ার এক নম্বর মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা হিসেবে প্রায় প্রতিটি ঘরকে কমবেশি জতুগৃহে পরিণত করা সমস্যাটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার আগে দুটো ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণনা করে নিই।



প্রধানমন্ত্রীর জাপান সফরের তাৎপর্য

॥ দেলোয়ার হোসেন ॥

গত বছর, অর্থাৎ ২০২২ সালের ১০ ফেব্রুয়ারী বাংলাদেশ-জাপান কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তি উদযাপিত হয়েছে। আর এ বছরের ২৬ এপ্রিল আমাদের প্রধানমন্ত্রীর জাপান সফরের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ-জাপান বিদ্যমান দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক 'সমন্বিত অংশীদারিত্ব' থেকে 'কৌশলগত অংশীদারিত্বে' উন্নীত হয়েছে। এই বিকাশের দুটি বড় প্রেক্ষাপট আছে। একটি ঐতিহাসিক, অন্যটি বৈশ্বিক ও আঞ্চলিকে মেলানো পরিস্থিতি।

বাংলাদেশ-জাপান সম্পর্কের ৫০ বছর উদযাপিত হয়েছে। এ দুটি দেশের পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং সহযোগিতা বেশ পরীক্ষিত। এশিয়ার মধ্যে জাপানই বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের প্রধান গন্তব্য। জাপানই বাংলাদেশের প্রধান বৈদেশিক সাহায্যদাতা। জাপান বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় উন্নয়ন সহযোগী। দুটি দেশের সরকার ও জনগণের মধ্যে সম্পর্কও বেশ আন্তরিক।

শিল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে জাপানই প্রথম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় ১৯৭২ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি। জাপান তখনও যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির প্রভাব বলয়েরই একটি দেশ। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি প্রতিরক্ষা চুক্তির বদৌলতে জাপান রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ফিরে পায় সেই সময়ে। ১৯৭২ সালেই জাপানের সঙ্গে চীনের দীর্ঘ দিনের বিরোধ প্রশমিত হয়ে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। আবার যুক্তরাষ্ট্র ও চীন উভয়েই ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিপরীতে এবং পাকিস্তানের মিত্র। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে জাপানের সরকার ও জনগণের সমর্থন এবং বিজয়ের পরপরই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত দুটি দেশের মধ্যে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়।

বাংলাদেশের মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের দ্বিতীয় টার্মিনাল, ঢাকার এমআরটি লাইনসহ বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা করছে জাপান।

দ্বিতীয় পরিস্থিতির প্রেক্ষাপট সাম্প্রতিক। বিশেষ করে চীন ও রাশিয়ার বিপরীতে এশীয় দেশগুলো নিয়ে মুক্ত ভারত সাগরনীতি নিয়ে এগোচ্ছে জাপান। জাপানের প্রধানমন্ত্রী সাম্প্রতিক দিল্লি সফরের সময় এ ধারণা প্রকাশ করেন। ধারণাটি পশ্চিমা দেশগুলো গ্রহণ করেছে। কারণ, জাপানের বাণিজ্যের ৮০ শতাংশই হয় এই মহাসাগর দিয়ে।

গত ২০ মার্চ জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা ভারত সফর করেন। সেখানে তিনি বাংলাদেশ এবং উত্তর-পূর্ব ভারতে শিল্পায়নের কথা বলেন। এর পর ১১-১২ এপ্রিল ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় বাংলাদেশ ও ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং ভারতের জাপানি রাষ্ট্রদূত মিলে ত্রিপক্ষীয় সম্মেলন হয়। এরও মূল কথা ছিল বাংলাদেশ এবং জাপানের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়িয়ে কী করে ত্রিপুরার বাণিজ্যকে আরও উন্নত করা যায়। বাংলাদেশের সঙ্গে ত্রিপুরার যোগাযোগ এবং বঙ্গোপসাগরকে কাজে লাগানোর একটা পরিকল্পনার কথা জাপানিরা জানিয়েছে। ত্রিপুরার সাব্রুম থেকে জাপানি অর্থায়নে নির্মিত বাংলাদেশের মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দরের দূরত্ব মাত্র ৮০ কিলোমিটার। এই পরিকল্পনা সফল হলে ভারতের ভূমি দিয়ে আবদ্ধ ত্রিপুরা রাজ্য এই প্রথম সামুদ্রিক বাণিজ্যের সুযোগ পাবে। চট্টগ্রাম বন্দরকে কাজে লাগিয়ে কী করে উত্তর-পূর্ব ভারতের পণ্য আরও বেশি করে রপ্তানি করা যায়, তা নিয়েও আলোচনা হয় এই ত্রিপক্ষীয় বৈঠকে। সংগত কারণেই জাপান বাংলাদেশের যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নতকরণ ও শিল্পায়নে বিনিয়োগের বড় অংশীদার।

এরই আলোকে দেখা যায় দুই দেশের যৌথ বিবৃতিকে। কূটনৈতিক নিয়ম অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও প্রধানমন্ত্রী কিশিদা যৌথ বিবৃতি দিয়েছেন। এ সফরের ফলে বাংলাদেশ ও জাপান সরকারের মধ্যে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা, প্রতিরক্ষা সংলাপ, সফর বিনিময়, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, কোর্স, সেমিনার, কর্মশালা, প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং এর সঙ্গে প্রাসঙ্গিক অন্য কোনো সম্মত কার্যক্রমের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা জোরদার হবে। জাপানের ভূমি, অবকাঠামো, পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশের সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সহযোগিতা স্মারক সই হয়েছে। এর ফলে মেট্রোরেলের ক্ষেত্রে সহযোগিতা, মেট্রোরেল নীতি, আইন ও প্রবিধান বিষয়ে সহযোগিতা, অবকাঠামো, নিরাপত্তা নীতি ও ব্যবস্থাপনা এবং দুর্যোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়বে। ইতোমধ্যে আমাদের দেশে মেট্রোরেলের সুফল আমরা ভোগ করতে শুরু করেছি।

শিল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে জাপানই প্রথম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় ১৯৭২ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি। জাপান তখনও যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির প্রভাব বলয়েরই একটি দেশ। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি প্রতিরক্ষা চুক্তির বদৌলতে জাপান রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ফিরে পায় সেই সময়ে। ১৯৭২ সালেই জাপানের সঙ্গে চীনের দীর্ঘ দিনের বিরোধ প্রশমিত হয়ে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। আবার যুক্তরাষ্ট্র ও চীন উভয়েই ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিপরীতে এবং পাকিস্তানের মিত্র। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে জাপানের সরকার ও জনগণের সমর্থন এবং বিজয়ের পরপরই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত দুটি দেশের মধ্যে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়।

তবে আগে জাপানের সঙ্গে আমাদের যে সম্পর্ক ছিল, সেটাকে শুধু সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক বলা যেত। এখন দুই দেশের সম্পর্ক একটি কৌশলগত অংশীদারিত্বে পৌঁছেছে; বলা যায়। বাংলাদেশ-জাপানের মধ্যকার বিদ্যমান দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক 'ব্যাপক অংশীদারি' থেকে সফলভাবে 'কৌশলগত অংশীদারি'তে পৌঁছেছে। কৌশলগত অংশীদারির ভূ-রাজনৈতিক ও নিরাপত্তাগত তাৎপর্য রয়েছে। এতে দুই দেশের জনগণ ও সরকারের মধ্যে বিদ্যমান চমৎকার বোঝাপড়া, বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা সামনের দিনগুলোতে আরও জোরদার হবে বলে আশা করা যায়।

বাংলাদেশ কয়েক বছর ধরে রোহিঙ্গা সমস্যা নিয়ে সমস্যায় পড়েছে। এটি একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা হলেও শুরুতে শুধু আমাদেরই সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছিল। এ সফরে আলোচিত রোহিঙ্গা ইস্যুর পাশাপাশি মহেশখালী-মাতারবাড়ী সমন্বিত অবকাঠামো উন্নয়ন উদ্যোগ নিয়েও আলোচনা হয়েছে। পাশাপাশি বে অব বেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ (বিগ-বি) অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব নিয়ে আরও পরিকল্পনার সুযোগ তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে প্রত্যাবাসনে বাংলাদেশের প্রতি জাপান সমর্থন দিয়েছে। জাপানের সমর্থন আগেও ছিল। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর কারণে কক্সবাজারে স্থানীয় জনগণের জীবন-জীবিকা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বিষয়টি উঠে এসেছে।

এ ছাড়া জাপানের সঙ্গে বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় চলতি বছরেই ঢাকা-নারিতা সরাসরি বিমান চলাচল শুরু হতে যাচ্ছে। তাঁরা বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের উন্নয়নে এমআইডিআই ও বিগ-বি উদ্যোগ গ্রহণ, বঙ্গোপসাগর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে যোগাযোগ স্থাপন বিষয়েও আলোচনা করেন।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, 'আমাদের বৃহত্তম উন্নয়ন অংশীদার হওয়ায় আমরা জাপান সরকারকে ধন্যবাদ জানাই। আমরা জাপানের সঙ্গে আগামী দিনগুলোতে অর্থনৈতিক অংশীদারি চুক্তি সম্পন্ন করার অপেক্ষায় আছি।' জাপানের প্রধানমন্ত্রী কিশিদা রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে প্রত্যাবাসনের লক্ষ্যে বাংলাদেশের প্রতি তাঁর দেশের সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করে বলেছেন, বাংলাদেশ ও জাপান তাদের সম্পর্ককে কৌশলগত অংশীদারিত্বে উন্নীত করেছে। বাংলাদেশ মিয়ানমার থেকে আসা প্রায় এক মিলিয়ন বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিকে আশ্রয় দিয়েছে এবং আমরা বাংলাদেশের প্রচেষ্টাকে সমর্থনদান অব্যাহত রাখব।

বৈঠকে উভয়েই কৌশলগত অংশীদার হিসেবে আইনের শাসনের ওপর ভিত্তি করে অবাধ ও উন্মুক্ত আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা বজায় রাখার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন, যখন আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে রয়েছে। গত মাসে ঘোষিত অবাধ ও উন্মুক্ত ইন্দো-প্যাসিফিক পয়েন্টের নতুন পরিকল্পনার ভিত্তিতে দুই দেশ ব্যাপক ক্ষেত্রে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক আরও জোরদার করতে সম্মত হয়েছে।

জাপানের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক উন্নয়নশীল দেশ এবং একটি আকর্ষণীয় বিনিয়োগ গন্তব্য। তাই টোকিওর প্রত্যাশা, অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা ও বিনিয়োগ পরিবেশের উন্নতি দুই দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করবে।

লেখক: অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; প্রেষণে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (পিএসসি) সদস্য হিসেবে নিয়োজিত

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী

● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ
অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'
আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসার নূন্যতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এসে বসবাস করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।
তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।
বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।
দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার ৭ বছরের সুবিধা নিয়ে পারেন এবং ৫ বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।
আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?
* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিস্ট্রাকচারাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।
Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282. Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

পাকিস্তান : বিচার বিভাগ বনাম সরকার ও সামরিক বাহিনী

॥ অভিজিৎ বড়ুয়া অভি ॥

পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী এখনো দেশের রাজনীতিতে অনেক ক্ষমতা ও প্রভাব রাখে। খান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করার অভিযোগ এনেছেন। খান বলে আসছেন, তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার বিষয়টি তৎকালীন সেনাপ্রধান জেনারেল কামার জাভেদ বাজওয়া ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের একটি চক্রান্ত। বুধবার প্রধান বিচারপতি উমর আতা বন্দিয়াল নিজের নেতৃত্বে আট বিচারপতির একটি প্যানেল গঠন করেন, যা বৃহস্পতিবার আদালতের খসড়া আইন নিয়ে আলোচনা শুরু করে।

বর্তমানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো- রাজনৈতিক সঙ্কটে পাকিস্তান কোথায় যাচ্ছে? কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ অর্থনৈতিক সঙ্কটের মধ্যে পাকিস্তানে প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ ও তার পূর্বসূরি ইমরান খানের মধ্যে দ্বন্দ্ব ক্রমবর্ধমান। কয়েক সপ্তাহ ধরে, পুলিশ খান ও তার পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই) দলের সমর্থকদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে। ইমরান খানের বিরুদ্ধে বর্তমানে এক ডজন আইনি মামলা আছে। খান মাত্র এক বছর আগে অনাস্থা ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত হন। এরপর থেকে খান সরকারের বিরুদ্ধে একের পর এক প্রতিবাদ মিছিলের নেতৃত্ব দিয়েছেন। নভেম্বরে তাকে হত্যা প্রচেষ্টায় গুলিবিদ্ধ হন। খান আগস্টের সময়সীমার আগেই জাতীয় নির্বাচনের জন্য জোর দিচ্ছেন। তার দল জানুয়ারিতে পাঞ্জাব ও খাইবার পাখতুনখোয়া দু'টি প্রাদেশিক পরিষদ ভেঙে দেয়। প্রাদেশিক নির্বাচন ঐতিহ্যগতভাবে জাতীয় নির্বাচনের সাথে যৌথভাবে অনুষ্ঠিত হয়। সংবিধান অনুসারে পাকিস্তানের সংবিধানের অধীনে, দু'টি প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন তাদের নিজ নিজ বিলুপ্তির ৯০ দিনের মধ্যে অনুষ্ঠিত হতে হবে। কিন্তু পাকিস্তানের নির্বাচন কমিশন (ইসিপি) এই সময়সীমা মেনে নিতে অস্বীকার করে। সামরিক বাহিনী বলছে যে, তারা পাকিস্তানের সবচেয়ে জনবহুল প্রদেশ পাঞ্জাবে নির্বাচনের নিরাপত্তা দিতে অক্ষম।

সরকার ও সামরিক বাহিনী নির্বাচন না করার প্রচেষ্টার কারণে সুপ্রিম কোর্ট হস্তক্ষেপ করেছে এবং গত মাসে একটি সুয়োমোটো নোটিশ নিয়েছে, পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতির ক্ষমতা ব্যবহার করে। আদালত এটির ওপর শুনানি শুরু করে। কিন্তু আদালত নিজেই বিভক্ত হয়ে পড়ে। সরকার সামরিক বাহিনীর সাহায্যে এখন সুয়োমোটো ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের জন্য সংসদে একটি বিল পাস করেছে এবং শীর্ষ আদালতের কিছু বিচারক এই প্রস্তাব সমর্থনও করছেন। অর্থাৎ শুধু রাজনীতিই নয়, সমাজও গভীরভাবে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে এবং তাদের মধ্যে একটি কুৎসিত লড়াই শুরু হয়েছে। দেশের শক্তিশালী সামরিক বাহিনী সঙ্কট তৈরি করছে। বর্তমানে পাকিস্তান একটি অভূতপূর্ব রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংবিধানিক সঙ্কটের সম্মুখীন। জনগণ এবং সরকার ও সামরিকজান্তার মধ্যে বিভাজন শুরু হয়েছে। বিশ্লেষকরা বিশ্বাস করেন যে, আর্থিক ভাঙনের সাথে বিচার বিভাগ, রাজনীতি ও সাংবিধানিক সঙ্কট নিমজ্জিত হওয়ার সাথে প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সংঘর্ষ বাড়বে। ব্রুকিংস ইনস্টিটিউশনের একজন ফেলো মাদিহা আফজাল সতর্ক করেছেন, 'সঙ্কট গভীরতর হচ্ছে এবং এটি থেকে উত্তরণের পথ খুবই কঠিন।' ডিডব্লিউকে তিনি বলেন, 'পাকিস্তানের সব প্রতিষ্ঠান দুর্নীতিগ্রস্ত- সামরিক, আইনসভা ও বেসামরিক সরকার, বিচার বিভাগ। সামরিক এবং বিচার বিভাগ উভয়ই সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক এবং মেরুকরণ করা হয়েছে; তাদের প্রতি জনগণের আস্থা নেই।' বর্তমান পরিস্থিতিতে, পাকিস্তানের বিচার বিভাগ সংবিধানের ব্যাখ্যার মাধ্যমে আইন প্রণেতা এবং নির্বাহী শাখার মধ্যে বিরোধের সমাধান করার চেষ্টা করছে। কিন্তু এটিও অনিশ্চিত। ইসলামাবাদের আইন বিশেষজ্ঞ ওসামা মালিক ডিডব্লিউকে বলেছেন, 'সুপ্রিম কোর্টের অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে নিরপেক্ষভাবে বিচার করতে তারা চরম ব্যর্থ এই চূড়ান্ত মুহূর্তে।' খানের পিটিআই দল বলছে, সঙ্কট থেকে উত্তরণের একমাত্র উপায় অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন এবং সাংবিধানিক শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধার করা। জনগণ বর্তমান সরকারকে মেনে নিচ্ছে না যারা শুধু স্বৈরাচারের মাধ্যমে ক্ষমতায় থাকার চেষ্টা করছে। সুপ্রিম কোর্ট সাংবিধানিক শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধার করতে চায় এবং শাসক জান্তার প্রতিরোধের সম্মুখীন হচ্ছে।

পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী এখনো দেশের রাজনীতিতে অনেক ক্ষমতা ও প্রভাব রাখে। খান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করার অভিযোগ এনেছেন। খান বলে আসছেন, তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার বিষয়টি তৎকালীন সেনাপ্রধান জেনারেল কামার জাভেদ বাজওয়া ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের একটি চক্রান্ত। বুধবার প্রধান বিচারপতি উমর আতা বন্দিয়াল নিজের নেতৃত্বে আট বিচারপতির একটি প্যানেল গঠন করেন, যা বৃহস্পতিবার আদালতের খসড়া আইন নিয়ে আলোচনা শুরু করে।

খসড়া আইন, যা সংসদে পাস করা হয়েছে এবং সম্মতির জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো হয়েছে, বিলের একটি অনুলিপি অনুসারে প্যানেল গঠন, আপিল শুনানি বা বিচারকদের মামলা দেয়ার জন্য প্রধান বিচারপতির ক্ষমতা হ্রাস করে। 'আমরা এই প্যানেল প্রত্যাখ্যান করি,' আইনমন্ত্রী আজম নাজির বলেছেন এবং তিনি প্রধান বিচারপতিকে পদত্যাগ করার আহ্বান জানান। বৃহস্পতিবার সংসদীয় অর্থ কমিটি ভোটের জন্য ২১ বিলিয়ন রুপির (৭৩.৮৭ মিলিয়ন ডলার) তহবিল ইস্যু করার একটি বিল প্রত্যাখ্যান করেছে। প্রধান বিচারপতি তহবিলের বিষয়ে জবাব চাওয়ার জন্য শুক্রবার সরকারি অর্থ কর্মকর্তাদের তার চেম্বারে তলব করেছেন, সতর্ক করে দিয়েছেন যে, অসম্মতির পরিণতি খারাপ হবে। পাকিস্তানের বর্তমান অবস্থার জন্য দায়ী সেনাবাহিনী ও রাজনৈতিক প্রধানরা। দুর্নীতিগ্রস্ত রাষ্ট্রপ্রধান, সরকার, মন্ত্রী, সেনাবাহিনীর কারণে পাকিস্তান আজ দেউলিয়া। পাকিস্তান বর্তমানে বিচার বিভাগ বনাম সরকার ও সামরিক বাহিনীর দ্বন্দ্বের সম্মুখীন।

লেখক: কবি, গবেষক

Akash Medical Care

আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার



Akash Ferdaus MD

Akash Medical Care

Internal & Geriatric Medicine

হার্টের ডাক্তার

Sudesh Srivastava MD

Cardiologist

পায়ের ডাক্তার

Dr. Nayeem Haque

Podiatic Surgeon

- Complete Physical & Follow up
- DMV/TLC, School Physical
- Flu Shots, Hajj & Umrah Vaccine
- Blood, Urine Test, EKG
- Immigration Physical
- Podiatric Surgery
- COVID Test & COVID Vaccine
- All Types of Vaccine

FOR APPOINTMENT

718-431-0009

Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM

79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET $500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration

Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।

এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

40-19 73rd St. Woodside, NY 11372
Tel: 718-701-2666

রুমী ডেন্টাল ল্যাব



আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত(Unbreakable, Flexi,Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।



Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)

Tel: 718-672-0209, 718-414-4760

DR. SADI ALAM, DPM

Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Alam Podiatry, P.C.

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।	বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে *প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়*	ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।



❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ **(347) 851-2688**

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্য রইলো শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য, আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহের আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

৩০ মে ২০২৩ থেকে কতিপয় নন-ইমিগ্র্যান্ট ভিসার ফিস বৃদ্ধি

ইউএসস্টেট ডিপার্টমেন্ট (ডিওএস) সম্প্রতি ঘোষণা করেছে যে ইউএস কনস্যুলেটসমূহ অনেক ক্যাটাগরির নন-ইমিগ্র্যান্ট ভিসার জন্য যে ফিস গ্রহণ করে তা বৃদ্ধি করা হবে। মেক্সিকোর সিটিজেনদের বর্ডার ক্রসিং এর জন্য যে ব্যয় তা বৃদ্ধি করা হবে এসব ফিস বৃদ্ধি ৩০ মে, ২০২৩ থেকে কার্যকর হবে।

ফিস বৃদ্ধির খাত সমূহ

নন-পিটিশন ভিত্তিক নন-ইমিগ্র্যান্ট ভিসার আবেদন প্রক্রিয়ায়করণ (ই ক্যাটাগরি ব্যতিত) ফিস ১৬০ ডলার থেকে ১৮৫ ডলার হবে।

এইচ, এন, ও, পি, কিউ এবং আর ক্যাগাটরি নন ইমিগ্র্যান্ট ভিসার আবেদন প্রক্রিয়াকরণ ফিস ১৯০ ডলার থেকে বেড় ২০৫ ডলার হবে।

ই ক্যাগাটরি নন ইমিগ্র্যান্ট ভিসার আবেদন প্রক্রিয়াকরণের ফিস ২০৫ ডলার থেকে ৩১৫ ডলার হবে।

১৫ বছর এবং ততোধিক বয়সী মেক্সিকো সিটিজেনবদের বর্ডার ক্রসিং কার্ড প্রক্রিয়াকরণ ফিস ১৬০ ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৮৫ ডলার হবে।

ইউএসসিআইএস কতিপয় ফলম আই-৫৩৯ আবেদনের মেয়াদ বৃদ্ধি বা নন ইমিগ্র্যান্ট স্ট্যাটাস পরিবর্তনের আবেদনের জন্য বায়োমেট্রিক্স জমা দেয়ার তারিখ ১৯ এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত সাময়িকভাকে স্থগিত করেছিলো, তার সময় আরও বৃদ্ধি করেছে। ১৯ এপ্রিল, ২০২৩ ইউএসসিআইএস ফরম আই-৫৩৯ আবেদনের মেয়াদ বাড়ানো বা এইচ-৪, এল- অথবা ই নন ইমিগ্র্যান্ট স্ট্যাটাস পরিবর্তনের জন্য বায়োমেট্রিক্স জমা দেয়ার সময় ছিলো ১৭ মে, ২০২৩ তা ৫০ স্টেটের ২০২৩ পর্যন্ত বৃদ্ধি করেছে।



ফরম আই-৫৩৯ আবেদনকারী হয়ে থাকেন এবং আপনি যদি বায়োমিটক্স স্থগিত করনের নিয়মের মধ্যে পড়েন তবে আপনাকে বায়োমেট্রিক্সর জন্য ৮৫ ডলার দিতে হবে না।

আমাদের পাঠকদের আমরা বলব যে, আপনি যদি ফরম আই-৫৩৯ এর জন্য ফাইল করেন এবং বায়োমেট্রিক্স ফিস দিয়েছেন কিনা নিশ্চিত নন, সে ক্ষেত্রে আপনি দুটি পৃথক চেক দেবেন, একটি ফরম-৫৩৯ এর জন্য দেবেন এবং বায়োমেট্রিক্স ফিস'র জন্য ৮৫ ডলারের আরেকটি পৃথক চেক/আপনাকের যদি বায়োমেট্রিক্স ফিস দিতে না হয়, তবে ইমিগ্রেশন আপনাকের ৮৫ ডলারের উপরের ক্যাগরির জন্য প্রয়োজনীয় বায়োমেট্রিক্স ছাড়াই ইউএসসিআইএস প্রসেস করবে। তবে ইউএসসিআইএস যদি প্রয়োজন মনে করে তবে যে কোন আবেদনের ক্ষেত্রে বায়োমেট্রিক্স চাইতে ারে। সেক্ষেত্রে সেন্টারে গিয়ে সাক্ষাতকারের জন্য ডেট নিতে পারবে।

মনে রাখতে হবে যে, আপনি যদি এমন একজন চেকটি ফেরত দেবে।

নাগরিক লাভের যোগ্যতা

একজনর পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট হিসেবে আপনি যদি ইউএসএ বসবাস করেন, তবে আপনি ন্যাচ-ারালাইজেশনের (এন-৪০০) আবেদন করে ইউএস সিটিজেন হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করতে পারেন। ইউএস ইমিগ্রেশন আইনে সিটিজেন হওয়ার জন্য আপনাকে অবশ্যই নিচের শর্তগুলো পুরন করতে হবে।

শর্তগুলো হচ্ছেঃ

বয়সঃ আপনার বয়স অবশ্যই ১৮ বছর পূর্ণ হতে হবে, যখন আপনি আবেদন করবেন,

রেসিডেন্সিঃ

বৈধভাবে ৫ বছরের পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট হতে হবে। যদি স্বামী/স্ত্রী আমেরিকার সিটিজেন হয়ে থাকেন এবং তার সাথে বসবাস করেন, সেক্ষেত্রে বসবাসের যোগ্যতা ৩ বছর হতে হবে। সশরীরে ইউএসএ উপস্থিতি আইনের চাহিদা অর্থাৎ স্থায়ীভাবে ইউএসএ থাকতে হবে।

নাগরিকত্বের পরীক্ষাঃ

ইংরেজি-পড়তে, লিখতে এবং ব্যাসিক ইংরেজি বলা জানতে হবে।

ইউএস'র ইতিহাস এবং সরকারঃ ইউএসএর ইতিহাস এবং সরকার সম্পর্কে জ্ঞান ও বোঝার দক্ষততা প্রমাণ করতে হবে।

আইন অনুযায়ী আপনাকে অবশ্যই সৎ চরিত্রের অধিকারী হতে হবে এবং ইউএসএ'র প্রতি আনুগত্য গ্রহণে শপথ নিতে সম্মত থাকতে হবে।

আপনি ইংরেজি ভাষার পরীক্ষা মওকুফ পেতে পারেন, তবে সিভিক পরীক্ষা দিতে হবে যদি নিম্নেরব শর্তগুলো বর্তমান থাকে।

শর্তগুলো হচ্ছেঃ

সিটিজেনশীপের আবেদন জানানোর সময় বয়স ৫০ বছর অথবা তার অধিক এবং পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট (গ্রিনকার্ডধারী) হিসেবে ইউএসএ ২০ বছর বসবাস করতে হবে বা '৫৫/২০ বলে পরি-চিতি। অথবা ৫৫ বছর বা ততোধিক বয়স সিটিজেনশীপের আবেদন জানানোর সময় এবং ইউএসএ পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট হিসেবে ১৫ বছর বসবাস থেকে সাধারণভাবে বলা হয় '৫৫/১৫' ব্যতিক্রমী)। দ্রষ্টব্যঃ

৫০/২০ বা ৫৫/১৫ বিবেচনায় ইংরেজি ভাষার পরীক্ষা থেকে রেয়াত পেলেও সিভিক পেস্ট দিতে হবে অবশ্যই।

নিজের ভাষায় সিভিক পেস্ট দেয়ার অনুমতি পাবেন।

বয়স যদি ৬৫ বা তার বেশি হয় এবং পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট হিসেবে এবং ইউএসএতে ২০ বছর বসবাস হয় সেক্ষেত্রে ২০টি প্রশ্নের সহজ পরীক্ষা দিতে পারবেন। অফিসার এই ২০টি প্রশ্ন থেকে ১০টি প্রশ্ন করবেন। এক্ষেত্রে অবশ্যই ৬টি প্রশ্নেরসঠিক উত্তর দিতে হবে।

শারীরিক অক্ষমতার ভিত্তিতে ব্যতিক্রম

শারীরিক, মানসিক বা গঠনগত কোন অক্ষমতা বা অসুস্থতা থাকলে সেক্ষেত্রে ইংরেজি এবং সিভিক টেস্ট থেকে রেয়াত পেতে পারেন। এক্ষেত্রে ফরম এন-৬৪৮ ফরম পুরণ করতে পারেন। আনুপাি-নকভাবে একে মেডিক্যাল সার্টিফিকেশন বলা হয়। এই ফরমটি পূরণ করতে হবে মেডিক্যাল ডাক্তারকে।

উপসংহারঃ '৬৫/২০' হচ্ছে আপনার ক্যাটাগরি। এর অর্থ হচ্ছে ইংরেজি টেস্ট থেকে মুক্তি পাওয়ার যাবে, তবে যাবে, তবে আমেরিকার ইতিহাস ও গভর্নমেন্ট সম্পর্কে সহজ প্রশ্নর উত্তর দিতে হবে। এই টেস্টে ইংরেজি প্রশ্নের উত্তর নিজের ভাষা বাংলায় দেয়া যাবে। এই ক্যাট-াগরির জন্য ২০টি প্রশ্ন আমরা ইতিপূব্যে প্রকাশ করেছি। এবং আপনাদের জানতে চাওয়ার প্রেক্ষিতে পুণরায় বিষয়গুলো এ সংখ্যায় প্রকাশ করা হলো।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল:

kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদঃ হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।

অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা : নতুন আইনে পুরোনো শঙ্কা

॥ আমীন আল রশীদ ॥

অথচ এখন রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকেও 'স্বাধীনতাবিরোধী' বলে গালি দেওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। যার জন্ম স্বাধীনতার পরে, তাকেও তার রাজনৈতিক মতাদর্শ বা মতের ভিন্নতার কারণে 'রাজাকার' বলে গালি দেওয়া নতুন কিছু নয়। অথচ আইনে স্পষ্ট করে বলা আছে- কারা 'স্বাধীনতাবিরোধী', কারা 'রাজাকার'।

মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার চেতনার বিপক্ষে যারা কথা বলে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য নতুন আইন করার প্রস্তাব করেছেন মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক। গত ৯ এপ্রিল তিনি জাতীয় সংসদে নতুন এই আইনের প্রস্তাব করেন। (সমকাল, ১০ এপ্রিল ২০২৩)। শোনা যাচ্ছে, আইন কমিশন ইতোমধ্যে এমন আইনের খসড়া নিয়ে কাজ শুরু করছে।

মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা আমাদের জাতীয় জীবনের সবচেয়ে গৌরব ও অহঙ্কারের শব্দ। পক্ষান্তরে সবচেয়ে ঘৃণিত শব্দ 'রাজাকার' ও 'স্বাধীনতাবিরোধী'। কিন্তু মুশকিল হলো, রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিন্নতা ও মতের অমিল হলেই তাকে 'রাজাকার' বা 'স্বাধীনতাবিরোধী' তকমা দেওয়ার একটি সর্বনাশা প্রবণতা দেশে তৈরি হয়েছে।

এই প্রশ্নও এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই- ২০১৮ সালে যে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন সংসদে পাস হওয়ার আগে থেকেই এর অপব্যবহার তথা রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহারের শঙ্কা প্রকাশ করা হচ্ছিল; মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার চেতনাবিরোধী কথা প্রতিরোধের জন্য এই আইনও শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক হাতিয়ারে পরিণত হবে কিনা।

'স্বাধীনতাবিরোধী' কারা? জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল আইনে বলা হয়েছে- যারা ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় রাজাকার, আলবদর, আলশামস, মুজাহিদ বাহিনী ও পিস কমিটির সদস্য হিসেবে কর্মকান্ডে লিপ্ত ছিল বা আধা-সামরিক বাহিনীর সদস্য হিসেবে সশস্ত্র যুদ্ধে নিয়োজিত থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছে বা খুন, ধর্ষণ, লুট, অগ্নিসংযোগের মতো অপরাধমূলক ঘৃণ্য কার্যকলাপ দ্বারা নিরীহ মানুষকে হত্যার মাধ্যমে যুদ্ধাপরাধ সংঘটিত করেছে অথবা একক বা যৌথ বা দলীয় সিদ্ধান্তক্রমে প্রত্যক্ষভাবে, সক্রিয়ভাবে বা পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছে।

অথচ এখন রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকেও 'স্বাধীনতাবিরোধী' বলে গালি দেওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। যার জন্ম স্বাধীনতার পরে, তাকেও তার রাজনৈতিক মতাদর্শ বা মতের ভিন্নতার কারণে 'রাজাকার' বলে গালি দেওয়া নতুন কিছু নয়। অথচ আইনে স্পষ্ট করে বলা আছে- কারা 'স্বাধীনতাবিরোধী', কারা 'রাজাকার'।

স্মরণ করা যেতে পারে, ২০২১ সালের অক্টোবরে রাজধানীতে একটি অনুষ্ঠানে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন দেওয়ার বিষয়টিকে 'দুর্বিষহ' আখ্যায়িত করে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছিলেন, চেয়ারম্যান পদে দলীয় মনোনয়নের জন্য প্রার্থী বাছাই করতে গিয়েও তাদের এসব অভিযোগ শুনতে হচ্ছে- 'যার সঙ্গে তার বনবে না, তাকে বলবে রাজাকারের ছেলে। অথবা বলবে, রাজাকারের নাতি বা শান্তি কমিটির সদস্য ছিল তারা। এসব অভিযোগ করে একজন আরেকজনের প্রতিপক্ষকে। এসব অভিযোগের স্তূপ হয়ে গেছে পার্টি অফিসে।' (প্রথম আলো, ২৭ অক্টোবর ২০২১)। তার মানে, 'রাজাকার' ও 'স্বাধীনতাবিরোধী' শব্দের 'ভিকটিম' খোদ মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দানকারী দলের নেতারাও।

২০১৭ সালের ৩০ এপ্রিল আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল পরামর্শ দিয়েছিলেন, অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার আগে কাউকে যেন 'রাজাকার' বলা না হয়। নওগাঁ ও জয়পুরহাট জেলায় মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত তিনজনের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তদন্ত দল এবং প্রসিকিউটরদের পক্ষ থেকে আবেদন দেওয়া হলে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারক প্যানেল এ পরামর্শ দেন। তদন্ত দলের চিঠিতে অভিযুক্তদের নামের আগে 'রাজাকার' শব্দটি উল্লেখ থাকায় অভিযুক্তদের আইনজীবী এ নিয়ে আপত্তি তোলেন (বিবিসি, ৩০ এপ্রিল ২০১৭)।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানিতে হিটলারের নাৎসি বাহিনীর কর্মকান্ড বিশ্ববাসী জ্ঞাত। লাখ লাখ ইহুদি হত্যার মাধ্যমে তারা যে নৃশংসতা চালিয়েছে, তা ঘৃণিত হয়ে আসছে যুগের পর যুগ। তারপরও জার্মানিতে কোনো নাগরিককে 'নাৎসি' বলে গালি দেওয়া যায় না। সে দেশের সংস্কৃতি, মানুষের প্রতি মানুষের পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ এবং নীতি-নৈতিকতা এটি সমর্থন করে না। এমনকি কেউ যদি নাৎসিবাদের আদর্শ মনে ধারণও করেন; তিনি অপরাধে জড়িয়ে পড়ার আগে বা তাঁর বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্যপ্রমাণ পাওয়ার আগে তাঁকে আইনের আওতায় আনার সুযোগ নেই।

সুতরাং মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার চেতনার বিপক্ষে কথা বললে তাদের শাস্তির জন্য যে আইনের প্রস্তাব করা হয়েছে, সেখানে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার চেতনার সংজ্ঞা স্পষ্ট থাকতে হবে। কী করলে বা কোন কথা বললে এই চেতনাবিরোধী হবে- সেটিও পরিষ্কার করতে হবে। না হলে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মতো এই আইনেরও অপব্যবহার, অর্থাৎ রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও ভিন্নমত দমনের হাতিয়ার হিসেবে এটি ব্যবহৃত হবে এবং একটা পর্যায়ে গিয়ে ডিজিটাল আইনের মতো এটিও বাতিলের দাবি উঠবে।

সম্ভাব্য আইনে এ রকম একটি বিধানও রাখা উচিত- নিজের মত ও আদর্শের সঙ্গে না মিললেই কাউকে 'রাজাকার' বা 'স্বাধীনতাবিরোধী' বলে গালি দেওয়া যাবে না। বরং এটিকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হবে। অর্থাৎ বাংলাদেশের মানুষের জন্য সবচেয়ে ঘৃণিত 'রাজাকার' শব্দের যথেচ্ছ ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। আদালতে প্রমাণিত হওয়ার আগে কারও সম্পর্কে এই শব্দটি বলা যাবে না।

সেই সঙ্গে 'মুক্তিযুদ্ধ' শব্দেরও যথেচ্ছ ব্যবহার বন্ধে আইনে বিধান থাকতে হবে। অর্থাৎ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীগত স্বার্থে 'মুক্তিযুদ্ধ' বা 'স্বাধীনতা' শব্দ ব্যবহার করা যাবে না। কারা, কোন পরিপ্রেক্ষিতে, কোন প্রয়োজনে এই শব্দ ব্যবহার করতে পারবেন- সেটিও প্রস্তাবিত আইনে স্পষ্ট থাকতে হবে।

মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী যে আইনের প্রস্তাব করেছেন, সেখানে শুধু মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিপক্ষে কথা বললেই শাস্তি নয়, বরং কেউ এই চেতনার অপব্যবহার করলে তাঁকেও শাস্তির আওতায় আনার বিধান থাকতে হবে। তাতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে 'মুক্তিযুদ্ধ', 'স্বাধীনতাবিরোধী', 'রাজাকার' ইত্যাদি শব্দের অপপ্রয়োগ থামানো যাবে এবং এই ইস্যুতে জাতির মধ্যে বিভক্তি তৈরির রাজনীতিও বন্ধ হবে।

লেখক: সাংবাদিক ও লেখক

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'



এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনৃক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC



এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ

কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা

গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে

বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

ফেডারেল ডিজএবিলিটি

(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)

Immigration

(To Schedule Appointment Only)



Timothy Bompart
Attorney at Law

Call:917-282-9256

E-mail: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Manhattan Office By Appointment Only.

Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

আমাদের তিন রত্ন

॥ ফরিদ উদ্দিন রনি ॥

আমেরিকান এক সাংবাদিক মুহাম্মদ ইউনূসের একটা সাক্ষাৎকার নেয়ার সময় প্রশ্ন করেছিলেন, বিশ্বব্যাংক নিয়ে আপনার সর্বক্ষণ অভিযোগ। সমালোচনার বদলে আমাকে বলুন আপনি নিজে বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট হলে কী কী পদক্ষেপ নিতেন?

জবাবে তিনি বলেছিলেন, বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট হলে কী করবো তা আমি কখনও ভেবে দেখিনি। তবে বিশ্ব ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট হতে পারলে বোধহয় আমার প্রথম কাজ হবে এর প্রধান কার্যালয় ঢাকায় স্থানান্তরিত করা।

সাংবাদিক পাল্টা প্রশ্ন করলেন, এরকম একটা অদ্ভুত সিদ্ধান্ত নেবার কারণটা জানতে কী পারি?

মুহাম্মদ ইউনূস উত্তর দিলেন, আসলে প্রধান কার্যালয় ঢাকা শহরে স্থানান্তরিত করলে বিশ্বব্যাংকের পাঁচ হাজার কর্মচারী সেখানে বদলী হবার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করবেন। সন্তানদের ঠিকমতো মানুষ করে তোলার জন্য ও আনন্দদায়ক সামাজিক জীবন যাপনের জন্য ঢাকা শহরকে তারা উপযুক্ত মনে করেন না। অতএব অনেকেই স্বেচ্ছা অবসর নেবেন ও চাকরি বদল করবেন। সেক্ষেত্রে আমার দু'টি সুবিধা। যারা দারিদ্র দূরীকরণের জন্য একান্তভাবে উৎসর্গীকৃত নন তাঁদের বাদ দেয়া যাবে। সেই খালি পদগুলিতে সমস্যা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ও অঙ্গীকারবদ্ধ এইরকম কর্মী নিযুক্ত করা যাবে।



সমাজে দারিদ্র্য বিমোচনের ডক্টর ইউনূস গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। গ্রামীণ জনপদে দারিদ্র্য দূরীকরণ করতে নিয়েছিলেন বিভিন্ন পদক্ষেপ। দেশের একমাত্র নোবেল লরিয়েট। অথচ ড. মুহাম্মদ ইউনূসই দেশে সবচেয়ে বেশি কুৎসার শিকার হন। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রতিহিংসায় দেশের মানুষের কাছ থেকে পর্যপ্ত সম্মানটুকু তিনি পান না। তারমতো হাই প্রোফাইল ব্যক্তিদের গুণ মেজার করার ক্ষমতা আমাদের হয়নি, তাই আমরা তাকে মূল্যায়ন করতে পারি না। কথায় আছে 'ঘরের গরু ঘরের ঘাস খায় না' আমাদেরও অবস্থা তাই হয়েছে। জ্যাক মা, বিল গেটস আর জেফ বেজসদের নিয়ে আমরা লাফালাফি করি, নীলক্ষেত থেকে তাদের লেখা বই অনুবাদ করা কপি সংগ্রহ করার জন্য ব্যাগ কাঁধে লাইন ধরে দাঁড়িয়ে থাকি, অথচ জার্মানি, ফ্রান্স ও জাপানের মতো বড়ো বড়ো দেশে মোটিভেশনাল বিগ প্রোগ্রামে প্রধান বক্তা হন প্রফেসর ইউনূস। বিশ্বে ২৫টি দেশে তার লেখা বই অনুবাদিত হয়েছে, বেশ কয়েকটি বই নিউইয়র্ক টাইমসে বেস্টসেলার লিস্টে জায়গায় করে নিয়েছে। অথচ যদি প্রশ্ন করি, আপনি তার কয়টা বই পড়েছেন? আপনি কয়টি পড়েছেন, সেটি আপনিই জানেন। আমি নিজেই মাত্র একটা বই পড়েছি, তাও মেলাদিন আগে!

কানাডার সপ্তম গ্রেডে জাতীয় পাঠ্যপুস্তকে তার জীবনী অন্তর্ভুক্ত করেছে। শিশু-কিশোরদের তার জীবনী পড়ানো হয়। যেই ইউনূস বিশ্বের বুকে বাংলাদেশের ব্র্যান্ড এম্বাসেডর, তাকে নিয়ে গর্ব না করে কেন তরুণ প্রজন্মের মনে তার প্রতি ঘৃণার বিষ ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে রাজনৈতিক মহল, বুঝা দায়!

২০১২ সালের উনাকে গাসগো ক্যালেডনিয়ান ইউ-নিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর বানানো হয়। যেখানে কিনা ইউনিভার্সিটির সংবিধান ছিল ব্রিটিশ নাগরিক ছাড়া ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর বানানো যাবে না! সেখানে সংবিধান পরিবর্তন করে তাকে ভাইস চ্যান্সেলর-ই বানানো হয়েছে। তারা বুঝতে পেরেছে ইউনুস কতটা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আমরা বুঝিনি। সরকারের আনিত মিথ্যা অভিযোগগুলোর জবাবে একবারে নিচের দিকে তিনি বলেছেন, তার আয়ের প্রধান উৎস হচ্ছে, বিশ্বের বিভিন্ন অর্গানাইজেশনের বড়ো বড়ো প্রোগ্রামগুলোতে বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকা, সে প্রোগ্রামগুলোতে উনাকে হায়ার সম্মানি দেয়। বিশ্বে অল্প যে কজন ব্যক্তিকে হায়ার সম্মানি দিয়ে অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করে, তাদের মধ্যে তিনিও একজন। ভাবা যায় উনার লেভেলটা কোথায়! জার্মানির চ্যান্সলার আঙ্গেলা মার্কেল যে অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন, সে অনুষ্ঠানেও তিনি উদ্যোক্তা হিসেবে অথিতির দাওয়াত পান। মেসি, নেইমাদের নিয়ে আপনাদের এত লাফ-লাফি, উচ্ছাস-আনন্দ, সেই মেসিও কিন্তু সেদিন লাইনে দাঁড়িয়েছিল একবার হ্যান্ড সেক করার জন্য ড. ইউনুসের সাথে। যেদিন তিনি বার্সেলোনার শুভেচ্ছাদূত হয়েছেন। মেসিও বুঝতে পেরেছে ইউনূসের লেভেল, তাই তাকে সর্বোচ্চ সম্মান জানাতে সেদিন কার্পণ্য করেননি।

২০১৬ তে রিও ডি জেনেরিও তে যখন অলিম্পিক গেমস অনুষ্ঠিত হয় সেখানে মশাল বহন কিন্তু তিনি-ই করেছিলেন। বুঝতে পারছেন, এটা কতটা সম্মানের? ১৯৭৮ সাল থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত ড. ইউনূস জাতীয় ও আন্তর্জাতিকসহ প্রায় ১৪৫টি পুরস্কার/সম্মাননা পেয়েছেন। তাও আবার যেনতেন পুরস্কার নয়! পৃথিবীর সবচেয়ে সম্মানজনক পুরস্কার তিনটি হল- নোবেল, অ্যামেরিকার প্রেসিডেন্টশিয়াল অ্যাওয়ার্ড, কংগ্রেশনাল অ্যাওয়ার্ড। ইতিহাসে এই তিনটা পুস্কারই পেয়েছেন মাত্র ১২ জন। এরমধ্যে প্রফেসর ইউনূস একজন।

বিশ্বের ৩৩টি দেশে ৮৩টি বিশ্ববিদ্যালয়/কলেজে তাঁর নামে ইউনূস সোশ্যাল বিজনেস সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে গবেষণা হচ্ছে তাঁর কাজ ও জীবনাদর্শ নিয়ে। সামাজিক ব্যবসার ওপর একাডেমিক কোর্স চালু হয়েছে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে।

২.

মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানী মিলিটারি বাহিনীর নির্মম হত্যাযজ্ঞ যখন চলছিল, ঠিক সেই সময় ইংল্যান্ডে ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর এফআরসিএস ফাইনাল পরিক্ষার আর মাত্র এক সপ্তাহ বাকি। তিনি দেশের টানে স্বপ্নের সেই পরিক্ষা বাদ দিয়েই দেশে ছুটে এসে মুক্তিযুদ্ধে হতাহতদের চিকিৎসাসেবা দিতে শুরু করলেন। মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসাসেবা দিতে গড়ে তোলালেন ৪৮০ শয্যাবিশিষ্ট দেশের প্রথম 'বাংলাদেশ ফিল্ড হাস-পাতাল' হাসপাতাল।

এফআরসিএস ফাইনাল পরিক্ষা অসমাপ্ত রেখে দেশে ফেরার পূর্বে ইংল্যান্ড কী কাহিনি ঘটিয়েছিল, জানেন তো?

পাকিস্তানী বাহিনীর বর্বরতার প্রতিবাদে লন্ডনের হাইড পার্কে সবার সামনে দাঁড়িয়ে বাঙালী পাসপোর্ট ছিঁড়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে বৃটিশ সরকার এর স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে 'রাষ্ট্রবিহীন নাগরিক' প্রত্যায়ন পত্র সংগ্রহ করে ভারতীয় ভিসায় দেশে ফিরতে হলো। মুক্তিযুদ্ধের ২ নং সেক্টরের কমান্ডার মেজর খালেদ মোশাররফ ও ভারতের জিবি হাসপাতালের প্রধান সার্জন ডা. রথিন দত্তের সহযোগিতায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ছাত্র সংসদের প্রথম জিএস ডা. এমএ মবিনকে নিয়ে তিনি সেই স্বল্প সময়ের মধ্যে অনেক নারীকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য জ্ঞান দান করেন যা দিয়ে তারা রোগীদের সেবা করতেন এবং তার এই অভূতপূর্ব সেবাপদ্ধতি পরে বিশ্ববিখ্যাত জার্নাল পেপার 'ল্যানসেট'-এ প্রকাশিত হয়। হাসপাতালটির কমান্ডিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করেছিলেন ডা. সিতারা বেগম বীর প্রতীক। মুক্তিযুদ্ধের সময় অসংখ্য মানুষের প্রাণ বাঁচিয়েছিল ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর প্রতিষ্ঠা করা ৪৮০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালটি।

দেশ স্বাধীনের পর মুক্তিযুদ্ধে অস্থায়ীভাবে গঠিত ফিল্ড হাসপাতালটির নাম পরিবর্তন করে 'গণস্বাস্থ্যকেন্দ্র হাসাপাতাল' নামে নতুন করে গড়ে তোলা হয় কু-মিল্লায়। পরবর্তীতে সেটা ঢাকার সাভারে স্থানান্তর করে 'নগর গণস্বাস্থ্যকেন্দ্র হাসাপাতাল' রাখা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের মূল পেডিয়াটিক্স টেক্সট বইয়ের একটা চ্যাপ্টার ড. জাফরুল্লাহ চৌধুরী লিখতেন বেশ কয়েক বছর ধরে। তার লেখা বইয়ের সংখ্যা অনেক। দেশে-বিদেশে প্রচুর জার্নালে তার অসংখ্য পেপার প্রকাশিত হয়েছে। প্রাইমারি কেয়ার নিয়ে লেখা তার সম্পাদিত ও প্রকাশিত একটি বই 'যেখানে ডাক্তার নেই'- একসময় অবশ্য পাঠ্য ছিল বাংলাদেশের ঘরে ঘরে।

১৯৮২ সালের জাতীয় ওষুধ নীতি প্রণয়ন ছিলো তার সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। যে ওষুধ নীতির কারণে আজকে কমদামে ওষুধ পাচ্ছে গরিবদুঃখীরা। ওষুধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানগুলো চাইলেই নিজেদের মন মতো ওষুধের দাম নির্ধারণ করতে পারছে না। বর্তমানে ৯০ শতাংশ ওষুধই দেশে তৈরি হচ্ছে এবং বাংলাদেশ পরিণত হয়েছে একটি ওষুধ রপ্তানিকারক দেশে। অথচ জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকায় ১৯৯২ সালে তার সদস্যপদ বাতিল করেছিল বিএমএ। বিনা বিচারে তার ফাঁসি চেয়ে পোস্টারও সাঁটিয়েছিল তখনকার সময়।

সত্তরের দশকে ব্যক্তিগত কারে চড়তেন তিনি, অথচ সেই মানুষটি গত ২০ বছর ধরে জোড়াতালি দেয়া একটা নর্মাল সাদা পায়জামা, দুইটা শার্ট পরে জীবন কাটিয়েছেন। একবার সাংবাদিক তাকে প্রশ্ন করেছিল, পাকিস্তান আমলে আপনি ব্যক্তিগত গাড়িতে চড়তেন, উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তান আপনি, অথচ আপনার প্যান্ট ছেঁড়া। জবাবে তিনি বলেছিলেন, এই প্যান্ট পুরোপুরি নষ্ট হয় নাই, আমি এটি ফেলে দিব কেন! আমি ২০ বছর ধরে পরে আসছি এই শার্ট-প্যান্ট।

এই মানুষটি চাইলে হতে পারতেন বাংলাদেশের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তিদের একজন। অথচ তিনি বেঁচে নিলেন সহজ সরল জীবনযাপন; সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষের পথ। সাধারণ মানুষকে কমদামে ওষুধ সরবরাহ করতে গণস্বাস্থ্য ফার্মাসিউটিক্যাল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার প্রতিষ্ঠিত গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালে মাত্র ১২০০ টাকায় ডায়ালাইসিস করতে পারেন দরিদ্র মানুষ। মৃত্যু পূর্বে তাকে বহুবার বলা হয়েছিল, ভালো চিকিৎসার জন্য বিদেশে স্থানান্তর করার কথা। কিন্তু তিনি বারবার জোর গলায় নিষেধ করলেন, আমি এখানেই চিকিৎসা নিব। নিজের হাসপাতালে যদি নিজে চিকিৎসা না নিই, তাহলে মানুষ কিভাবে আসবে।

৩.

২০০২ সালে জাতিসংঘের উন্নয়ন সংস্থার তৎকালীন প্রধান আফগানিস্তানে ভয়াবহ যুদ্ধের মধ্যে তাদের কমিউনিটি স্বাস্থ্য ক্লিনিকগুলোর দায়িত্ব নেওয়ার জন্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত পৃথিবীর সব দেশের প্রতিনিধিদের অনুরোধ জানিয়েছিলেন। তখন অডিটোরিয়াম ভর্তি আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিদের কেউ সাড়া দেননি। সবাই চুপচাপ বসেছিল। এমন সময় বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করা উপস্থিত স্যার ফজলে হাসান আবেদ হাত তুলে বললেন, 'আমি যেতে পারবো সেখানে; কেউ না থাকলেও আফগানিস্তানের স্বাস্থ্য ক্লিনিকগুলোর দায়িত্ব আমি নিবো।'

সে স্যার ফজলে আবেদ বিখ্যাত আন্তর্জাতিক জ্বালানি কোম্পানি শেল অয়েলে গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকা অবস্থায় যুদ্ধ পরবর্তী বিধ্বস্ত অবস্থায় দেশে এসেছে সিলেটে নিজ অঞ্চলে দারিদ্র্য বিমোচন ত্রাণ বিতরণ শুরু করলেন। ভাবলেন বছরখানেক বাদে আবার বিদেশে গিয়ে চাকরিতে যোগ দিবেন, কিন্তু কাজ করতে গিয়ে যে দারিদ্র্যতা তিনি দেখলেন, এতো দরিদ্র মানুষকে এভাবে ফেলে রেখে বিদেশে চাকরি করে আরাম-আয়েশে থাকাটা তিনি কখনো ভাবতে পারেননি। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেম, সারা জীবন বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনের কাজে নিয়োজিত থাকবেন। গড়ে তুলেছেন বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান। ব্র্যাক'কে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় এবং বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা গড়ে তুলেছেন। বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে লাখ লাখ মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারীর ক্ষমতায়ন এবং দারিদ্র বিমোচনে কাজ করে গেলেন স্যার ফজলে আবেদ। যে স্বল্পকজন বাংলাদেশী মানুষ বাংলাদেশের সুনাম বিশ্বে অনেক বৃদ্ধি করেছেন তাদের মধ্যে স্যার ফজলে হাসান আবেদ অন্যতম।

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশকে পুনর্গঠন, বিশ্বের বুকে বাংলাদেশকে পরিচিত করাসহ সর্বক্ষেত্রে বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করা ব্যক্তিদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূ-মিকা রেখেছে এই তিন রত্ন। নিজ নিজ কর্মে তারা তিনজই অনন্য। দারিদ্র্য বিমোচনে একজন গড়ে তুলেছিলেন, গ্রামীণ ব্যাংক; আরেকজন ব্র্যাক ব্যাংক; আরেকজন সাধারণ মানুষকে চিকিৎসাসেবা পৌঁছে দিতে নগর গণস্বাস্থ্যকেন্দ্র। অথচ তারা কেউই তাদের প্রাপ্য সম্মানটুকু রাষ্ট্রের কাছে পায়নি। এই নিয়ে তাদের দুঃখও ছিলো না কোনদিন। দেশের কল্যাণে, আরাম আয়েশ ভোগবিলাসের জীবন বাদ দিয়ে তারা বেঁচে নিয়েছেন জনমানুষের পথ। তাই তাদের স্বপ্ন আজীবন বেঁচে থাকবে মানুষের মাঝে। -ফেসবুক থেকে।

নয়া রাষ্ট্রপতি ও এ সময়ের চ্যালেঞ্জ

ড. মুহম্মদ দিদারে আলম মুহসিন

মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন চুপ্পু। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের নতুন রাষ্ট্রপতি। বিদায়ী রাষ্ট্রপতি অ্যাডভোকেট মো: আবদুল হামিদের মেয়াদকাল শেষে ২৪ এপ্রিল সাহাবুদ্দিন আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের ২২তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে তার দায়িত্ব গ্রহণ উপলক্ষে উষ্ণ অভিনন্দন ও আন্তরিক শুভেচ্ছা।

জনাব সাহাবুদ্দিন এমন এক সময়ে দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন যখন সদ্য সমাপ্ত মুসলিম উম্মাহর অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব ঈদুল ফিতর উপলক্ষে দেশের মানুষ অনেকটা ফেস্টিভ মুডে আছে। এটা এমন একটি মুহূর্ত যখন এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ, যারা কিনা ধর্মবিশ্বাসে মুসলিম, সব ভেদাভেদ ভুলে একই ঈদগাহে একত্রে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করেন। নামাজ শেষে সবাই মিলে দেশ ও দশের কল্যাণ কামনায় একত্রে আল্লাহর দরবারে হাত তোলেন। হাসিমুখে একে অপরের সাথে করমর্দন ও কোলাকুলি করেন। একে অপরের খোঁজ-খবর নেন, দেখা-সাক্ষাৎ ও শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। দেশজুড়ে পরিলক্ষিত হয় সৌভ্রাতৃত্ব ও সংহতির ঐকতান।

এসব বিবেচনায় জনাব সাহাবুদ্দিনের রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের এ সময়টা একটি লাকি মোমেন্ট হলেও সামগ্রিক বিবেচনায় দেশে এখন একটি ভীষণ চ্যালেঞ্জিং মোমেন্ট চলছে। বলা যেতে পারে চরম এক ক্রান্তিকাল। দেশের সব অঙ্গনে বিরাজ করছে এক গুমোট পরিবেশ। বছর শেষে অনুষ্ঠেয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনীতির মাঠে চলছে অস্থিরতা। নির্বাচনব্যবস্থা নিয়ে ক্ষমতায় আসীন ও ক্ষমতাপ্রত্যাশীদের মধ্যে ঘোরতর মতপার্থক্য বিরাজ করছে। আর এ সুযোগে বিশ্ব মোড়লরা সক্রিয়ভাবে মাঠে নেমেছে সালিশ করার জন্য। কোনো আত্মমর্যাদাসম্পন্ন জাতির জন্য এটা মোটেই কোন সুখকর বিষয় নয়। দুর্ভাগ্য আমাদের, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর অর্ধশতাধিক বছর পার হয়ে গেলেও জাতি হিসেবে আমরা এখনো নিজেদের মধ্যকার বিরোধ নিজেরা পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করার মতো সাবালকত্ব অর্জন করতে পারিনি।

আরো একটি বিবেচনায় দেশ একটি সঙ্কট কাল অতিক্রম করছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে পড়ার পর আমেরিকাকেন্দ্রিক যে একমেরু বিশ্বব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছিল, হালে রাশিয়া ও চীন মিলে তাকে চ্যালেঞ্জ করতে শুরু করেছে। চীনের ক্রমবর্ধমান সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি এবং পরাশক্তি হিসেবে বিশ্বকে নেতৃত্ব দেয়ার উচ্চাভিলাষ আমেরিকা ও তার মিত্রদের ঘুম হারাম করে দিয়েছে। এ কারণে আমেরিকা ক্রমশ এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে একটি শক্তিশালী চীনবিরোধী বলয় গড়তে চাইছে, যেখানে সে চীনের প্রধান আঞ্চলিক প্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের পাশাপাশি বাংলাদেশকেও পাশে পেতে চায়। অন্যদিকে, বাংলাদেশকে নিয়ে বৃহৎ প্রতিবেশী ভারত ও চীনের মধ্যে টানাটানি চলে আসছে বরাবর। এভাবে বাংলাদেশ তার অবস্থানগত কারণে এসব আঞ্চলিক ও বিশ্বশক্তির কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে এবং এদের প্রত্যেকে বাংলাদেশকে নিজ পক্ষভুক্ত করতে বা পক্ষে রাখতে এক রকম শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছে।

বাংলাদেশের মতো একটি ছোট দেশের জন্য আঞ্চলিক ও বিশ্ব মোড়লদের এই টানা-হেঁচড়া যুগপৎ আশীর্বাদ ও অভিশাপ দুটোই হতে পারে। এক দিকে, ঠিক মতো হ্যান্ডল করতে পারলে এদেরকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি করতে পারে। অন্য দিকে, বাংলাদেশকে নিয়মিত এদের পক্ষ থেকে নানাবিধ চাপের মুখে পড়তে হচ্ছে এবং অনেক ক্ষেত্রেই এদের পারস্পরিক স্বার্থ সাংঘর্ষিক হওয়ায় এদের সাথে ডিল করতে গিয়ে শ্যাম রাখি না কুল রাখি অবস্থা দাঁড়াচ্ছে। বাংলাদেশের জন্য বিষয়টি খুব স্পর্শকাতর এবং দীর্ঘ দিন বাংলাদেশ কৌশলে এদের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে এলেও এখন এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, যেখানে একসাথে সবাইকে সন্তুষ্ট রাখা কঠিন প্রমাণিত হতে পারে।

এহেন পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য সবার আগে যেটা দরকার সেটা হলো দৃঢ় জাতীয় ঐক্য। জনগণ যখন দেশের স্বার্থে একতাবদ্ধ হয়ে পাশে দাঁড়িয়ে শক্তি জোগায়, তখন ক্ষমতাসীন সরকারের পক্ষে যেকোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা- তা অভ্যন্তরীণই হোক কিংবা বৈদেশিক- অনেক সহজ হয়ে যায়। দুর্ভাগ্যবশত জাতি আজ গভীরভাবে বিভক্ত। এ বিভক্তি যেকোনো মুহূর্তে ছাইচাপা আগুনের মতো বিস্ফোরিত হয়ে লঙ্কাকান্ড ঘটিয়ে বসতে পারে। এ মুহূর্তে এখান থেকে বেরিয়ে আসার জন্য দরকার একজন সর্বজনগ্রাহ্য ব্যক্তিত্বের, যিনি জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে বিবদমান পক্ষগুলোকে এক টেবিলে বসিয়ে আপস-মীমাংসার ব্যবস্থা করতে পারবেন।

জনাব সাহাবুদ্দিন সবেমাত্র দেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন। উল্লেখযোগ্য দু-একটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে ঐতিহ্যগতভাবে এ দেশে যেকোনো দল নিজ দলের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ একজন সদস্যকেই রাষ্ট্রপতি হিসেবে মনোনয়ন দিয়ে থাকেন। তথাপি, আইনগতভাবে, একজন ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার পর আর কোনো দলের থাকেন না, যদিও তার সর্বজনীনতার স্বাক্ষর কেবলমাত্র তিনিই তার দায়িত্বকালীন কার্যক্রম ও আচার-আচরণের মধ্য দিয়ে রাখতে পারেন। এটি বহুলাংশে নির্ভর করে একজন ব্যক্তির সহজাত ব্যক্তিত্ব, ক্যারিশমাটিক নেতৃত্ব ও দীর্ঘ দিনের আচরিত এথিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড ও কর্মপদ্ধতির ওপর। যদিও সংবিধান অনুযায়ী এ দেশে রাষ্ট্রপতির তেমন কোনো নির্বাহী ক্ষমতা নেই, তিনি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদমর্যাদায় সমাসীন এবং একটি নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হন বিধায় অবস্থানগত কারণে তার আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। কাজেই, সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হিসেবে সাহাবুদ্দিনের দেশের এই ক্রান্তিলগ্নে বিবদমান পক্ষগুলোর মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার সুযোগ রয়েছে। কেবল প্রয়োজন আন্তরিক সদিচ্ছা, ব্যক্তিত্বময় উপস্থিতি এবং সতর্ক পদক্ষেপ। পৃথিবীতে কেউ নেতা হয়ে জন্মায় না, পরিবেশ ও পরিস্থিতি নেতৃত্ব সৃষ্টি করে। জনাব সাহাবুদ্দিন কি পারবেন জাতির এই সন্ধিক্ষণে সময়ের দাবি পূরণে ত্রাতা হিসেবে আবির্ভূত হতে? আমরা দেখার অপেক্ষায় থাকছি।

লেখক: অধ্যাপক ও সভাপতি, ফার্মেসি বিভাগ, জাবি

‘রাত পোহাবার কত দেরি পাঞ্জেরি?’

ড. হাসনান আহমেদ

দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকায় ৮ এপ্রিল ‘আলেমদের ঐক্য সময়ের অনিবার্য দাবি’ শিরোনামে তথ্যসমৃদ্ধ ও সময়োপযোগী একটা নিবন্ধ পড়লাম। আমি কোনো মৌলভি-মাওলানা নই, জন্মসূত্রে মুসলমান। তাই অস্তিত্বের সংকট উপস্থিত হলে দু-কথা না বলে পারি না। এ বিষয়ে প্রাসঙ্গিক কিছু কথা আমার বলার আছে বলেই কলম ধরেছি। উল্লিখিত নিবন্ধ থেকে প্রথমত কিছু কথার উদ্ধৃতি দিতে হবে। নিবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে, ‘দেশে কম-বেশি, ছোট-বড় মিলে আলিম সংখ্যা চল্লিশ লাখের বেশি। বিশেষত কওমি অঙ্গনের অধিকাংশ আলিম মসজিদ ও মাদ্রাসাকেন্দ্রিক খেদমতে নিয়োজিত আছেন। আমাদের দেশের বর্তমান বাস্তবতা হলো আলিমরা আর্থ-সামাজিকভাবে অনেক পিছিয়ে। তারা মৌলিক ও বড় বিষয়গুলোর প্রতি উদাসীনতা ও অবহেলা প্রদর্শন করেন; অথচ এগুলোর প্রতি উদাসীনতা উম্মাহর অস্তিত্ব ও এর সামগ্রিক সত্তাকে বিপন্ন করে। অনৈক্যের কারণে বর্তমান মুসলিম বিশ্ব আজ এক দিশেহারা অথর্ব জাতিতে পরিণত হয়েছে। আমাদের বর্তমানে ইসলামের নামে দেশে মোট ঊনপঞ্চাশটি দল ও উপদল রয়েছে। তবে এ গণনার বাইরেও ইসলামের নামে কিছু দল ও দরবার আছে। বাংলাদেশের আলিমদের বর্তমানে বড় দুর্দিন যাচ্ছে। দেশের শিক্ষানীতিতে ইসলামি শিক্ষার বিলুপ্তি ঘটেছে’ ইত্যাদি।

অনেক মূল্যবান কথার মধ্যে আমি শুধু দু-একটি বিষয় নিয়ে এখানে সংক্ষিপ্ত পরিসরে কিছু বলতে চাই। একটি কথা বলে রাখা ভালো যে, আমরা প্রতিনিয়ত যত কথা বলি, সেগুলোর ভালো দিকগুলোকে যদি সংশ্লিষ্ট পক্ষ আমলে না নেয়, বাস্তবে প্রয়োগ করতে না পারে, চিন্তাধারার গঠনমূলক উন্নতি না করতে পারে, তখন সেসব কথার কোনো মূল্য থাকে না, সে-কথা না-বলারই নামান্তর। আমরা তো এদেশে এতেই অভ্যস্ত হয়ে গেছি। নিবন্ধের মধ্যে মূল তিনটি বিষয় হলো : ‘বাংলাদেশের আলিমদের বর্তমানে বড়ই দুর্দিন যাচ্ছে’; ‘অনৈক্যের কারণে বর্তমান মুসলিম বিশ্ব আজ এক দিশেহারা অথর্ব জাতিতে পরিণত হয়েছে’; এবং ‘মুসলমানদের শিক্ষা।’ তিনটি বিষয়ই পরস্পর নির্ভরশীল, ‘কান টানলে মাথা আসার মতো।’ একটির সঙ্গে অন্যটির সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে।

আমরা সম্মানিত মৌলভি-মাওলানাদের ইসলামি সমাজব্যবস্থার নেতা বলে মানি। আমরা সমাজের আমজনতা ইসলামি নিয়ম-নীতিতে এদের কথাকে বিশ্বাস করি। এদেশে ইসলামকে তারাই টিকিয়ে রেখেছেন। সুস্থ চিন্তাভাবনা করে বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত নিয়ে তাদেরকেই পুরো মুসলমান জনগোষ্ঠীকে এগিয়ে নিতে হবে। মুসলমানদের উন্নতি হলে দেশেরও উন্নতি হবে। সত্য যে, অধিকাংশ মুসলমান ধর্মীয় নিয়ম-নীতি, অনুশাসনসহ অনেক কিছুই পড়েন না, বোঝেন না। শুধু মৌলভি-মাওলানাদের কথা শুনে, বাজার থেকে দোয়া-দরুদের চটি বই পড়ে জীবন পার করে দিচ্ছেন। এছাড়া ইসলামি জীবনব্যবস্থা যে মানুষের সৃষ্টি, পৃথিবীতে মানুষের কর্মপদ্ধতি, চিন্তা-চেতনা ও বৈশিষ্ট্যের একটা পরিপূর্ণ জীবনবিধান, যা প্রতিপালন করলে ও মেনে চললে আমাদের নৈমিত্তিক সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়, এটাকে আমরা মন থেকে কখনোই মেনে নিতে পারিনি। আবার এদেশের মৌলভি-মাওলানারাও সেই বিষয়গুলোর প্রতি সুন্দর ও গঠনমূলকভাবে আলোকপাত করেন না। কেউ ধর্ম নিয়ে রুজি-রোজগার করেন, কেউবা রাজনীতি করেন, কেউ আবার অসংখ্য সাগরেদ জড়ো করে নিজেকে বড় মানের পির-দরবেশ বলে পরিচিত করেন। এ উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের মৌলভি-মাওলানাদের চিন্তাধারার কতটুকু উন্নতি হয়েছে? এক সময়ে প্রকৃতি ও কৃষিভিত্তিক জীবনব্যবস্থা ছিল। বর্তমানে নিজের শরীর ও পার্শ্ববর্তী চারদিকে তাকালেই আমরা সবকিছুর মধ্যেই বিজ্ঞান, টেকনোলোজি, শিল্পসামগ্রী, ব্যবসা-বাণিজ্য দেখতে পাই। এসব এড়িয়ে চলতে গেলে জীবনযাপন ও কর্ম অচল ও অকেজো হয়ে যায়। আমরা বিজ্ঞান, টেকনোলোজি ও ব্যবসাভিত্তিক কোনো লেখাপড়া করব না, শিল্পপ্রতিষ্ঠান তৈরি ও ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতি করব না, শুধু অন্যের তৈরি করা শিল্পপণ্য বসে বসে খাব, অন্যের সেবা ভোগ করব, অন্য জাতির মুখাপেক্ষী হব, অশিক্ষা-কুশিক্ষাবশত নিজেদের মধ্যে অনৈক্য তৈরি করব আর বেহেশত পাওয়ার আশায় নামাজ-রোজার মতো আনুষ্ঠানিক ইবাদতে মশগুল থাকব; তাহলে কি দুনিয়াদারি চলে? আল্লাহর দুনিয়ায় মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ হয়? এভাবে কি আমরা টিকে থাকতে পারি?

মুসলমানদের মধ্যেও একটা অংশ তৈরি হয়েছে, যারা নামে মুসলমান কিন্তু চিন্তা-চেতনায় মুসলমানি-বৈশিষ্ট্য বিবর্জিত। এদেরকে কাজির হিসাবের খাতায় ধরা যায়, গোয়ালে ধরা যায় না। আমরা তাদের সামনে ইসলামি পথ, বৈশিষ্ট্য, অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছি। আমরাও কুরআন-হাদিস নির্দেশিত ‘সহজ-সরল’ পথ থেকে দূরে চলে এসেছি। যত কিছুই বলি, আমরা নিজেদের দায় এড়াতে পারি না। আমরা জ্ঞান-বিজ্ঞানে, অর্থনৈতিক সচ্ছলতায় এতটাই পিছিয়ে গেছি যে, শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়মনীতি মেনে করতে পারি না; গরিব, অনাথ-অসহায়দের নিজের সম্পদ থেকে সাহায্য করতে পারি না, আমরাই পরমুখাপেক্ষী হয়ে গেছি। নিজেরা গরিব বলে মনটাও ছোট হয়ে গেছে। অন্যভাবে বলা যায়, মন-মানসিকতায় ছোট হয়ে গেছি বলে গরিব হয়ে গেছি। মুসলমানরা ত্যাগী জাতি হওয়ার কথা, অথচ আমরা ‘দেওয়ান সা’ব’ থেকে ‘নেওয়ান সা’বে’ পরিণত হয়ে গেছি। নামে মুসলমান, অথচ ‘আল্ট্রা-মডার্ন’ যে ধণিক শ্রেণি আমাদের আছে, তারাও ইসলামি নিয়মনীতি মেনে চলেন না, বেশি মুনাফার আশায় প্রতিটা শিল্পপণ্য ও ব্যবসায়ী-পণ্যের দাম বাড়ায়, পবিত্র রমজান এলে সিন্ডিকেট করে আরও দাম বাড়ায়। ব্যবসার নামে, কখনো রাজনীতির কাঁধে ভর করে তারা জনগণকে শোষণ করে, টাকার পাহাড় গড়ে, ইসলামি আদর্শ রক্ষা করে না। ইসলামি ত্যাগের আদর্শ ভুলে ভোগবাদের নেশায় পাগলপ্রায় হয়ে টাকার পেছনে ছোটে। যে টাকা ইসলামি উম্মাহর কল্যাণে কোনো কাজে লাগে না, মুসলমানদের কাছে সেই টাকার কোনো মূল্য নেই। ‘কারুণের ধন-সম্পদ **(বাকি অংশ ১৬ পাতায়)**

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
Popular Tax Services
পপুলার ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
Call/Text (347)-666-7862 & Call (718)-426-9453
Email: populartaxservices@gmail.com
Personal Income Tax Preparation for all industries:
- All types of W2 & 1099 Income Tax Filing
- Specialization in Uber Lyft & Rideshare Driver Tax Filing
- Homeowners & Stock Market Trader Tax Filing

We provide Remote Personal Income Tax Filing
সঠিক, দ্রুত, সুনিপুন এবং
আইন সম্মত সার্ভিসে আমরা বিশ্বাসী
কম খরচে সততা ও বিশ্বস্ততা সহিত ট্যাক্স
ফাইলিং এর জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
tax refund
Nahian Howladar Emon
BBA IO Psychology Baruch College
New York State Tax Preparer
(347)-666-7862
(718)-426-9453

পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
www.populardrivingschoolny.com
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)
OPEN 7 DAYS
- Road Lesson Local & Highway
- 5 Hours Class Certificate (Zoom Class)
- Road Test Appointment
- Car for Road Test

আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
বাসা থেকে পিকআপ এন্ড ড্রপ
6 Hours DDC Class Good For TLC
718-426-9453, 917-301-2063
Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave)

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায়
সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.
আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)
- আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
- আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
- পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
- পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
- আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।

ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
- সিটিজেনশীপ - ফ্যামিলি পিটিশন - NVC Case প্রসেসিং
- স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট - এফিডেভিট অব সাপোর্ট
- এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
- Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি

37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া
যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123
Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে
ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

শ্রদ্ধাঞ্জলি : বিপ্লবী ও বাস্তববাদী জাফরুল্লাহ চৌধুরী

॥ স্টিভ মিনকিন ॥

আমি গাড়িতে চড়ে ঘুমিয়ে পড়লে প্রায়ই ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর কথা ভাবি। ৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে এটি আমার অভ্যাস। বাংলাদেশে আমাদের দীর্ঘ সফরের সময় তিনি কীভাবে চালকের পাশে বসে সামনের আসনে ঘুমিয়ে পড়তেন, তা মনে করিয়ে দেয়। আমার এক বন্ধু এক দিন আমাকে তাঁর সম্পর্কে কিছু লিখতে বলবে- সেটা ছিল আমার কাছে অকল্পনীয়। বাংলাদেশ এবং সারাবিশ্বে আক্ষরিক অর্থেই লাখ লাখ মানুষ রয়েছে, যাদের তিনি স্পর্শ করেছিলেন শরীর, মন এবং আত্মায়।

গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠাকারী অগ্রগামী চিকিৎসক জাফরুল্লাহ চৌধুরী কয়েক মাস অসুস্থতার পর গত ১১ এপ্রিল মারা যান। ভালো বিষয় হলো, ঢাকায় তাঁরই প্রতিষ্ঠিত গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালে তিনি তাঁর শেষ দিনগুলো কাটিয়েছিলেন। গণস্বাস্থ্যের কর্মীরা তাঁর খুব যত্ন করেছিলেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। অনেকেই তাঁকে বাংলায় শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন, যে ভাষায় তিনি আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে সত্য কথা বলতেন। আমার দত্তক নেওয়া বাংলাদেশি বোন স্বল্পশিক্ষিত একজন উচ্চ বুদ্ধিমান নারী, টেলিভিশনে তাঁর (জাফরুল্লাহ) ঘন ঘন উপস্থিতি দেখার পর আমাকে বলেছিলেন, 'জাফরুল্লাহ সব সময় সত্য বলেন।' তাই তাঁর প্রধান যে বিষয়টি আলোচনা হওয়া উচিত সেটি হলো তাঁর সাহস।

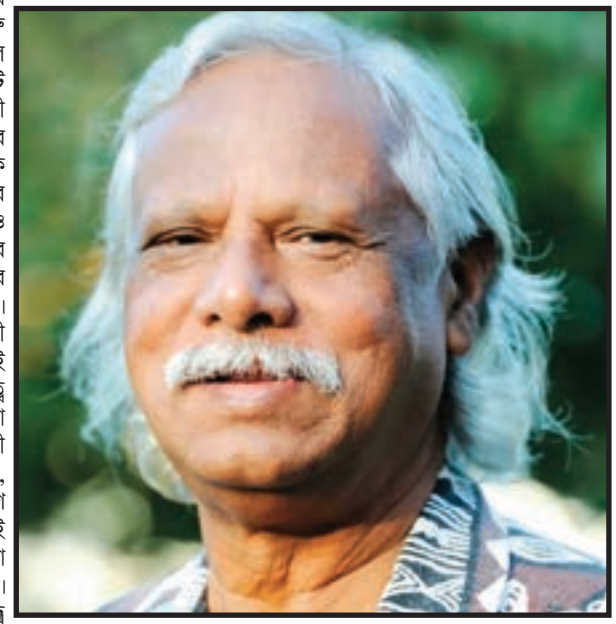
বাধা মাড়িয়ে চলা

জাফরুল্লাহর সত্যকথন তাঁর জ্ঞানতৃষ্ণার সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিল। তিনি ছিলেন আগ্রহী পাঠক। তিনি অতীতের জরুরি সামাজিক বিষয়গুলো দেখতে পেতেন। গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র সক্রিয়ভাবে পুরুষতন্ত্রকে চ্যালেঞ্জ করেছে এবং নারীর কর্মসংস্থানের প্রতিবন্ধকতা ভেঙে দিয়েছে। গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র প্রমাণ করেছে- এমনকি দরিদ্র নারীরাও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এমন কাজ করতে সক্ষম, যেগুলো আগে শুধু পুরুষের কাজ হিসেবে পরিগণিত হতো। জাফরুল্লাহ মনে করতেন, আত্মবিশ্বাসী নারীরা লিঙ্গবাদের বেড়াজালের বাইরে মুক্ত পরিবেশে বড় কাজ করতে পারে।

একজন বাস্তববাদী হিসেবে তিনি অনুধাবন করেছিলেন, স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্যারামেডিকরা সাইকেল চালালে তাঁরা আরও দ্রুততার সঙ্গে সেবাগ্রহীতার কাছে পৌঁছাতে পারবেন। ধর্মীয় রক্ষণশীলদের তীব্র আপত্তি সত্ত্বেও গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র বাংলাদেশে নারীদের সাইকেল চালানোর ব্যাপারে অগ্রগামী। ১৯৭৭ সালে আন্তর্জাতিক নারী দিবসে এই আত্মবিশ্বাসী নারীরা সাভারের গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে ঢাকা পর্যন্ত ২৫ মাইল সাইকেল চালিয়েছিলেন।

সাইকেলের বাধা ভাঙা ছিল জাফরুল্লাহর শুরু। তিনি নারীদের গাড়ি চালানোর ওপরেও জোর দিয়েছিলেন! ফলে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের চালকদের সিংহভাগই ছিলেন নারী। বাংলাদেশে সেটি ছিল ব্যতিক্রম। বলা বাহুল্য, বাংলাদেশে নম্র মানুষের গাড়ি চালানো কঠিন। তবুও বিশৃঙ্খল ট্রাফিকের মধ্যে গণস্বাস্থ্যের চালকরা আত্মবিশ্বাসী ছিলেন।

সাভারের গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ক্যাম্পাস এখন একটি বিস্তৃত কমপ্লেক্স। যার শুরু হয়েছিল অনুর্বর জমিতে হাতে গোনা কয়েকজন স্বাস্থ্যকর্মীর তাঁবুতে বসবাসের মধ্য দিয়ে। নিরাপত্তার বিষয়টি শুরু থেকেই ছিল উদ্বেগের। এটি ছিল ছিনতাইকারী ও অপরাধীদের এলাকা। এমনকি গণস্বাস্থ্যের কর্মীরা ও একাধিকবার ছিনতাইয়ের শিকার হয়েছিলেন। জাফরুল্লাহ চৌধুরী নারীদেরই নিরাপত্তার দায়িত্বে রেখেছিলেন! তাঁরা ছিলেন শক্তিশালী এবং আত্মবিশ্বাসী, যাঁরা প্রবেশে নিরাপত্তা যাচাই এবং পুরো সীমানা সুরক্ষিত রাখতেন। গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রে নারী নিরাপত্তাকর্মীদের জন্য পরিবেশ যত স্বাভাবিক মনে হয়, দেশের অন্য কোথাও তেমনটা দেখা যায় না।



অত্যন্ত বাস্তববাদী

জাফরুল্লাহ চৌধুরীর বাস্তববাদের বীজ মুক্তিযুদ্ধের সময় বপন করা হয়েছিল এবং স্বাধীন বাংলাদেশে তা প্রস্ফুটিত হয়। প্রশিক্ষিত নারী প্যারামেডিকরা অস্ত্রোপচারের কাজ করতেন এবং তাঁদের কাজে চিকিৎসকদের তুলনায় কম সংক্রমণ হতো। তাঁরা সুপারভাইজার, ফার্মাসিস্ট, চালক, নিরাপত্তাকর্মীর গার্ড এমনকি ধাতব কারখানার শ্রমিক হিসেবেও কাজ করতেন। তাঁরা ছোট পর্যায়ে উৎপাদন করতেন এবং কারখানা চালাতেন। তাঁরা নতুন দক্ষতা শিখেছিলেন এবং উচ্চ স্তরের দায়িত্ব পালন করছিলেন। গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র কমিউনিটি হেলথ ইন্স্যুরেন্স প্রবর্তনসহ স্বাস্থ্যসেবায় অসংখ্য উদ্ভাবনের পথপ্রদর্শক। ধনী লোকজন উচ্চ প্রিমিয়াম দেয় এবং দরিদ্ররা সামান্য অর্থ প্রদান করে। তবে সবাই মানসম্পন্ন ও যথাযথ স্বাস্থ্যসেবা পায়।

জাফরুল্লাহ জাতীয় ঔষধনীতির মাধ্যমে ফার্মাসিউটিক্যালসের ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে সফলভাবে লড়াই করেছিলেন। নীতিমালার আগে কিছু বহুজাতিক কোম্পানি ওষুধ তৈরি ও বিতরণ ব্যবস্থায় একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে রেখেছিল। ফলে ওষুধের দাম ছিল ব্যয়বহুল ও অযৌক্তিক। সেখানে জাতীয় ঔষধনীতি বাংলাদেশি ওষুধ শিল্পের বিকাশে ভূমিকা পালন করেছিল। জাফরুল্লাহ গণস্বাস্থ্য ফার্মাসিউটিক্যালস তৈরির তত্ত্বাবধান করেছেন এবং কম দামে ওষুধ উৎপাদনের ব্যবস্থা করেছেন।

গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র গত ৫০ বছরে যে অবস্থায় পৌঁছেছে, তা জাফরুল্লাহর সীমাহীন শক্তি, স্বপ্ন এবং দূরদর্শিতার ফসল। তিনি কোনো সমস্যা দেখলে তার সমাধান বের করেছেন। গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র বাংলাদেশজুড়ে ১০ লক্ষাধিক মানুষকে সেবা দিয়েছে। গণস্বাস্থ্যের একটি বড় হাসপাতাল রয়েছে রাজধানী ঢাকায়। সেখানে সাশ্রয়ী মূল্যে হেমোডায়ালাইসিস, অগ্নিদগ্ধের চিকিৎসা এবং প্লাস্টিক সার্জারি, শারীরিক থেরাপি, চক্ষু রোগ, জরুরি চিকিৎসা, আয়ুর্বেদিক ওষুধসহ আরও সেবা প্রদান করে। সাভারে রয়েছে গণস্বাস্থ্য সমাজভিত্তিক মেডিকেল কলেজ এবং গণ বিশ্ববিদ্যালয়।

জাফরুল্লাহ বিশ্বজুড়ে স্বাস্থ্যকর্মীদের অনুপ্রাণিত করেছেন। তিনি ৭০টিরও বেশি দেশের স্বাস্থ্যকর্মীদের জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় ভূমিকায় ছিলেন। গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ক্যাম্পাসে দুটি জনস্বাস্থ্য সম্মেলনে ৯০টিরও বেশি দেশ থেকে হাজার হাজার মানুষ সাভারে এসেছিলেন।

নিখুঁত জোড়া

যুক্তরাষ্ট্রের ভারমন্টে আমার বাড়ির কাছের বাগানে একাকী হাঁটার সময় কী লিখতে হবে, তা ভাবতে গিয়ে আমার এই উপলব্ধি এসেছিল- জাফরুল্লাহর জীবন সম্পর্কে কথা বলতে হলে শিরিন হককে স্বীকার করতে হবে। শিরিন হক অক্লান্ত পরিশ্রমী এবং নারী অধিকারের জন্য অগ্রণী কণ্ঠস্বর। আমার মনে আছে, ১৯৯২ সালে শিরিন এবং জাফরুল্লাহকে একসঙ্গে দেখা ছিল আনন্দদায়ক বিস্ময়। কারণ তাঁদের উভয়কে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনতাম। আমি প্রায়ই তাঁদের এই বলে খোঁচাতাম- 'শিরিন, তুমি এমন একজনকে বিয়ে করতে পারলে!' কিন্তু বাস্তবে তাঁরা একটি নিখুঁত জোড়া ছিলেন এবং তাঁরা একে অপরকে শক্তিশালী করেছিলেন।

জীবনের শেষ পর্যায়ে এসেও জাফরুল্লাহ চৌধুরী ভাবছিলেন, তাঁর কাজটি সম্পন্ন করা দরকার। ৫০ বছরেরও বেশি সময় মা ও শিশুস্বাস্থ্যের জন্য চ্যাম্পিয়ন হয়ে তিনি বলেছিলেন, আমাদের অবশ্যই প্রবীণদের কথা ভাবতে হবে এবং বাংলাদেশের বয়স্ক জনগোষ্ঠীর জন্য কিছু করা উচিত। তিনি যদি আরও বেশিদিন বেঁচে থাকতেন, আমি হয়তো দেখতাম, তিনি প্রবীণের স্বাস্থ্য ও পরিচর্যা নিশ্চিত করার নতুন কোনো উপায় খুঁজে পেয়েছেন।

যেখান থেকে শুরু করেছিলাম, জাফরুল্লাহর কথা ভাবতে গিয়ে আমার গাড়িতে ঘুমিয়ে পড়ার সেই বিষয়ে ফিরে আসি। তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমী ছিলেন এবং সে জন্য প্রায়ই কোথাও যাওয়ার সময় নিজেকে ঘুমানোর সুযোগ দিতেন। তাঁর কাজের নীতি আমাকে এবং গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের অনেক নিবেদিত কর্মীকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।

যদিও এত দীর্ঘ সংগ্রামের পর জাফরুল্লাহর অনুপস্থিতি এখনও অবাস্তব বলে মনে হচ্ছে। আমি নিশ্চিত যে, সময়ের সঙ্গে সচেতনভাবে বা অচেতনভাবে তাঁর সঙ্গে আমাদের সংযোগ ঘটবে এবং আরও দৃঢ় হবে।

লেখক: যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী গবেষক ও ইতিহাসবিদ; মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকে বাংলাদেশের বন্ধু; দ্য ডেইলি স্টার থেকে ভাষান্তর মাহফুজুর রহমান মানিক

সৌদি-ইরান সুসম্পর্ক বিশ্বশান্তির সহায়ক

॥ জালাল উদ্দিন ওমর ॥

মুসলিম বিশ্বের দুই শক্তিশালী দেশ সৌদি আরব ও ইরানের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়েছে। চীনের উদ্যোগ ও মধ্যস্থতায় দেশ দু'টির মধ্যে অনুষ্ঠিত দীর্ঘ আলোচনা শেষে এটি সম্ভব হয়। ইতোমধ্যেই দেশ দু'টির মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার কাজও শুরু হয়েছে। এটি এই মুহূর্তে বিশ্বের অন্যতম আলোচিত খবর, যা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য বিব্রতকর বিষয়। অন্য দিকে ইসরাইলের চির শত্রু ইরানের সাথে সৌদির সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ইসরাইলের জন্য বিপর্যয়কর। তবে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইল এ ঘটনাকে যেভাবেই মূল্যায়ন করুক না কেন, সৌদি আরব ও ইরানের মধ্যকার সুসম্পর্ক মধ্যপ্রাচ্য এবং মুসলিম বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। একই সাথে এটি বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায়ও বড় ভূমিকা রাখবে।

সৌদি আরব এবং ইরানের দ্বন্দ্ব বেশ পুরনো। তবে ২০১৬ সালের ২ জানুয়ারী সৌদি সরকার কর্তৃক আয়াতুল্লাহ শেখ নিমর আল নিমরের ফাঁসি কার্যকর করায় এ দ্বন্দ্ব তীব্র আকার ধারণ করে। শেখ নিমর ছিলেন সৌদি সরকারের সমালোচক এবং তার প্রতি ছিল ইরানের সমর্থন। সৌদি সরকার শেখ নিমরের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদের অভিযোগ আনে এবং তাকে গ্রেফতার করে বিচারের মুখোমুখি করে। সৌদি সরকারের অভিযোগ, ২০১১ সালে সৌদি আরবে সরকারবিরোধী আন্দোলনে শেখ নিমরের ইন্ধন ছিল। আদালত শেখ নিমরকে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করে এবং সৌদি সরকার তা কার্যকর করে। এর পরপরই ইরান তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। ইরানের অভিযোগ, শুধু রাজনৈতিক কারণেই শেখ নিমরকে ফাঁসি দিয়েছে সৌদি আরব। ইরান এ জন্য সৌদি আরবের তীব্র সমালোচনা করে এবং সৌদি আরবকে কড়া মূল্য দিতে হবে বলে হুঁশিয়ারিও উচ্চারণ করে। শেখ নিমরের ফাঁসি কার্যকর করার প্রতিবাদে ইরানে বিক্ষোভকারীরা তেহরানের সৌদি দূতাবাসে হামলা করে। এর প্রতিবাদে সৌদি আরব ইরানের সাথে সব ধরনের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে। তখন থেকে দেশ দু'টির মধ্যে কোনো ধরনের সম্পর্ক নেই। এভাবে সৌদি আরব এবং ইরানের মধ্যে দ্বন্দ্ব তীব্র হয়ে ওঠে এবং তারা দেশে দেশে বিভিন্ন পক্ষে পক্ষাবলম্বন করে অশান্তি সৃষ্টি করে। শক্তিশালী রাষ্ট্রসমূহ বিভক্ত হয়ে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তার প্রভাবে অন্যান্য রাষ্ট্রও বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। দু'টি রাষ্ট্র কূটনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন থাকলে দেশ দুটির মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্যও বন্ধ হয়ে যায়। ফলে রাজনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি দেশ দুটি অর্থনৈতিকভাবেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সৌদি আরব এবং ইরানের বেলায়ও তাই হয়েছে। ফলে মুসলিম দেশগুলোর মাঝে বিদ্যমান অনৈক্য আরো জোরালো হয় এবং মুসলিম বিশ্ব কেবল ক্ষতিগ্রস্তই হতে থাকে। অন্য দিকে, শক্তিশালী দেশগুলো ঐক্যবদ্ধ হলে তার প্রভাবে অন্যান্য দেশও ঐক্যবদ্ধ হয় এবং তখন শান্তির সম্ভাবনা বেড়ে যায়। সৌদি-ইরানের সুসম্পর্ক আগামীতে মুসলিম বিশ্বসহ পুরো বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে।

সৌদি আরব এবং ইরানের বৈরিতার কারণে মুসলিম বিশ্ব বছরের পর বছর ধরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ দ্বন্দ্বের কারণে ওআইসি কখনো গঠনমূলক কোনো ভূমিকা রাখতে পারেনি। যুগের পর যুগ ধরে ফিলিস্তিনিরা ইসরাইলের হাতে নির্যাতিত হয়ে আসছে। কয়েক লাখ ফিলিস্তিনি বছরের পর বছর ধরে বিভিন্ন দেশের শরণার্থী শিবিরে জীবনযাপন করছেন। এখানকার রাজনীতি ও সৌদি-ইরান দুই মেরুতে বিভক্ত। ইসলামিক জিহাদ ও হামাসকে সমর্থন দিচ্ছে ইরান আর পিএলওকে সমর্থন দিচ্ছে সৌদি আরব। ফলে ফিলিস্তিনিরা কখনোই ইসরাইলের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে পারেনি এবং বিজয় অর্জন করেনি। ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে সিরিয়ায় গৃহযুদ্ধ চলছে। সেখানকার রাজনীতিও সৌদি-ইরান দ্বন্দ্বে বিভক্ত। প্রেসিডেন্ট আসাদের পক্ষে আছে ইরান আর আসাদবিরোধী পক্ষকে সমর্থন করছে সৌদি আরব। যুদ্ধে যুদ্ধে সিরিয়া আজ শেষ। ইতোমধ্যেই পাঁচ লাখ সিরিয়ান মারা গেছে আর পঞ্চাশ লাখ সিরিয়ান শরণার্থী হয়েছে। ইয়েমেনেও দীর্ঘদিন ধরে গৃহযুদ্ধ চলছে। সেখানেও একপক্ষে সৌদি আরব আর অন্যপক্ষে ইরান। গৃহযুদ্ধে ইতোমধ্যেই ইয়েমেনও ধ্বংস হয়েছে, মারা গেছে ৬০ হাজার ইয়েমেনি। মিসরের বর্তমান শাসক সিসিকে সর্বাত্মক সহযোগিতা দিচ্ছে সৌদি আরব। ব্রাদারহুডকে ক্ষমতাচ্যুত করতে সৌদি আরব ব্যাপক তৎপরতা চালায়। আর ব্রাদারহুডকে সমর্থন করে ইরান।

সৌদি আরব এবং ইরানের দ্বন্দ্বে মুসলিম দেশগুলো যখন বহুধা বিভক্ত, তখন সাম্রাজ্যবাদীরা কৌশলে মুসলিম দেশগুলোকে একে একে ধ্বংস করে দিচ্ছে। ইরাক, সিরিয়া, লিবিয়া ও ইয়েমেন তার সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। মিয়ানমারের শাসকরা আরাকানের মুসলমানদের ওপর বছরের পর বছর ধরে নির্যাতন চালাচ্ছে এবং প্রায় ১০ লাখ রোহিঙ্গা মুসলিম ঘরবাড়ি ছেড়ে বাংলাদেশে এসে আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাদের সাহায্য করার সময় এবং শক্তি আজ মুসলিম দেশগুলোর নেই। কারণ তারা নিজেরাই ঝগড়া বিবাদে ব্যস্ত। বৃহত্তর স্বার্থ বাদ দিয়ে তারা আজ ক্ষুদ্র স্বার্থের দ্বন্দ্বে জড়িত। এই দ্বন্দ্বে মুসলিম দেশগুলো আজ বিপর্যস্ত। সিরিয়া, লিবিয়া, ইয়েমেন সব দেশেই যুদ্ধরত পক্ষগুলো মুসলিম। এই যুদ্ধে যারা মরছে তারা সবাই মুসলিম। যা কিছু ধ্বংস হচ্ছে সবই মুসলমানদের সম্পদ। এই সুযোগে সাম্রাজ্যবাদীরা দেদার অস্ত্র বিক্রি করছে। মুসলিম বিশ্ব হয়ে উঠেছে পশ্চিমা বিশ্বের দাবা খেলার স্থান। মুসলমানরা শক্তিশালী না হয়ে দিন দিন দুর্বল হচ্ছে এবং বহির্বিশ্বে মুসলমানদের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি না পেয়ে বরং কমছে। অন্যের সমস্যা সমাধানের সুযোগ, ক্ষমতা এবং দক্ষতা আজ মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশের শাসকদের নেই। তারা কিভাবে ক্ষমতায় টিকে থাকবে সে প্রচেষ্টাতেই সবসময় ব্যস্ত। এ কারণে ফিলিস্তিন এবং মিয়ামারের নিপীড়িত নির্যাতিত মুসলমানদের পক্ষে দাঁড়ানোর সময় এবং ক্ষমতা কোনো মুসলিম দেশের রাজা বাদশাহর নেই। আর মুসলমানদের এই অনৈক্যই পশ্চিমাদের শক্তি। পশ্চিমারা নিজেদের শক্তিশালী করেছে মুসলিম দেশগুলোর নিয়ন্ত্রক হয়ে বসেছে।

মুসলিম দেশগুলোর দ্বন্দ্ব নিজেদেরকেই দূর করতে হবে। তার জন্য মুসলমানদের ক্ষুদ্র স্বার্থ বাদ দিয়ে বৃহত্তর স্বার্থের জন্য ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। মুসলিম দেশের শাসক এবং রাজনীতিবিদরা যদি ঐক্যবদ্ধ থাকত এবং নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সঙ্ঘাতে লিপ্ত না হতো, তাহলে পশ্চিমারা সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে মুসলিম দেশে এসে তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারত না।

সৌদি আরব এবং ইরানের মধ্যে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা মুসলিম বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অপরিহার্য। আর তাদের মাঝে দূরত্ব বাড়লে তা অন্যান্য মুসলিম দেশেও ছড়িয়ে পড়ে। সুতরাং সৌদি আরব এবং ইরানের মধ্যে সুসম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী করতে হবে। সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার খবরে ইতোমধ্যেই মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে। একযুগ বিচ্ছিন্ন থাকার পর সিরিয়ার সাথে সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সৌদি আরব আগ্রহ ব্যক্ত করেছে। ইতোমধ্যেই উভয় দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা একে অপরের দেশ সফর করেছেন। ইয়েমেনে বিদ্যমান যুদ্ধ অবসানেও সৌদি আরব সম্মত হয়েছে এবং এ লক্ষ্যে সৌদি আরবের একটি প্রতিনিধিদল ইয়েমেন সফর করেছে। ফিলিস্তিনের হামাসের সাথে সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠায়ও সৌদি আরব ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। ইতোমধ্যেই দীর্ঘদিন পর হামাসের শীর্ষ নেতারা সৌদি আরব সফর করেছেন এবং সৌদি আরব তার কারাগারে বন্দী হামাসপন্থী অনেক নেতাকে মুক্তি দিয়েছে। এর মধ্যে কাতারের সাথে আরব আমিরাতের সম্পর্কও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আশা করা যায়, চলমান এই পরিবর্তন মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে বিদ্যমান অনৈক্য দূর করে একটি ঐক্যবদ্ধ মধ্যপ্রাচ্য গড়তে ভূমিকা রাখবে।

সুতরাং মুসলিম দেশগুলোকে পরস্পরের প্রতিপক্ষ না হয়ে, একে অন্যের সহযোগী হতে হবে। আশা করব সৌদি-ইরান সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী হবে এবং এর ফলে ফিলিস্তিন সমস্যার সমাধান হবে, সিরিয়া, লিবিয়া এবং ইয়েমেনের যুদ্ধ বন্ধ হবে এবং রোহিঙ্গা সমস্যারও সমাধান হবে। এভাবে সৌদি আরব এবং ইরানের মধ্যকার সুসম্পর্ক মুসলিম বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি মুসলিম বিশ্বকে উন্নতি, সংহতি এবং সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। মুসলিম বিশ্বের পণ্ডিত ব্যক্তিদেরকে আজ ঐক্যের উদ্যোগ নিতে হবে। সারা বিশ্বের ইসলামিক পণ্ডিতদের নিয়ে মুসলিম দেশগুলোর মধ্যকার বিভেদ দূর করার জন্য একটি বিশেষজ্ঞ পরিষদ গঠন করা যেতে পারে। ওআইসি এই উদ্যোগ নিতে পারে।

লেখক: প্রকৌশলী, উন্নয়ন গবেষক

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

বেটার বাফেলোর
বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ
অন্যান্য খবর জানতে
বাফেলোর প্রথম
এবং
একমাত্র
বাংলা সংবাদপত্র
বাফেলো বাংলা
পড়ুন
www.buffalobangla.com

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

বাজেটে যেসব বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া উচিত

ড. এবি মীর্জ্জা মো. আজিজুল ইসলাম

বাজেট হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট সময়ের আয়-ব্যয়ের খতিয়ান। কীভাবে অর্থ আয় হবে এবং কীভাবে কোন খাতে কত পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হবে তার একটি সম্ভাব্য খতিয়ানই হচ্ছে বাজেট। সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে প্রতিটি দেশই চায় কীভাবে সর্বাধিক জনকল্যাণ নিশ্চিত করা যায়। বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। কিন্তু তারা বাজেট প্রণয়নের সময় বিভিন্ন রকম চাপের সম্মুখীন হয়। অনেক সময় তারা সে চাপের সামনে নতি স্বীকার করে। ফলে বাজেট থেকে যে কাঙ্ক্ষিত সুফল পাওয়ার কথা, তা অনেক সময়ই পাওয়া যায় না।

বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে সমস্যার বিষয়ে প্রথমেই উল্লেখ করতে চাই বাংলাদেশের কর-জিডিপি রেশিও'র বিষয়টি। দেশে জিডিপির তুলনায় কর আদায়ের যে হার তা তুলনামূলকভাবে অনেক কম। পৃথিবীর যেসব দেশের কর-জিডিপি রেশিও সবচেয়ে কম, বাংলাদেশ তাদের মধ্যে অন্যতম। নানাভাবে কর আদায়ের হার বাড়ানোর কথা বলা হলেও এক্ষেত্রে তেমন কোনো সাফল্য অর্জিত হচ্ছে না। গত অর্থবছরে দেশের কর-জিডিপি রেশিও ছিল ৭ দশমিক ৫৯ শতাংশ। অর্থাৎ দেশের জিডিপির যে আকার সে তুলনায় কর আদায় হচ্ছে মাত্র ৭ দশমিক ৫৯ শতাংশ। বিশ্বের খুব কম দেশেই এত স্বল্প পরিমাণ কর আদায় হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কর আদায়ের হার বাড়ছে না, বরং আরও কমছে। এটি খুবই উদ্বেগজনক একটি বিষয়।

রাজস্ব খাতে ব্যর্থতার কারণে বাজেটে যেসব খাতে বরাদ্দ বাড়ানো প্রয়োজন, সেখানে ব্যয় বাড়ানো যাচ্ছে না। দেশে বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক অবস্থায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তা ইত্যাদি খাতে বরাদ্দ বাড়ানো প্রয়োজন; কিন্তু আর্থিক স্বল্পতার কারণে আমরা এসব খাতে বাজেটে বরাদ্দের পরিমাণ কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় বাড়াতে পারছি না। অথচ এসব খাতে ব্যয় বরাদ্দ বাড়ানোর বিষয়টি তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে।

বাজেট ঘাটতির হার একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আমরা রাখতে চাই। বাজেট ঘাটতির পরিমাণ জিডিপির ৫ থেকে সাড়ে ৫ শতাংশের মধ্যে রাখতে চাই। কাজেই আমাদের বাজেট ব্যয়ের মাত্রা সীমিত করতে হয়। বাজেট সীমিত রাখার কারণে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সামাজিক সুরক্ষা ইত্যাদি খাতই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাজেটে বিভিন্ন খাতে নানা রকম কর অবকাশ দেওয়া হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কর মওকুফ সুবিধা দেওয়া হয়। অনেক ক্ষেত্রে করের মাত্রা কমানো হয়। কর অবকাশ বা কমানো হয় মূলত বিনিয়োগের উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করতে বা বিনিয়োগকে আরও সহজীকরণের উদ্দেশ্যে। কিন্তু এসব উদ্যোগের ফলে দেশে বিনিয়োগের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ছে না। বিভিন্নভাবে কর অবকাশ এবং কর কমানোর ফলে সরকার রাজস্বপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য যেসব পূর্বশর্ত রয়েছে, তা পরিপালনে আমরা সম্পূর্ণ ব্যর্থ না হলেও অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। বিশ্বব্যাংকের ইজ অব ডুয়িং বিজনেস এবং করপোরেট গভর্ন্যান্স সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান একেবারেই নিচের দিকে। সর্বশেষ ইজ অব ডুয়িং সূচকে ১৯০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১৬৯তম। ২০১৯ সালের পর ইজ অব ডুয়িং বিজনসে সূচক প্রকাশ বন্ধ রাখা হয়েছে। করপোরেট গভর্ন্যান্সে যেসব সূচক আছে তার প্রতিটিতেই বাংলাদেশের অবস্থান অত্যন্ত দুর্বল। বাংলাদেশ সর্বনিম্ন ২৫ বা ৩০ শতাংশ দেশের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ অন্তত ৭০ শতাংশ দেশ আমাদের চেয়ে ভালো অবস্থানে রয়েছে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগের কার্যকর ও উপযোগী পরিবেশ আমরা এখনো নিশ্চিত করতে পারিনি।

দেশে সাম্প্রতিক সময়ে অবকাঠামো খাতে কিছুটা উন্নতি হচ্ছে। কিন্তু সেখানেও যথেষ্ট দুর্বলতা আছে। আমাদের দেশে অবকাঠামোগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যয়ের হার তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। অধিকাংশ অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্প নির্ধারিত সময়ে এবং বরাদ্দকৃত ব্যয়ের মাধ্যমে সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা এখনো বিদ্যমান। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সমঝোতার পরিবেশ লক্ষ করা যাচ্ছে না। এ বছরের শেষের দিকে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। এবারের নির্বাচন অত্যন্ত জটিল ও কঠিন হবে বলেই মনে হচ্ছে। নির্বাচন ভালোভাবে



অনুষ্ঠানের জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সমঝোতার পরিবেশ প্রয়োজন। কিন্তু এখনো সে রকম কোনো কিছুর আভাস পাওয়া যাচ্ছে না। রাজনৈতিক সংঘাত এবং বৈরী পরিবেশ বিনিয়োগের জন্য মোটেও অনুকূল নয়। অনেকদিন ধরেই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক ধরনের অনিশ্চয়তা বিরাজ করছে। বিদেশি বিনিয়োগকারীরা সংঘাতময় রাজনৈতিক পরিবেশে কোনো দেশে বিনিয়োগের জন্য আগ্রহী হয় না। এমনকি স্থানীয় বিনিয়োগকারীরাও বৈরী রাজনৈতিক পরিবেশে বিনিয়োগে আগ্রহী হয় না। তাই বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য আমাদের রাজনৈতিক পরিবেশ উন্নত ও অনুকূল করতে হবে।

ব্যাংকিং সেক্টর হচ্ছে একটি দেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি। এ সেক্টরও ঠিকভাবে কাজ করছে না। ব্যাংক খাত নানা সমস্যায় জর্জরিত। সাম্প্রতিক সময়ে দেখা যাচ্ছে, ব্যক্তি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি কমে যাচ্ছে। ব্যাংক খাতে আমানতের প্রবৃদ্ধি আগের চেয়ে অনেক কমে গেছে। ব্যাংকবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে ব্যাংকের বিনিয়োগযোগ্য আমানতের পরিমাণ ক্রমেই কমে যাচ্ছে। ব্যাংক যদি পর্যাপ্ত পরিমাণ আমানত না পায়, তাহলে বিনিয়োগ করবে কীভাবে? ব্যাংক উদ্যোক্তাদের চাহিদামতো অর্থায়ন করতে পারছে না। দেশের স্টক মার্কেট এখনো সেভাবে বিকশিত হয়নি। উদ্যোক্তারা তাদের প্রয়োজনীয় অর্থের জন্য ব্যাংকের কাছেই ধরনা দেন। স্টক মার্কেট যদি সঠিকভাবে বিকশিত হতে পারত, তাহলে উদ্যোক্তাদের অর্থায়ন সংগ্রহের জন্য ব্যাংকনির্ভরতা কমে যেত। ব্যাংক খাতে অন্যান্য জটিল সমস্যাও রয়েছে। কয়েকটি ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যাংকে সাম্প্রতিক সময়ে দুর্নীতি আর অর্থ আত্মসাতের ঘটনা ঘটছে। এসব ঘটনা ব্যাংক খাত সম্পর্কে আমানতকারীদের মধ্যে কিছুটা হলেও আস্থার সংকট সৃষ্টি করেছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাংক খাত নিয়ে নানা ধরনের গুজব ছড়ানো হচ্ছে। এটি আমানতকারীদের মাঝে ভুল বার্তা দিচ্ছে।

ব্যাংক খাতের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে নন-পারফর্মিং লোনের (এনপিএল) ব্যাপক উপস্থিতি। নানাভাবে চেষ্টা করেও খেলাপি ঋণের পরিমাণ কমানো যাচ্ছে না। বরং তা ক্রমেই বাড়ছে। বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে খেলাপি ঋণের যে হিসাব প্রদর্শন করা হচ্ছে, তা বাস্তবসম্মত ও বস্তুনিষ্ঠ নয়। বাংলাদেশ ব্যাংক মামলাধীন প্রকল্পের কাছে পাওনা ঋণ, অবলোপনকৃত প্রকল্পের কাছে পাওনা ঋণ এবং পুনঃতফসিলিকৃত ঋণের হিসাব বাদ দিয়ে খেলাপি ঋণের পরিমাণ নির্ধারণ করছে। এটি কোনোভাবেই যৌক্তিক নয়। আইএমএফ এবং এ ধরনের সংস্থাগুলো বলছে, বাংলাদেশ ব্যাংক খেলাপি ঋণের যে পরিমাণ প্রদর্শন করে, প্রকৃত খেলাপি ঋণ তার দ্বিগুণেরও বেশি। খেলাপি ঋণের পরিমাণ কৃত্রিমভাবে কমিয়ে দেখানো হচ্ছে; কিন্তু কিস্তি আদায়ের মাধ্যমে খেলাপি ঋণ কমানোর কোনো উদ্যোগই সফল হচ্ছে না। ঋণ গ্রহণের সময় আবেদনকারী যে সম্পদ বন্ধক প্রদান করে, তা বিক্রি করে অর্থ আদায়ের তেমন কোনো উদ্যোগ পরিলক্ষিত হচ্ছে না। যে সম্পদ বন্ধক দেওয়া হয়, অধিকাংশ সময়ই তার অতিমূল্যায়ন করা হয়। ফলে এসব সম্পদ ব্যাংক বিক্রি করতে গেলে উপযুক্ত মূল্য পায় না। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, ব্যাংকের স্পন্সর এবং ব্যাংক কর্মকর্তাদের মাঝে এক ধরনের সমঝোতা লক্ষ করা যায়। তারা ব্যাংকিং সেক্টরের স্বাভাবিক কার্যক্রমকে বিঘ্নিত করছেন। তারা পরস্পর যোগসাজশের মাধ্যমে ব্যাংক ঋণ নিয়ে যাচ্ছেন। এ ঋণের অর্থ ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করা হচ্ছে। ফলে এসব ঋণের অর্থ ব্যাংক চাইলেও পরে আদায় করতে পারছে না। এদের কারণে প্রকৃত উদ্যোক্তারা ব্যাংক ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়ছেন।

আমি সর্বশেষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অর্থ উপদেষ্টা হিসাবে দুই অর্থবছরের জাতীয় বাজেট প্রণয়নের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলাম। বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে আমি কোনো চাপের মধ্যে ছিলাম না। আমি অনেকটা স্বাধীনভাবেই বাজেট প্রণয়নের কাজটি সম্পন্ন করতে পেরেছি। কোনো মহল থেকেই আমার ওপর চাপ সৃষ্টি করা হয়নি। বাজেট প্রণয়ন বা অর্থনৈতিক নীতিমালা তৈরির ক্ষেত্রে আমাকে কোনো রকম চাপ না দেওয়ার একটি প্রধান কারণ হতে পারে এরকম যে, যিনি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন, তিনি আমার অনেক দিনের পুরোনো বন্ধু। আমরা ঢাকা কলেজে একইসঙ্গে পড়াশোনা করেছি। তারপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে একসঙ্গে পড়েছি এবং অর্থনীতি বিভাগে একসঙ্গে পড়িয়েছি। অর্থাৎ আমরা দুজনই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে শিক্ষকতা করেছি। সুতরাং তার সঙ্গে আমার চমৎকার সম্পর্ক ছিল। তিনি অর্থনীতির বিষয়গুলো ভালো বুঝতেন। কাজেই যে কোনো ইস্যুতে তাকে বোঝাতে আমার তেমন একটা বেগ পেতে হতো না। ফলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার পক্ষ থেকে আমার ওপর কোনো চাপ সৃষ্টি করা হয়নি। অন্য কোনো মহল থেকেও আমার ওপর কোনো চাপ সৃষ্টি করা হয়নি। আমি মোটামুটি স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালন করতে পেরেছি। আমি একটি বিষয়ে দৃঢ় অঙ্গীকারবদ্ধ ছিলাম যে, আমি যদি বিবেকের ওপর দায়বদ্ধ হয়ে দেশের স্বার্থে কাজ না করতে পারি, তাহলে দায়িত্ব ত্যাগ করব। প্রধান উপদেষ্টা আমার এ মনোভাবের কথা জানতেন আর আমার জীবনে দায়িত্ব ত্যাগের এমন দৃষ্টান্ত রয়েছে। আমি ২০০৬ সালে সোনালী ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলাম। আমাকে কোনো একটি বিষয়ে চাপ প্রয়োগ করা হয়েছিল; কিন্তু কাজটি করা আমি সংগত মনে করিনি। তাই পদত্যাগ করেছিলাম।

আগামী অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে যেসব লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হচ্ছে বলে পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, তা বিশ্লেষণ করার অবকাশ রয়েছে। প্রথমত, জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হচ্ছে ৭ দশমিক ৫ শতাংশ। জিডিপি প্রবৃদ্ধির এ লক্ষ্যমাত্রা আমার বিবেচনায় অতি উচ্চাভিলাষী মনে হয়। ইতোমধ্যেই বিশ্বব্যাংক এবং এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) জিডিপি প্রবৃদ্ধির প্রক্ষেপণ করেছে। এর মধ্যে বিশ্বব্যাংক বলেছে, জিডিপি প্রবৃদ্ধি হতে পারে ৫ দশমিক ২ শতাংশ। আর এডিবি বলেছে, জিডিপি প্রবৃদ্ধি হতে পারে ৫ দশমিক ৩ শতাংশ। বিশ্বব্যাংক ও এডিবি বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি নিয়ে যে প্রক্ষেপণ করেছে, আমার কাছে সেটাই বেশি বাস্তবসম্মত বলে মনে হয়; কারণ এখন পর্যন্ত বৈশ্বিক পরিস্থিতি খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ চলছেই। এ কারণে সাপ্লাই ডিজরাপশন চলছে। উন্নত দেশগুলোর অনেকগুলোই আর্থিক মন্দার কবলে পতিত হওয়ার পর্যায়ে রয়েছে। উন্নত দেশগুলোর চাহিদা সংকুচিত হবে। এটি আমাদের রপ্তানি খাতের ওপর আঘাত হানবে। রেমিট্যান্স পরিস্থিতিও খুব একটি সন্তোষজনক নয়। শ্রমিক রপ্তানির সংখ্যা অনেক বেড়েছে, কিন্তু রেমিট্যান্স প্রেরণের পরিমাণ সে তুলনায় বৃদ্ধি পায়নি। সব মিলে এ মুহূর্তে সাড়ে ৭ শতাংশ হারে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন আমার বিবেচনায় অসম্ভব বলেই মনে হয়।

মূল্যস্ফীতির হার ৬ শতাংশে সীমিত রাখার কথা বলা হয়েছে। এটিও অর্জন করা বেশ কঠিন হবে। কারণ মার্চে সার্বিক মূল্যস্ফীতি ছিল ৯ দশমিক ৩৩ শতাংশ। উৎপাদনের ক্ষেত্রে অনেক কিছুর জন্য আমাদের আমদানির ওপর নির্ভর করতে হয়। প্রতিবছর আমরা যে বিপুল পরিমাণ পণ্য বিদেশ থেকে আমদানি করি, তার বেশিরভাগই শিল্পে ব্যবহার্য কাঁচামাল, ক্যাপিটাল মেশিনারিজ ও মধ্যবর্তী পণ্য। নিকট ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক বাজারে এসব পণ্যের মূল্য কমবে বলে মনে হয় না। কাজেই মূল্যস্ফীতি কমানো বেশ কঠিন হবে। দ্বিতীয়ত, সরকারের যে রাজস্ব আহরণ, বিশেষ করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের যে ট্যাক্স কালেকশন, যা মোট রাজস্ব আহরণের প্রায় ৮০ শতাংশ, সেখানে লক্ষ্য পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে সরকার ব্যাংক থেকে বর্ধিত মাত্রায় ঋণ গ্রহণ করছে। সরকার ব্যাংক থেকে বেশি মাত্রায় ঋণ গ্রহণ করলে অভ্যন্তরীণ বাজারে টাকার সরবরাহ অনেক বেড়ে যায়। এটিও মূল্যস্ফীতিকে উসকে দেবে। (অনুলিখন : এমএ খালেক)

লেখক: অর্থনীতিবিদ; সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অর্থ উপদেষ্টা

'রাত পোহাবার কত দেরি পাঞ্জেরি?'

ড. হাসনান আহমেদ

(১৩ পাতার পর)

পিঁপড়েয় খায়, কুপথে উড়ে যায়', 'বেগমপাড়া গড়া'র কাজে ব্যয় হয়। এসবই আমাদের নিখাদ বাস্তবতা।

এদেশের মৌলভি-মাওলানারা সোজাসাপটা পথে কামিয়াবি হাসিল করতে চায়। বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা আর সোজাসাপটা নেই। উৎপাদনব্যবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পব্যবস্থা, অর্থনীতি, জীবনযাপন জটিল অবস্থা ধারণ করেছে। প্রবলেম সলভিং অ্যাবিলিটি অর্জন করতে হবে, অ্যানালাইটিক্যাল অ্যাবিলিটি অর্জন করতে হবে; বিজ্ঞান পড়তে হবে, শিখতে হবে, টেকনোলোজি শিখতে হবে; মঙ্গলগ্রহে যাওয়ার সক্ষমতা অর্জন করতে হবে। কুরআন-হাদিসের পাশাপাশি বিজ্ঞান-ব্যবসায় শিক্ষাসহ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। ইসলামি অর্থনীতি বুঝতে হবে। লাখ লাখ অবুঝ শিশু মাদ্রাসায় পড়ছে। প্রত্যেকের মধ্যে অবিকশিত সম্ভাবনা রয়ে গেছে। আমরা লাখ লাখ অপ্রস্ফুটিত গোলাপকে প্রস্ফুটিত হওয়ার সুযোগ না দিয়ে কুঁড়িতেই পোকায় খাইয়ে দিচ্ছি। এটাও এক ধরনের অপরাধ। মাদ্রাসার শিক্ষকরা আল্লাহর কাছে এ অপরাধের জন্য কী জবাব দেবেন? এটা সরকারেরও দায়িত্ব। কোমলমতি এ শিশু-কিশোরদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। তারা নিশ্চয় সৎ ও কর্মে নিষ্ঠাবান হবে। তাদের পরিকল্পিতভাবে শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠার ভার দিতে হবে। তাদেরকে অফিস ও শিল্প-প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় দক্ষ করে তুলতে হবে। এদেশের নব্বইভাগ জনগোষ্ঠীই মুসলমান। এদেশের উৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি হলে মুসলমানরাই লাভবান হবে, গরিবানা হাল দূরীভূত হবে। মুসলমানরাই দানের মাধ্যমে পরকালের কল্যাণ সুনিশ্চিত করতে পারবে। অনৈক্য ও দুর্দশা লাঘব হবে। মৌলভি-মাওলানারা তখন দান গ্রহণের পরিবর্তে দান করার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারবেন। ছোটবেলায় পাঠ্যবইতে পড়া 'নবির শিক্ষা করো না ভিক্ষা মেহনত করো সবে' নীতিকে বাস্তবায়ন করতে হবে।

এজন্য সম্মানিত মৌলভি-মাওলানাদেরই এগিয়ে আসতে হবে। তাদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। ইসলামের জীবনবিধান, মর্মবাণী জনে জনে বোঝাতে হবে। কুরআন ও হাদিসের পরতে পরতে মুসলমানদের শিক্ষাব্যবস্থা ও চিন্তা-চেতনায় দুনিয়াদারির কর্ম ও সেবার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের যে ধর্মদর্শন প্রতিষ্ঠিত, আমরা ত্রয়োদশ শতাব্দীর পর সেখান থেকে ক্রমেই সরে এসেছি। আমরা কাজে-কর্মে পরকালকেই একমাত্র গুরুত্ব দিতে গিয়ে নিজেদের কর্মহীন জিন্দা-লাশের পর্যায়ে নিয়ে গেছি। 'শিক্ষা', 'দীন', 'আলেম', 'ইবাদত', 'কর্মের বিবরণ (আমলনামা)' 'মাদ্রাসা শিক্ষা' ইত্যাদি শব্দের ভিন্ন অথবা আংশিক ব্যাখ্যা দিয়ে চলেছি। তাই সাধারণ মানুষের অনেকেই জীবনবিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। দুনিয়ার সৎকর্ম না থাকলে যে পরকালের কল্যাণ থাকে না, সৃষ্ট জীব ও সৃষ্টির সেবা না থাকলে যে দুনিয়া সৃষ্টি বৃথা হয়ে যায়-এসব কথা আমরা ভুলেও চিন্তা করি না। ফলে মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ, শিক্ষা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও সক্ষমতা বিলীন হতে চলেছে। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ভুলগুলো চলতে থাকলে আগামি আনুমানিক বিশ বছরের মধ্যে মুসলমানদের অবস্থা আরও সঙ্গিন, নির্জীব ও দুর্দশাগ্রস্ত রূপ ধারণ করবে। তখন আমি থাকবো না জানি। পরিবেশ এত বিরুদ্ধ হয়ে উঠবে যে, আমার মতো কেউ এমন লেখা লিখতেও পরিবেশ পাবে না। সবই আমাদের কর্মফল। আমরা নিজের দিকে নিজে তাকিয়ে দেখি না। আয়নায় নিজের মুখটা দেখে নিজের বিশ্লেষণ করতে বড্ড ভয় পাই। 'চেরাগের গোড়ায় অন্ধকার' রয়ে যায়। অন্যের দোষ অন্বেষণ করি, তাই নিজেদের মধ্যে অনৈক্য বাড়ে। এগুলো আমাদের স্বভাবের বহিঃপ্রকাশ। তবে আমরা যেন কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বভাবের দায় ইসলামি জীবনব্যবস্থার ওপর না চাপাই, এটা অন্যায় হবে। অথচ বর্তমান যুগে তাই-ই হচ্ছে। যদি প্রশ্ন করি, এগুলো কীসের আলামত? কুরআন ও হাদিসে তো সুনির্দিষ্টভাবে সঠিক পথের কথা বিস্তারিত ও লিখিতভাবে উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে। তারপরও এহেন অবস্থা হলো কেন? শুধু অনৈক্যের কারণে নয়; যুগোপযোগী শিক্ষার অভাব, কূপমণ্ডূকতা, কুশিক্ষা, গরিব-মিসকিনে পর্যবসিত হওয়া ইত্যাদি কারণে মুসলমান জাতি 'এক দিশেহারা অথর্ব জাতিতে পরিণত হয়েছে।'

অতীতের ভুলগুলোকে শুধরে নিতে হবে। ইসলাম একটি 'পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা', কোনো রাজনীতি নয়; রাজনীতি জীবনব্যবস্থার একটা অংশ মাত্র। নিজেদের চিন্তাধারায় ব্যাপক পরিবর্তন আনতে হবে, রাজনীতি (ওটা রাজা হওয়ার নীতি) থেকে দূরে থাকতে হবে, কর্মবিমুখ শিক্ষা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, শিক্ষাব্যবস্থায় ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মুসলমানদের কর্মপদ্ধতি ও নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে। আল্লাহর ওপর ভর করে দুহাত পকেটে গুজে অলস দিন পার করলে চলবে না। মাথাটাকে কাজে লাগাতে হবে, কর্মঠ হাত দুটো পকেট থেকে বের করে কর্মের জন্য প্রসারিত করতে হবে। শিক্ষা ও কর্মের মাধ্যমে আল্লাহর জিকির (স্মরণ) করতে হবে। ইসলামে সম্পদের জিম্মাদার হওয়ার ক্ষেত্রে তো কোনো বাধা দেওয়া হয়নি, ব্যবসা করতেও কোনো বাধা নেই। বড় ব্যবসায়ী ও শিল্পোদ্যোক্তা হলে দোষ কী? নিজের রুজি ছাড়াও অন্যের রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা করে প্রভূত কল্যাণের ভাগিদার হওয়া যায়। মুসলমানদের মূলত তিনটি কাজ করতে হবে : ১. জীবনমুখী শিক্ষা; ২. কর্মমুখী শিক্ষা; ও ৩. মুসলমানিত্বের বৈশিষ্ট্য-সঞ্চারক শিক্ষা। এ তিনটি শিক্ষার বাস্তবায়নের পথে কী কী বাধা আছে, তাও জানি। এ বাধা কোনো বাধা নয়। বাধা অতিক্রমের জন্য ইচ্ছাশক্তিই যথেষ্ট। একমাত্র এই তিনটি শিক্ষা মুসলমানদের পুনরুজ্জীবিত করতে পারে। নইলে বিশ্বময় মুসলমানদের অন্যের গলগ্রহ হয়ে অন্যের অনুগ্রহে দুর্দশাগ্রস্ত জাতি হিসাবে টিকে থাকতে হবে। পরিবেশ-পরিস্থিতি ক্রমেই ভয়াবহ হবে। এ বোধ আমাদের সম্মানিত মৌলভি-মাওলানাদের মধ্যে জাগ্রত হতে হবে।

অতীত নিয়ে বেশি আলোচনা না করে ভবিষ্যৎকে সামনে রেখে নিজেদের নেওয়া সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে হবে। সব বিষয়ে একমত হওয়া যাবে কিনা, জানি না। যুগোপযোগী শিক্ষা না থাকলে, একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করতে না পারলে ঐকমত্যে পৌঁছানো কখনোই সম্ভব হবে না। বিশেষ করে শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারে একমত হতেই হবে। মুসলমানদের উন্নতির ভিত নিশ্চিতভাবে এখানেই লুকিয়ে আছে। উন্নতি মানে মন-মানসিকতার পজিটিভ পরিবর্তন। সেখানে আবেগ, গোঁড়ামি ও অজ্ঞতাকে কোনোরকম প্রশ্রয় দিলেই পশ্চাৎপদ মুসলিম জনগোষ্ঠী ক্রমেই বিলীন হওয়ার পথে চলে যাবে।

লেখক: অধ্যাপক, ইউআইইউ; গবেষক ও শিক্ষাবিদ; প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ






অধ্যাপক দেলোয়ার-বাদল নেতৃত্বাধীন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সভা

বিশ্বব্যাংকের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বিএনপি নেতা অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন ও আখতার হোসেন বাদল নেতৃত্বাধীন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র এক সভায় তাদের ভাষায় 'রাতের ভোটে নির্বাচিত শেখ হাসিনা সরকারের পতন না হওয়া পর্যন্ত এক দফার আন্দোলনের অঙ্গীকার'-এর পাশাপাশি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে আগামী নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবী জানানো হয়েছে। এছাড়াও সভায় বিশ্বব্যাংককে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আগমনের প্রতিবাদে সোমবার (১ মে) সকালে বিশ্বব্যাংকের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশের ঘোষণা করা হয়েছে। সভায় আগামী ৩০ মে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের শাহাদৎ বার্ষিকী পালনের সিদ্ধান্ত এবং নিউইয়র্ক সিটি বিএনপির নতুন কমিটি গঠন করা হয়। খবর ইউএনএ'র।

নিউইয়র্ক সিটির ব্রুকলীনের মধুবন রেষ্টুরেন্টে বুধবার সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক সিনিয়র সহ সভাপতি অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন এবং প্রধান বক্তা ছিলেন দলের সাবেক যুগ্ম সম্পাদক ও মূলধারার রাজনীতক, ব্যবসায়ী আখতার হোসেন বাদল। সভা পরিচালনা করেন নিউইয়র্ক ষ্টেট বিএনপির সভাপতি সালেহ আহমদ মানিক। সভায় উল্লেখযোগ্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে মোহাম্মদ হোসেন কচি, ওমর ফারুক, মহিন আহমেদ, আব্দুল মাবুদ সম্রাট, মাহবুবুর রহমান, আব্দুর রহমান, সোহেল হোসেন, আশরাফুল হাসান, ইকবাল হোসেন, নাজমুল হাসান নিপুন, ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, মোশাররফ হোসেন, এইচ এম মনির, মোহাম্মদ হাসান কবীর রিপন, মোহাম্মদ ইউনুস, জাকারিয়া পিন্টু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় আগামী ৩০ মে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক, বিএনপি'র প্রতিষ্ঠাতা, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের (বীর উত্তম) শাহাদৎ বার্ষিকী পালনের সিদ্ধান্ত হয়।

সভায় পুনরায় গঠিত নিউইয়র্ক সিটি বিএনপি'র সভাপতি হিসেবে মোহাম্মদ ফারুক-কে সভাপতি, মাহবুবুর রহমানকে সিনিয়র সহ সভাপতি, ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ-কে সাধারণ সম্পাদক ও আব্দুল মাবুদ সম্রাট-কে সাংগঠনিক সম্পাদক করে সর্বসম্মতিক্রমে কমিটি ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীতে আলোচনার মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হবে বলে সভায় জানানো হয়।

সভায় অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন বলেন, আওয়ামী লীগ অগণতান্ত্রিক ফ্যাসিস্ট সরকার। ভোটার বিহীন নির্বাচনে বিজয়ের দাবীদার এই সরকারের অধীনে আমরা কোন নির্বাচন চাই না। নির্বাচন হতে হবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে। তিনি বলেন, আমাদের নেতা তারেক রহমান। তার নেতৃত্বেই দেশ ও প্রবাসের তৃণমূল পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা আন্দোলনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। সেই আন্দোলনের অংশ হিসেবে আগামী ১ মে বিশ্বব্যাংকের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশের মাধ্যমে শেখ হাসিনাকে শেষ বিদায় জানাতে চাই।

আখতার হোসেন বাদল বলেন, আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি বলেই সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় দলের জন্য কাজ করছি। আমাদের নেতা খালেদা জিয়া আর তারেক রহমান। এখন পদ-পদবী বা যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র কমিটি বড় কথা নয়, আমাদের এখন একটিই দাবী শেখ হাসিনার সরকারের পদত্যাগ ও তত্ত্বধায়ক সরকারের অধীনে সুষ্ঠু, অবাধ আর নিরপেক্ষ নির্বাচন। তিনি বলেন, রাজনীতির শুরু থেকেই জিয়ার আদর্শে বিএনপি করছি। আজীবন বিএনপি'র রাজনীতিই করবো। তিনি পদ-পদবী আর কমিটি নিয়ে হতাশ বা বিভ্রান্ত না হয়ে ঐক্যবদ্ধ থাকার জন্য দলীয় নেতা-কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান।

বিশেষ দোয়া মোনাজাতের মধ্য দিয়ে সভার সমাপ্তি ঘটে। এতে দোয়া পরিচালনা করেন মওলানা আবুল কালাম। দোয়া মোনাজাতে শহীদ জিয়ার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত, দেশ ও জাতির মঙ্গল এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের সুস্থ্যতা কামনা করা হয়।

সর্বোচ্চ রাষ্ট্রাচারে আবদুল হামিদের রাজসিক বিদায়

বাসস: বর্ণাঢ্য রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদকে বিদায় জানাল বঙ্গভবন। দেশের ৫২ বছরের ইতিহাসে আর কোনো রাষ্ট্রপতির জন্য সর্বোচ্চ রাষ্ট্রাচারে এমন বিদায় অনুষ্ঠান হয়নি। কারণ, দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে আগে এমন অনুষ্ঠান করার মতো মসৃণ পরিবেশও ছিল না। আবদুল হামিদ বাংলাদেশের একমাত্র ব্যক্তি, যিনি টানা দুই মেয়াদে ১০ বছর ৪১ দিন রাষ্ট্রপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

বিদায়ি অনুষ্ঠানের আগে আবদুল হামিদ সাংবাদিকদের বলেন, রাজনীতিবিদদেরকে দেশের মানুষকে ভালোবেসে রাজনীতি করা উচিত। তাহলেই রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন আসবে। তিনি বলেন, দেশের মানুষকে ভালোবেসেই তিনি সারা জীবন রাজনীতি করে গেছেন। মানুষের ভালোবাসায় তিনি সিক্ত হয়েছেন।

নিজেকে উপমহাদেশের রেকর্ড সৃষ্টিকারী রাষ্ট্রপতি উলেখ করে তিনি জানান, টানা দুই মেয়াদে ১০ বছর মানুষের ভালোবাসায় তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়াও ভারপ্রাপ্ত এবং চলতি দায়িত্ব হিসাবে আরও ৪১ দিন তিনি রাষ্ট্রপতির দায়িত্বে ছিলেন।

আবদুল হামিদ জানান, দেশের মানুষ আমাকে সর্বোচ্চ সম্মান দিয়েছেন। মানুষের সেই সম্মান তিনি অটুট রাখতে চান। তিনি অবসর জীবন বই পড়ে এবং লেখালেখি করে কাটাবেন। তবে নতুন করে আর কোনো রাজনীতিতে জড়াবেন না।

এদিকে নতুন রাষ্ট্রপতির শপথ অনুষ্ঠানের পর আবদুল হামিদ তার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে নিকুঞ্জে নিজ বাসভবনে চলে যান। এখন থেকে সেখানেই থাকবেন তিনি। আবদুল হামিদকে বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনীর (এসএসএফ) তত্ত্বাবধানে একটি মোটর শোভাযাত্রায় তার নিকুঞ্জের বাসায় নিয়ে যাওয়া হয়।

এর আগে প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্টের (পিজিআর) একটি চৌকশ দল বিদায়ি রাষ্ট্রপতিকে 'গার্ড অব অনার' প্রদান করে। বিদায় অনুষ্ঠানে সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর একটি ব্যান্ড দল অংশ নেয়। দুই দলে বিভক্ত বঙ্গভবনের কর্মকর্তারা গাড়ির দুই পাশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন। বঙ্গভবনের প্রধান ফটক থেকে বাইরের গেটের ফোয়ারা পর্যন্ত খোলা জিপে ফুলের পাপড়ি ছিটিয়ে আবদুল হামিদকে বিদায় জানান তারা। সেখান থেকে বেলা ১টা ৪৫ মিনিটে তাকে শেষবারের মতো মোটর শোভাযাত্রার মাধ্যমে নিকুঞ্জের বাসভবনে নিয়ে যাওয়া হয়।



বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ারের ৺বীণ রাজনীতিবিদ আবদুল হামিদ ৺থমবারের মতো রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন ২০১৩ সালের ১৪ মার্চ। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি মো. জিল্লুর রহমান তখন সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তার মৃত্যুর পর ওই বছরের ২০ মার্চ তিনি ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হন। এপ্রিলে তিনি ২০তম রাষ্ট্রপতি হিসাবে শপথ নেন। ২০১৮ সালের ২৪ এপ্রিল তিনি দ্বিতীয় মেয়াদে দেশের ২১তম রাষ্ট্রপতি হিসাবে শপথ নেন।

আবদুল হামিদ ১৯৪৪ সালের ১ জানুয়ারী কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলার কামালপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫৯ সালে তৎকালীন ছাত্রফ্রন্ট ছাত্রলীগে যোগদানের মাধ্যমে তার রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়। ১৯৬৯ সালের শেষদিকে তিনি আওয়ামী লীগে যোগ দেন। আবদুল হামিদ নবম জাতীয় সংসদে স্পিকার নির্বাচিত হন এবং ২০০৯ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন।

প্রবীণ রাজনীতিবিদ ও সংসদ-সদস্য আবদুল হামিদ এর আগে ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে সাতবার সংসদ-সদস্য (এমপি) নির্বাচিত হন। সোমবার দুপুরের পর থেকে আবদুল হামিদ ও তার পরিবার তাদের নাগরিক জীবনে ফিরে গেলেন।

আজ মহান

(প্রথম পাতার পর)

পালন করা হয়। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও গুরুত্বের সঙ্গে দিবসটি পালন করা হচ্ছে। এ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশে আজ সরকারি ছুটি। এবারের মে দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় 'শ্রমিক-মালিক ঐক্য গড়ি, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলি।' মহান মে দিবস উপলক্ষ্যে পৃথক বাণী দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

মে দিবসে বাংলাদেশসহ বিশ্বের সব শ্রমজীবী মানুষকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন বলেন, আর্থসামাজিক উন্নয়নে বিশ্বব্যাপী শ্রমজীবী মানুষের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিল্প ও শ্রমবান্ধব বর্তমান সরকার শ্রমিকের সার্বিক কল্যাণসাধন ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। তিনি বলেন, ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে উন্নত কর্মপরিবেশ, শ্রমিক-মালিক সুসম্পর্ক, শ্রমিকের পেশাগত নিরাপত্তা ও সুস্থতাসহ সার্বিক অধিকার নিশ্চিতকরণের কোনো বিকল্প নেই।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাণীতে বলেছেন, মালিক-শ্রমিকের মধ্যে সৌহার্দ ও সুসম্পর্ক বজায় রাখার মাধ্যমে নিরাপদ কর্মপরিবেশ, সামাজিক নিরাপত্তা ও শ্রমিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ শ্রম আইন যুগোপযোগী ও আধুনিকায়ন করে 'বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন-২০১৮' প্রণয়ন করা হয়েছে। তিনি বলেন, দেশের বিভিন্ন খাতে কর্মরত শ্রমিকদের কল্যাণ নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন গঠন করা হয়েছে। আমরা রপ্তানিমুখী গার্মেন্টস শিল্পে কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারীদের সার্বিক কল্যাণে আর্থিক সহায়তা প্রদানে একটি কেন্দ্রীয় তহবিল গঠন করেছি এবং সহযোগিতা অব্যাহত রেখেছি। সব সেক্টরে শ্রমিকদের বেতন-ভাতা বাড়ানো হয়েছে।'

১৮৮৬ সালের এই দিনে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের হে মার্কেটের শ্রমিকরা ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিতে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। ওই দিন তাদের আত্মত্যাগের মধ্যদিয়ে বিশ্বে শ্রমিক শ্রেণির অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শিকাগোর হে মার্কেটে দিনে ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিতে অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করতে গিয়ে কয়েকজন শ্রমিককে জীবন দিতে হয়। এরপর থেকে সারা বিশ্বে দিনটি 'মে দিবস' হিসাবে পালিত হয়ে আসছে।

এ উপলক্ষ্যে জাতীয় সংসদে বিরোধীদলীয় নেতা ও জাতীয় পার্টির প্রধান পৃষ্ঠপোষক রওশন এরশাদ, জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান ও বিরোধীদলীয় উপনেতা জিএম কাদেরসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং শ্রমিক সংগঠনগুলো মে দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছে। এসব বিবৃতিতে শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা নিশ্চিত করা এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

দিনের তাৎপর্য তুলে ধরে জাতীয় পত্রিকায় বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়েছে। বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার ও বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলো বিশেষ অনুষ্ঠান ও টকশো সম্প্রচার করছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আজ বেলা ১১টায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজন করা হয়েছে মে দিবসের মূল অনুষ্ঠান।

প্রার্থিতা নিয়ে আরিফুলের সিদ্ধান্ত তিন

(প্রথম পাতার পর)

মেয়র পদে কারা প্রার্থী হচ্ছেন তা এখনো পরিষ্কার নয়। বিশেষ করে বর্তমান মেয়র আরিফুল হক চৌধূরীকে নিয়েই যত প্রশ্ন। তিনি তার নিজ দল বিএনপিকে সামলাবেন, না নগরবাসীর প্রত্যাশার মূল্য দেবেন এটাই বড় প্রশ্ন।

বিগত দুই টার্মের মেয়র আরিফ সিদ্ধান্ত জানাতে সময় নিয়েছেন আরো তিন সপ্তাহ। অর্থাৎ আগামী ১৯ বা ২০ মে ঐতিহাসিক রেজিস্ট্রি মাঠের জনসভা করে আরিফুল হক প্রার্থীর বিষয়টি খোলাসা করবেন। অবস্থাদৃষ্টে সিসিক নির্বাচনের হাওয়া অনেকটা আটকে আছে আরিফুল হকের ঘোষণার মধ্যে।

এদিকে এত দিন কাউন্সিলর পদে নির্বাচন দলীয় নয় এমন কথাই ছিল। আর তাই এই পদে প্রার্থী হওয়ার জন্য তৎপর ছিলেন বিএনপির শতাধিক নেতাকর্মী। কিন্তু এখন সিটি করপোরেশন নির্বাচনে কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছে বিএনপি। এমন পরিস্থিতিতে বিপাকে পড়েছেন বিএনপির বর্তমান কাউন্সিলর এবং এ পদে নির্বাচন করতে আগ্রহীরা।

অন্যদিকে আওয়ামী লীগ প্রার্থী আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমে ব্যাপক জনসংযোগ চালিয়ে যাচ্ছেন। আরিফুল নির্বাচনে আসছেন কি না এখনো পরিষ্কার না হলেও মূলত তাকে 'টার্গেট' করেই তিনি মাঠে কাজ করছেন। তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা চান, ফাঁকা মাঠে গোল দিতে চান না। কিন্তু যেহেতু বিএনপি বর্তমান সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচনে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাই আরিফুল মুখ খুলছেন না। অন্যদিকে এই নির্বাচনে বাম দল, ইসলামিক দল ও জামায়াতে ইসলামীর আগ্রহ নেই। আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় জোটের শরিকদেরও নির্বাচন নিয়ে কোনো চিন্তা নেই। তবে ইসলামী আন্দোলনের এক নেতা বলেছেন, তারা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে আছেন। জাতীয় পার্টির তিন জনের মধ্যে নুরুল ইসলাম বাবুল প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন।

এদিকে দলের চাপ সত্ত্বেও বিএনপির অনেকেই শেষ পর্যন্ত প্রার্থী হতে পারেন বলে গুঞ্জন রয়েছে। বিএনপির সম্ভাব্য কাউন্সিলর প্রার্থীরা বলছেন, এই পদে দলীয় প্রতীকে নির্বাচন হয় না। তাই সমস্যা হওয়ার কথা নয়।

২০১৮ সালে সর্বশেষ নির্বাচনের সময় সিলেট সিটি করপোরেশনের ওয়ার্ড ছিল ২৭টি। ঐ নির্বাচনে ১ নম্বর ওয়ার্ডে সৈয়দ তৌফিকুল হাদী, ৪ নম্বর ওয়ার্ডে রেজাউল হাসান লোদী কয়েস, ৬ নম্বর ওয়ার্ডে ফরহাদ চৌধুরী শামীম, ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে নজরুল ইসলাম মুনিম, ১৮ নম্বর ওয়ার্ডে এ বি এম জিল্লুর রহমান উজ্জ্বল ও ২১ নম্বর ওয়ার্ডে আব্দুর রকিম তুহিত জয়ী হন। এছাড়া সংরক্ষিত ৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন সদ্য বিদায়ী সিলেট মহানগর বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির যুগ্ম-আহ্বায়ক রোকসানা বেগম। এই সাত জন ছাড়াও নগরের সাধারণ ও সংরক্ষিত ৫৬ ওয়ার্ডে বিএনপির শতাধিক নেতাকর্মী কাউন্সিলর প্রার্থী হতে ৎপরতা চালাচ্ছেন। ইতিমধ্যে নিজেদের ওয়ার্ডে ব্যানার, ফেস্টুন ও পোস্টারিংয়ের মাধ্যমে প্রার্থিতা জানান দিয়েছেন তারা।

প্রার্থিতার বিষয়ে এখনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি বলে জানিয়েছেন ৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর রেজাউল হাসান লোদী কয়েস এবং ৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ফরহাদ চৌধুরী শামীম। তারা দুই জনই সদ্য বিদায়ী মহানগর বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির যুগ্ম-আহ্বায়ক ছিলেন। কাউন্সিলর রেজাউল হাসান বলেন, আমি ২০ বছর ধরে এই এলাকার কাউন্সিলর। এলাকার সব দল-মতের মানুষ আমাকে ভালোবাসে। তারা এবারও আমাকে প্রার্থী হিসেবে চায়। আবার আমি আমার দলকেও ভালোবাসি। দলের সিদ্ধান্ত নির্বাচনে না যাওয়ার। ফলে কী করব বুঝতে পারছি না। উভয় সংকটে আছি। এবারও প্রার্থী হচ্ছেন বলে জানিয়েছেন বিএনপি নেতা ও ১৮ নম্বর ওয়ার্ডে এ বি এম জিল্লুর রহমান উজ্জ্বল। ২৫, ২৬ ও ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর রোকসানা বেগম শাহনাজ বলেন, এলাকার মানুষজন আমাকে প্রার্থী হওয়ার চাপ দিচ্ছেন। তাদের মতামতকে উপেক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব না।

বিএনপি নেতাদের প্রার্থী হওয়া প্রসঙ্গে সিলেট মহানগর বিএনপির সভাপতি নাসিম হোসাইন বলেন, 'বিএনপি এই সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচনেই যাবে না। আমরা এখন সরকার পতনের আন্দোলনে আছি। আমাদের প্রত্যাশা আরিফুল হকও সরকারের ফাঁদে পা দেবেন না, তবে কাউন্সিলর পদে বিএনপির দায়িত্বশীল কেউ প্রার্থী হবেন না বলে আমার বিশ্বাস।'

সিলেটে ফের আলোচনায় বাবরুল হোসেন বাবুল

এদিকে সিলেট সিটি করপোরেশনের আসন্ন নির্বাচনে নাটকীয়ভাবে প্রার্থী হয়ে যেতে পারেন বাবরুল হোসেন বাবুল। বীর মুক্তিযোদ্ধা বাবুল সিলেট পৌরসভার দু'বারের নির্বাচিত চেয়ারম্যান। সিলেট সদর উপজেলার নির্বাচিত চেয়ারম্যানও ছিলেন তিনি। বর্তমানে বাবুল নিউইয়র্কে অবস্থান করছেন। বাবুলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হাসান চৌধুরী মাসুম এটা নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, সিটি করপোরেশন নির্বাচনের গতি-প্রকৃতি পর্যালোচনা করে দেখছেন বাবুল। বর্তমান মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী নির্বাচন করবেন কি করবেন না- এ নিয়ে দোটানায় রয়েছেন। যদিও তার দল বিএনপি নির্বাচনে অংশ না নেয়ার সিদ্ধান্ত আগেই জানিয়ে দিয়েছে। এই পরিস্থিতি বাবুলকে অনেকটা উৎসাহিত করেছে। সিলেটের রাজনীতিতে এক সময়ের আলোচিত এই জনপ্রতিনিধি দীর্ঘদিন যাবৎ নীরব।

বন্ধু মাসুম চৌধুরী বললেন, নীরবতা ভেঙে বাবুল ফের সরব হবেন- এমন আভাস-ইঙ্গিতই পাওয়া যাচ্ছে।

কমলা আলোয় জ্বলছেন

(প্রথম পাতার পর)

যেমন রাতভর চকচক করে চাঁদ, তেমনি 'রানিং মেট' ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের হাসিমাখা ব্যক্তিত্ব, জনপ্রিয়তার আলোয় জ্বলজ্বল করছেন বাইডেন।

প্রথম মেয়াদে কতটা সফল সে হিসাব-নিকাশের চেয়েও বড় বাধা হয়ে দেখা দিয়েছে বাইডেনের বয়স। ভোটার বা রজনীতিকরাই শুধু নন-বাইডেনের প্রচারণা টিমও আশা করছে কমলা হ্যারিসের উপস্থিতিতে উচ্ছল হয়ে উঠবে প্রেসিডেন্ট বাইডেনের প্রচারণা। গতি ফিরে পাবে ডেমোক্র্যাটদের প্রচারশিবির।

পুনর্নির্বাচনে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়ে প্রকাশিত বাইডেনের ভিডিও ফুটেজেও সে দৃশ্য দেখেছে গোটা যুক্তরাষ্ট্র। ভিডিওতে হ্যারিসকেই দেখানো হয়েছে বারবার। ডেমোক্র্যাট শিবিরের আশা, বার্ধক্যজনিত কারণে ক্ষমতার মাঝপথেই যদি অক্ষম হয়ে পড়েন বাইডেন কিংবা বাইডেনের 'কিছু একটা' যদি হয়েই যায় তখন সরকারের হাল ধরবেন ৫৮ বছর বয়সি কমলা হ্যারিস। প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেবেন।

মঙ্গলবার পুনরায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনি দৌড়ে সওয়ার হওয়ার ঘোষণা দেন ৮০ বছর বয়সি প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। আর তার প্রচারণায় আটঘাট বেঁধে মাঠে নেমে পড়েছেন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস। সোজা কথায় বললে, বাইডেনকে 'কাঠের পুতুলের মতো' সামনে রেখে পেছন থেকে প্রচারণার মধ্যমণি হয়ে কাজ করছেন কমলা। জনগণও তাকেই চাইছেন।

২৩ মার্চ প্রকাশিত এনবিসি নিউজের এক জরিপে উঠে এসেছে, ৭০ শতাংশ মার্কিনিই দ্বিতীয়বার আর বাইডেনকে চান না। ৫১ শতাংশ ডেমোক্র্যাট মনে করেন, বাইডেনের নির্বাচন করা ঠিক হবে না। কারণ তার বয়স! বাইডেনের প্রার্থিতা ঘোষণার দিনই বিবিসির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশের বিমানীতিতে বয়স ও প্রত্যাশিত আয়ুবিষয়ক যে চার্ট যুক্তরাষ্ট্র অনুসরণ করে, তাতে ৮২ বছর বয়স্ক একজন মানুষ বড়জোর আর ৬.৭৭ বছর বাঁচার আশা করতে পারেন। পরবর্তী ১২ মাসের মধ্যে তার মৃত্যুর আশঙ্কা ৮ শতাংশ।

সে হিসাবে বাইডেন দ্বিতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ী হলে তার বয়স হবে ৮২। ২০২৯ সালের জানুয়ারিতে মেয়াদ শেষের সময় ৮৬। দূরের ভবিষ্যতের এসব সাত-পাঁচ ভেবেই প্রেসিডেন্টের নির্বাচনি প্রচারে হ্যারিসকে পাদপ্রদীপের আলোয় রাখছেন ডেমোক্র্যাটের নীতিনির্ধারকরা। বেশি বয়সে ক্ষুব্ধ ভোটারদের সান্ত্বনা দেওয়ার একটি নীরব কৌশল হতে পারে- বাইডেন নয়, ডেমোক্র্যাটের আসল প্রার্থী কমলা হ্যারিস! ১৯ বছর বয়সি এক শিক্ষার্থী নাউদিয়া থারম্যান হ্যারিস সম্পর্কে বলেন, আমি তাকে দেখার জন্য উন্মুখ হয়ে আছি! আমি আশা করি ২০২৪ সালের নির্বাচনি প্রচারে গর্ভপাত একটি প্রভাবশালী রাজনৈতিক হাতিয়ার হবে।

গত মঙ্গলবার বাইডেন তার পুনর্নির্বাচনের ঘোষণা দেওয়ার দিনেই হ্যারিস তাদের নির্বাচনি প্রচারণার মূল বিষয় হিসাবে গর্ভপাতের বিষয়টিকে তুলে ধরেন। ওয়াশিংটনের হাওয়ার্ড ইউনিভার্সিটিতে বক্তৃতায় কমলা হ্যারিস বলেন, আমি এখানে দাঁড়িয়েছি প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সাথে পুনরায় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য। এটি আবারও করতে পেরে আমি গর্বিত। সফলভাবে কাজটি শেষ করার জন্য আপনাদের সমর্থন আমাদের প্রয়োজন। এ ছাড়াও হ্যারিস বাইডেনের নির্বাচনি প্রচারণায় যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবিত্ত নাগরিকদের কাছে তাদের অর্থনৈতিক প্রতিশ্রুতি তুলে ধরেছেন। নির্বাচনে জয়ী হলে তাদের অন্যতম কাজ হবে দেশে মুদ্রাস্ফীতি কমানো। ধনী-মধ্যবিত্তের অর্থনৈতিক বৈষম্য কমিয়ে আনা।



বিশিষ্টজনদের অভিনন্দন

শপথ নিলেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন

বাসস: বাংলাদেশের ২২তম রাষ্ট্রপতি হিসাবে শপথ নিয়েছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও রাজনীতিবিদ মো. সাহাবুদ্দিন। আইন পেশা, বিচারালয় ও দুদকে দায়িত্ব পালনের বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ারের পর রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদে আসীন হলেন তিনি। গত ২৪ এপ্রিল সোমবার বেলা ১১টায় বঙ্গভবনের ঐতিহাসিক দরবার হলে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে তিনি শপথ নেন। রাষ্ট্রপতিকে শপথবাক্য পাঠ করান জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী।

শপথ অনুষ্ঠানের পর নয়া রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন এবং বিদায়ি রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ অফিসের দায়িত্ব পরিবর্তনের অংশ হিসাবে নিজ নিজ আসন বদল করেন। পরে আবদুল হামিদকে মহাসাড়ম্বরে, পুষ্পবৃষ্টিতে বিদায় জানানো হয়। দেশের ৫২ বছরের ইতিহাসে আর কোনো রাষ্ট্রপতির জন্য সর্বোচ্চ রাষ্ট্রাচারে এমন বিদায় অনুষ্ঠান দেখেনি বঙ্গভবন। বিদায়ি অনুষ্ঠানের আগে আবদুল হামিদ সাংবাদিকদের বলেন, রাজনীতিবিদদেরকে দেশের মানুষকে ভালোবেসে রাজনীতি করা উচিত। তাহলেই রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন আসবে। তিনি আর রাজনীতিতে জড়াবেন না বলেও জানান।

রাষ্ট্রীয় এ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী, বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ কন্যা শেখ রেহানা, মন্ত্রিপরিষদের সদস্য এবং শতাধিক বিশিষ্ট অতিথি উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব মো. মাহবুব হোসেন।

এর আগে কালো মুজিব কোট ও সাদা পাঞ্জাবি পরে নতুন রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ ও স্পিকারকে নিয়ে সকাল ১০টায় বঙ্গভবনের দরবার হলে প্রবেশ করেন। সেসময় একটি সামরিক ব্যান্ড আনুষ্ঠানিক সংগীত পরিবেশন করে। পরে রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন ও স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী শপথ নথিতে স্বাক্ষর করেন। রাষ্ট্রপতি শপথ গ্রহণের পর অতিথিদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। আজ নতুন রাষ্ট্রপতিকে 'গার্ড অব অনার' দেওয়া হবে।

অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিনের স্ত্রী ড. রেবেকা সুলতানা ও ছেলে আরশাদ আদনান রনিসহ পরিবারের সদস্য এবং বিদায়ি রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদের পরিবারের সদস্য, স্ত্রী রাশিদা খানম ও ছেলে ইঞ্জিনিয়ার রেজওয়ান আহমেদ তৌফিক এমপিসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

ডেপুটি স্পিকার, সংসদে বিরোধী দলীয় উপনেতা, জাতীয় সংসদের হুইপ, সংসদ-সদস্য, কূটনৈতিক মিশনের প্রধান, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধান, প্রতিমন্ত্রী, প্রধান নির্বাচন কমিশনার, সুপ্রিমকোর্টের বিচারক, বিভিন্ন ট্রাইব্যুনাল বা কমিশন বা ইনস্টিটিউটের প্রধান, জাতীয় রাজনৈতিক নেতা, তিন বাহিনীর প্রধান, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব, মহাপুলিশ পরিদর্শক (আইজিপি), বিভিন্ন দেশের কূটনীতিক, বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকার সম্পাদকসহ সিনিয়র সাংবাদিক এবং উচ্চপদস্থ বেসামরিক ও সামরিক কর্মকর্তাসহ প্রায় ১১০০ জনেরও বেশি আমন্ত্রিত অতিথি অনুষ্ঠানটি প্রত্যক্ষ করেন।

এদিকে শপথ নেওয়ার পর নতুন রাষ্ট্রপতিকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান দেশের বিশিষ্টজনরা। প্রথমে নতুন রাষ্ট্রপতিকে ফুলের তোড়া দিয়ে অভিনন্দন জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছোট বোন শেখ রেহানা। এরপর একে একে শুভেচ্ছা জানান বিশিষ্টজন ও আওয়ামী লীগ নেতারা। মো. সাহাবুদ্দিনকে অভিনন্দন জানিয়েছেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান ও বিরোধীদলীয় উপনেতা জিএম কাদের। সোমবার জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের প্রেস সেক্রেটারি-২ খন্দকার দেলোয়ার জালালীর সই করা এক অভিনন্দন বার্তায় তিনি রাষ্ট্রপতির সাফল্য, সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন।

এর আগে ৭৩ বছর বয়সি এই রাজনীতিবিদ ২০২৩ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারী বাংলাদেশের ২২তম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন ১৯৪৯ সালের ১০ ডিসেম্বর পাবনা শহরের শিবরামপুরের জুবিলী ট্যাংকপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম শরফুদ্দিন আনছারী, মা খায়রুন্নেসা। তিনি



১৯৭৪ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএসসি ডিগ্রি অর্জন করেন এবং পরে এলএলবি ও বিসিএস (বিচার) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। মো. সাহাবুদ্দিন পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক, পাবনা জেলা ছাত্রলীগ ও যুবলীগের সভাপতি ছিলেন। জেলা বাকশালের যুগ্মসম্পাদক ও জেলা আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি।

রাষ্ট্রপতি ছেষট্টির ছয় দফা আন্দোলন, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, সত্তরের নির্বাচন এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি পাবনা জেলার আন্দোলন-সংগ্রামে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টের ঘটনায় তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ করেন। ওই সময় সামরিক স্বৈরশাসকদের রোষানলে তিন বছর জেল খাটেন এবং অমানুষিক নির্যাতনের শিকার হন।

মো. সাহাবুদ্দিন দৈনিক বাংলার বাণীতে সাংবাদিকতাও করেছেন। তার অনেক কলাম বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে ছাপা হয়েছে। কর্মজীবনে তিনি জেলা ও দায়রা জজ এবং দুদকের কমিশনার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পরিচালক এবং বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ে নিযুক্ত সমন্বয়কারী হিসাবেও তিনি দায়িত্ব পালন করেন। রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন পরপর দুবার বিসিএস (বিচার) অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব নির্বাচিত হন। চাকরি থেকে অবসরের পর হাইকোর্টে আইন পেশায় নিযুক্ত হন। পরবর্তীকালে ২০০১ সালের নির্বাচন-পরবর্তী সহিংসতা তদন্তে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। দুদক কমিশনার হিসাবে তিনি পদ্মা সেতু প্রকল্পের বিরুদ্ধে ওঠা তথাকথিত দুর্নীতির ষড়যন্ত্র মোকাবিলায় দৃঢ়তার পরিচয় দেন।

সাবেক এই ছাত্রনেতা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপদেষ্টামন্ডলীর সদস্য এবং কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রকাশনা উপকমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

বঙ্গভবনের বাসিন্দা রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন: বঙ্গভবনের বাসিন্দা হয়েছেন সদ্য শপথ নেওয়া রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। সোমবার তিনি অফিস করেন এবং কয়েকটি ফাইলে স্বাক্ষরও করেন। বঙ্গভবনের দরবার হলে শপথ গ্রহণের পর তিনি তার গুলশানের বাসভবনে যান। এরপর রাত ৮টা ৫০ মিনিটে সহধর্মিণী ড. রেবেকা সুলতানাকে নিয়ে তিনি গুলশানের বাসা থেকে মোটরগাড়ি শোভাযাত্রা সহকারে বঙ্গভবনে আসেন। এ সময় তার সঙ্গে ছেলে আরশাদ আদনান রনিসহ পরিবারের অন্য সদস্যরাও আসেন। পুলিশের সুসজ্জিত অশ্বারোহী দল রাষ্ট্রপতিকে স্বাগত জানিয়ে বঙ্গভবনের মূল ফটকে নিয়ে আসে। সেখানে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পক্ষ তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়। এ সময় রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের সচিব সম্পদ বড়ুয়া, সামরিক সচিব মেজর জেনারেল এসএম সালাহউদ্দিন ইসলাম, প্রেস সচিব জয়নাল আবেদীন এবং সচিব (সংযুক্ত) ওয়াহিদুল ইসলাম খানসহ উচ্চতম সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিনকে মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টায় পিজিআর গার্ড অনার দেবে। এরপর বেলা সাড়ে ১১টার দিকে জাতীয় স্মৃতিসৌধে তিনি পুষ্পস্তবক অর্পণ করবেন। সেখান থেকে মোটর শোভাযাত্রা সহযোগে তিনি ধানমন্ডি-৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করবেন। এরপর দুপুরে তিনি কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানাবেন।

পাবনায় আনন্দ মিছিল, মিষ্টি বিতরণ: পাবনার কৃতী সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. সাহাবুদ্দিন দেশের ২২তম রাষ্ট্রপতি হিসাবে শপথ নেওয়ায় তার নিজ জেলায় আনন্দ মিছিল, দোয়া মাহফিল ও মিষ্টি বিতরণ হয়েছে। সোমবার পাবনা জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে এবং রাষ্ট্রপতির বাড়িসংলগ্ন বীর মুক্তিযোদ্ধা সাহাবুদ্দিন বিনোদন পার্কে বড় পর্দায় রাষ্ট্রপতির শপথ অনুষ্ঠান দেখানো হয়। পরে রাষ্ট্রপতির দীর্ঘায়ু ও সফলতা কামনা করে দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। দোয়া শেষে সাধারণ মানুষের মাঝে মিষ্টি বিতরণ করেন নেতাকর্মীরা। পরে জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয় থেকে নেতাকর্মীরা শহরে আনন্দ মিছিল বের করে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রেজাউল রহিম লাল, আওয়ামী লীগ নেতা ও নাট্যাভিনেতা আবদুল হান্নান শেলী, পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান মামুন, জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি মিজানুর রহমান সবুজ প্রমুখ। এছাড়া সাহাবুদ্দিন বিনোদন পার্কের অনুষ্ঠানে জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক শিবলী সাদিক, চাঁপা বিবি মসজিদ কমিটির মোতওয়ালি হারুন উর রশিদসহ রাষ্ট্রপতির প্রতিবেশীরা উপস্থিত ছিলেন। পাবনা প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি শহিদ সরকারি বুলবুল কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ ও সাহাবুদ্দিনের সহপাঠী প্রফেসর শিবজিত নাগ বলেন, জীবনে এর চেয়ে খুশির সংবাদ আমার কাছে আর দ্বিতীয়টি নেই। আজ পাবনাবাসী গর্বিত, আনন্দিত। তিনি বলেন, শুধু পাবনা নয়, সমগ্র উত্তরাঞ্চলের মানুষের জন্য আজ আনন্দের বিষয়।

নতুন রাষ্ট্রপতিকে চীনের প্রেসিডেন্টের অভিনন্দন: রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনকে অভিনন্দন জানিয়েছেন চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। সোমবার নবনিযুক্ত রাষ্ট্রপতিকে অভিনন্দনপত্র পাঠান তিনি। চিঠিতে চীনের গণপ্রজাতন্ত্রী সরকার ও তার জনগণের পক্ষ থেকে সাহাবুদ্দিনকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানান শি।

আবদুল হামিদ ছাড়া অন্য রাষ্ট্রপতিরা কেন বিদায় সংবর্ধনা পাননি

আনোয়ার হোসেন: সদ্য সাবেক রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদকে রাষ্ট্রীয় নানা আয়োজন ও রীতির মাধ্যমে বঙ্গভবন থেকে বিদায় জানানো হয়েছে। বাংলাদেশের ৫২ বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘ সময় দায়িত্ব পালন করে এমনিতেই তিনি ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। তাঁর আনুষ্ঠানিক বিদায়, আচার-অনুষ্ঠানও ছিল তাই অনেকটা বিরল।

স্বাধীন বাংলাদেশ ১৬ জন রাষ্ট্রপতি দেখেছে। এর মধ্যে দুজন রাষ্ট্রপতি থাকা অবস্থায় তাঁদের হত্যার ঘটনা ঘটেছে। কেউ কেউ দায়িত্ব পালন করেন স্বল্প সময়ের জন্য, ছিলেন অস্থায়ীও। অনেকে একাধিকবার রাষ্ট্রপতি পদে আসীন হয়েছেন। মেয়াদ শেষের আগেই পদ ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন কেউ কেউ।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবভনে রাষ্ট্রপতির শপথ অনুষ্ঠানে পৌঁছালে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান বিদায়ী রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ। এ সময় বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ কন্যা শেখ রেহানা উপস্থিত ছিলেন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবভনে রাষ্ট্রপতির শপথ অনুষ্ঠানে পৌঁছালে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান বিদায়ী রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ। এ সময় বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ কন্যা শেখ রেহানা উপস্থিত ছিলেনছবি: পিআইডি

আবদুল হামিদ গত ২৪ এপ্রিল সোমবার নতুন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের কাছে দেশের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদের দায়িত্ব হস্তান্তর করেন। প্রবীণ রাজনীতিক আবদুল হামিদ প্রথমবারের মতো রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন ২০১৩ সালের ১৪ মার্চ। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি মো. জিল্লুর রহমান তখন সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন ছিলেন। জিল্লুর রহমানের মৃত্যুর পর ২০১৩ সালের ২০ মার্চ তিনি ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হন। পরে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হিসেবে তিনি ২০১৩ সালের এপ্রিলে দেশের ২০তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেন। ২০১৮ সালের ২৪ এপ্রিল তিনি দ্বিতীয় মেয়াদে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পান। দুই মেয়াদেই তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। সব মিলিয়ে ১০ বছর ৪১ দিন রাষ্ট্রপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তিনি। বাংলাদেশের ৫২ বছরের ইতিহাসে এর আগে বঙ্গভবন থেকে এমন নানা আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির বিদায় দেখা যায়নি।

হত্যা, ক্যু ও পাল্টা ক্যু

বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি ছিলেন স্বাধীনতার স্থপতি 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। অবশ্য তাঁর অবর্তমানে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম। পাকিস্তানের বন্দিদশা থেকে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে ফিরে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন শুরু করেন বঙ্গবন্ধু। দুদিন পর ১২ জানুয়ারী রাষ্ট্রপতিশাসিত ব্যবস্থা বিলুপ্ত করে সংসদীয় পদ্ধতির সরকারব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। বঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেন। রাষ্ট্রপতি হন বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী। তিনি ১৯৭৩ সালের ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। এরপর ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পান তৎকালীন স্পিকার মোহাম্মদউল্লাহ। ১৯৭৪ সালের ২৭ জানুয়ারি তিনি নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব নেন। ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি বাকশাল প্রতিষ্ঠা করলে পরদিন থেকে পুনরায় রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ওই বছরের ১৫ আগস্ট একদল সেনাসদস্য বঙ্গবন্ধুকে সপরিবার নির্মমভাবে হত্যা করেন।

বঙ্গবন্ধুকে হত্যার সেই ঘটনার অন্যতম পরিকল্পনাকারী খোন্দকার মোশতাক আহমেদ রাষ্ট্রপতি হন। তিনি বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ট সহচরদের গ্রেপ্তার করেন। অবশ্য এর মধ্যে ক্যু, পাল্টা ক্যু চলতে থাকে। তিন মাসের মধ্যে ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হন মোশতাক। তিনি তৎকালীন প্রধান বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েমের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। এর মধ্যে সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমান মুক্ত হন। উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে তখন প্রকৃত ক্ষমতা চলে যায় জিয়াউর রহমানের হাতে। ১৯৭৬ সালের ২৯ নভেম্বর জিয়া প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হন। ১৯৭৭ সালের ২১ এপ্রিল আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম পদত্যাগ করলে জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রপতি হন। ক্যু, পাল্টা ক্যু, হ্যাঁ-না ভোটের পর রাষ্ট্রপতি নির্বাচন দেন জিয়াউর রহমান। ১৯৭৮ সালের জুনে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব নেন জিয়া। ১৯৮১ সালের ৩০ মে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে একদল সেনাসদস্যের হাতে নিহত হন জিয়া। এরপর অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নেন তৎকালীন ভাইস প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তার। পরে তিনি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।

এর মধ্যে দৃশ্যপটে আবির্ভূত হন তৎকালীন সেনাপ্রধান এইচ এম এরশাদ। ১৯৮২ সালে এক রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেন এরশাদ। টানা ৯ বছর আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর বিচারপতি মো. সাহাবুদ্দীনের অস্থায়ী সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বাধ্য হন এরশাদ।

এরশাদের পতনের পর সংসদীয় পদ্ধতিতে রাষ্ট্রপতি

১৯৯১ সালে বিএনপি সরকার গঠন করলে রাজনৈতিক দলগুলোর চাপে সংসদীয় পদ্ধতির সরকারব্যবস্থা পুনরায় চালু হয়। এরপর রাষ্ট্রপতির পদ অনেকটা অলংকারিক হয়ে পড়ে। রাষ্ট্রপতি হন বিএনপির আবদুর রহমান বিশ্বাস। ১৯৯৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় তৎকালীন সেনাপ্রধান আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিমের ক্যু ব্যর্থ হয়ে যায়। আবদুর রহমান বিশ্বাস তাঁর স্বাভাবিক মেয়াদ শেষ করেন। তিনি বিদায় সংবর্ধনা পাননি। তাঁর বিদায়ের সময়, ১৯৯৬ সালে নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসেছিল।



১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ যখন প্রথমবারের মতো ক্ষমতায় আসে, তখন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনুরোধে সাবেক প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন। পরে অবশ্য আওয়ামী লীগ সরকারের সঙ্গে সাহাবুদ্দীন আহমদের সম্পর্কে তিক্ততা সৃষ্টি হয়েছিল।

রাষ্ট্রপতি হিসেবে সাহাবুদ্দীন আহমদের পাঁচ বছরের মেয়াদ ২০০১ সালের নভেম্বরে যখন শেষ হয়, তখন বিএনপি আবার ক্ষমতায় এসেছিল। সাহাবুদ্দীন আহমদও বঙ্গভবন থেকে বিদায় নেওয়ার সময় বিদায় সংবর্ধনা পাননি। তবে এরশাদ সরকারের পতনের পর আওয়ামী লীগ-বিএনপিসহ রাজনৈতিক দলগুলোর অনুরোধে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নিয়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করেছিলেন এবং সেই সরকারের অধীন সব দলের অংশগ্রহণে নির্বাচন হয়েছিল।

২০০১ সালে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করেছিল দলটির তৎকালীন নেতা এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরীকে। তবে মাত্র সাত মাস সাত দিন পরই তাঁকে রাষ্ট্রপতির পদ ছাড়তে হয়। এর মধ্যে দল থেকে তাঁকে পদত্যাগের অনুরোধ জানানো হয়। তা না হলে ইমপিচ বা অভিশংসন করা হবে বলে জানিয়ে দেওয়া হয়।

মোটাদাগে, রাষ্ট্রপতি বদরুদ্দোজা চৌধুরীর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর কবরে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে না যাওয়া এবং জিয়াউর রহমানকে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে উল্লেখ না করা। তখন দলের চাপের মুখে বদরুদ্দোজা চৌধুরী পদত্যাগ করেন এবং তৎকালীন স্পিকার জমির উদ্দিন সরকার অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন। বিএনপি সরকার ২০০২ সালের সেপ্টেম্বরে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করে অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদকে। ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর খালেদা জিয়ার সরকারের মেয়াদ শেষ হলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান কে হবেন, এই নিয়ে বিরোধী দলের সঙ্গে সংকট তৈরি হয়। এর মধ্যে ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ নিজেই রাষ্ট্রপতি এবং প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব নেন। এর বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগসহ বিরোধী দল আন্দোলন শুরু করে। একপর্যায়ে এক-এগারোর পটপরিবর্তনের মধ্যদিয়ে সেনা-সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়।

২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বরের নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করলে জিল্লুর রহমান রাষ্ট্রপতি হন। তিনি তাঁর মেয়াদ শেষ করার আগেই মারা যান। এরপর অস্থায়ী ও নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হিসেবে আবদুল হামিদ গত ২৪ এপ্রিল সোমবার পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করে গেছেন।

বাংলাদেশের রাজনীতির বড় একটা সময় কেটেছে হত্যা, ক্যু আর স্বৈরশাসনে। ১৯৯০-এর পরবর্তী সময় নির্বাচনের মাধ্যমে পাঁচ বছর অন্তর অন্তর বিএনপি ও আওয়ামী লীগের শাসন বদল হয়েছে। ফলে বেশি সময় কোনো দলের রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালনের সুযোগ ছিল না। আর প্রতিবারই প্রতিপক্ষ দলের সরকারের সময় রাষ্ট্রপতিকে বিদায় নিতে হয়েছে। বি চৌধুরী নিজ দলের ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছেন। ২০০৯ সালের পর আওয়ামী লীগ টানা ক্ষমতায় রয়েছে। ফলে বঙ্গভবন থেকে আবদুল হামিদের বিদায় নিজ দলের সরকারের সময় আনুষ্ঠানিকভাবে হয়েছে।



বিশ্বব্যাংকের সামনে মুখোমুখী আ. লীগ-বিএনপি

(প্রথম পাতার পর)

আয়োজন করা হয়েছে। এতে দলের সংকল অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের হাজারো নেতা-কর্মী, সমর্থক আর শুভানুধায়ী অংশ নেবেন। যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য রাজ্য থেকেও দলীয় নেতা-কর্মী অংশ নিচ্ছেন। এদিকে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ এবং অন্যান্য অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ পৃথক পৃথকভাবে হোটেলে প্রধানমন্ত্রী ও দলীয় সভাপতি শেখ হাসিনার সাথে বৈঠক করেছেন। ২ মে মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ আয়োজিত প্রবাসী নাগরিক সংবর্ধনা হবে বিকেল ৫টায় ভার্জিনিয়ার রিজ-কার্লটন ম্যকলেন মিলনায়তনে। যুক্তরাষ্ট্র সফরকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই হোটেলেই অবস্থান করছেন। অপরদিকে কমিটি বিহীন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র পক্ষ থেকে তাদের ভাষায় 'ভোটার বিহীন রাতের ভোটে নির্বাচিত' সরকারের অন্যায়, অবিচর, দূর্নীতি, বিরোধীদলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা-হামলা, গুম, খুনের প্রতিবাদ এবং তত্ত্বধায়ক সরকারের অধীনে সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবীতে বিক্ষোভ-প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে। এই কর্মসূচীতে নেতৃত্ব দিচ্ছেন- কেন্দ্রীয় বিএনপি'র নির্বাহী কমিটির সদস্য ও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক সিনিয়র সহ সভাপতি গিয়াস আহমেদ, কেন্দ্রীয় বিএনপি'র নির্বাহী কমিটির সদস্য ও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান জিল্লু, কেন্দ্রীয় বিএনপি'র নির্বাহী কমিটির সদস্য ও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক মিজানুর রহমান ভূইয়া মিল্টন এবং যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক সিনিয়র সহ সভাপতি অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন ও সাবেক যুগ্ম সম্পাদক আখতার হোসেন বাদল। এছাড়াও উল্লেখিত বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সমাবেশ সফল করতে সার্বিক সহযোগিতায় নেতৃত্ব দিচ্ছেন সাবেক সভাপতি আব্দুল লতিফ সম্রাট, সাবেক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা কামাল পাশা বাবুল, সাবেক যুগ্ম সম্পাদক কাজী আযম, ফিরোজ আলম, গিয়াস উদ্দিন, সাবেক কোষাধ্যক্ষ জসিম ভূইয়া, কেন্দ্রীয় যুবদল নেতা আবু সাঈদ আহমদ ও ইলিয়াস খান, সাবেক কেন্দ্রীয় নেতা এম এ বাতেন প্রমুখ। সশ্লিস্টরা জানান এই সমাবেশে শত শত বিএনপির নেতা-কর্মীও সমাবেশ ঘটছে। নিউইয়র্ক ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য রাজ্য থেকেও দলীয় নেতা-কর্মী অংশ নিচ্ছেন।

এদিকে বাংলাদেশ-বিশ্বব্যাংকের সম্পর্কের ৫০ উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মাণনা পাচ্ছেন বলে জানা গেছে। এদিন সকাল ১০টায় প্রধানমন্ত্রী বিশ্বব্যাংকের অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন এবং তার ভাষণে বাংলাদেশের উন্নয়নের কথা তুলে ধরবেন। ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রীর সাথে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ)-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ক্রিস্টালিনা জর্জিভা সাক্ষাথ করেছেন। শনিবার (২৯ এপ্রিল) বিকালে ওয়াশিংটনের দ্য রিজ-কার্লটন হোটেলের সভাকক্ষে ক্রিস্টালিনা জর্জিভার নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাত করেন।

এর আগে বিশ্বব্যাংকের আমন্ত্রণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওয়াশিংটন এসে পৌছেন। শুক্রবার (২৮ এপ্রিল) স্থানীয় বিকের ৪টার দিকে প্রধানমন্ত্রী জাপান সফর শেষে সরাসরি যুক্তরাষ্ট্র আসেন। প্রধানমন্ত্রী ডুলাস ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে পৌছলে যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান তাঁকে বিমানবন্দরে স্বাগত জানান। প্রধানমন্ত্রীর সাথে তাঁর ছোট বোন শেখ রেহেনা, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একেএম আব্দুল মোমেন এমপি সহ অন্যান্য সফরসঙ্গীরাও রয়েছেন। এদিকে প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী সভাপতি শেখ হাসিনার যুক্তরাষ্ট্র আগমন উপলক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ এবং দলীয় অঙ্গ সংগঠনের নেতা-কর্মীরা বিমানবন্দরে স্বাগত সমাবেশ করেছে। সংগঠনের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদের নেতৃত্বে দলীয় নেতা-কর্মীরা এই সমাবেশে অংশ নেন। এসময় তারা 'শেখ হাসিনার আগমন, শুভেচ্ছা স্বাগতম', 'জয় বাংলা জয় বাংলা' প্রভৃতি শ্লোগান তুলে ডুলাস এয়ারপোর্ট মুখরিত করে তোলেন।

বাংলাদেশের সঙ্গে বিশ্বব্যাংকের সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আগামী ১ মে সোমবার ওয়াশিংটনে বিশ্বব্যাংকের সদর দপ্তরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বিশ্বব্যাংক-এর প্রেসিডেন্ট ডেভিড ম্যালপাস-এর আমন্ত্রনেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওয়াশিংটন সফরে এসেছেন। এদিকে প্রধানমন্ত্রীর এই সফর বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত সম্মানের এবং গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করছেন অভিজ্ঞ মহল। প্রধানমন্ত্রীর ওয়াশিংটন সফর বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে বিশ্ব দরবারে আরো উজ্জ্বল করবে বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরাও মনে করছেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, প্রধানমন্ত্রীর অন্যান্য কর্মসূচীর মদ্যে রয়েছে ২ মে মঙ্গলবার ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ-আমেরিকা বিজনেস কাউন্সিলের অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এদিন প্রধানমন্ত্রীর সম্মানে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ আয়োজিত প্রবাসী নাগরিক সংবর্ধনা হবে বিকেল ৫টায় ভার্জিনিয়ার রিজ-কার্লটন ম্যকলেন মিলনায়তনে। যুক্তরাষ্ট্র সফরকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই হোটেলেই অবস্থান করবেন বলে জানা গেছে।

৩ মে বুধবার ওয়াশিংটনে একাধিক ইউএস কংগ্রেস সদস্যের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর।

৪ মে বৃহস্পতিবার যুক্তরাজ্যের লন্ডনের উদ্দেশ্যে ওয়াশিংটন ডিসি ছেড়ে যাবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

মে দিবস ও ইসলামের শ্রমনীতি

(৫ পাতার পর)

সাথে ক্রীতদাসের মতো আচরণ শুরু করে, তাদের ওপর চালাতে থাকে শোষণ-নির্যাতন। শ্রমিকদেরকে এমনভাবে পুঁজির জালে আবদ্ধ করে ফেলে যে, তারা বাঁচার জন্য আট ঘণ্টার চেয়ে অনেক বেশি ঘণ্টা কাজ করতে বাধ্য হয়। ভবিষ্যতে একটি সুন্দর পৃথিবীর কথা চিন্তা করারও সময় তারা পায় না।

মে দিবসে আট ঘণ্টা কাজের দাবি ছিল প্রকাশ্যে কিন্তু এর অন্তরালে ছিল শোষণমুক্তির আকাঙ্ক্ষা। মে দিবস যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল তা আজ বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বের শ্রমিকরা অর্জন করতে পারেনি; বরং তারা মালিকের হাতের পুতুল হয়ে বেঁচে আছে। বেঁচে থাকার মতো মজুরি বা বকেয়া মজুরি আদায়ে শ্রমজীবী মানুষকে বারবার আন্দোলনে নামতে হচ্ছে। শ্রমজীবী মানুষের শ্রমের ফলেই উৎপাদন বাড়ছে, রফতানি আয় বাড়ছে, জিডিপি বাড়ছে কিন্তু শ্রমিক ন্যায়সঙ্গত মজুরি পাচ্ছে না। মজুরি বৃদ্ধির সাথে সাথেই দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি ঘটছে, ফলে শ্রমিকের জীবনমান উন্নয়ন কঠিন হয়ে পড়ছে। বেতন-বোনাসের দাবিতে বিক্ষোভ এবং পুলিশের সাথে শ্রমিকদের সংঘর্ষে হতাহতের ঘটনা এখনো ঘটছে। অথচ রাষ্ট্রকাঠামো সেখানে মালিকের তাঁবেদার হয়ে, নীরব দর্শক থেকেও মে দিবস পালন করছে।

ট্রেড ইউনিয়নের আইনগুলোতে ফাঁকফোকর রেখে এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে, কোনো শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন করতে গেলে সে তার চাকরি হারাবে। অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি অত্যন্ত সুকৌশলে সেমি-নার-সিম্পোজিয়ামের মাধ্যমে ভালো কথা বলে মালিকের বিরুদ্ধে শ্রমিকের ক্ষোভ ও অধিকারের কথা বলার শক্তিকে অবদমিত করে রাখছে। ফলে একজন ভালো শ্রমিকনেতাও ক্রমান্বয়ে সুবিধাবাদীতে পরিণত হচ্ছে। এরা চাঁদাবাজি করছে, মালিকের টাকা খেয়ে শ্রমিক মালিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করছে। ফলে শ্রমিকের অধিকার আদায়ের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাচ্ছে। পুঁজির কাছে শ্রমিকের দাসত্ব প্রলম্বিত হচ্ছে।

সুতরাং মে দিবসের শিক্ষার চেয়ে বড় শিক্ষা হতে হবে ইসলামী শিক্ষা। অনুসরণ করতে হবে ইসলামের শ্রমনীতি। শ্রমজীবী মানুষকে প্রগতিবাদীদের সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক চেতনায় জাগিয়ে তোলা নয়; বরং ইসলামী মূল্যবোধে জাগিয়ে তুলতে হবে। দেশের অভ্যন্তরে যে আয় বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে, পুঁজিপতি মালিকদের শোষণ এবং সমাজতন্ত্রের ধ্বজাধারীরা শ্রমিকের অধিকার আদায়ের নামে মালিক এবং শ্রমিকদের মধ্যে যে বিভেদ ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করছে, তার থেকে বেরিয়ে আসার মূলমন্ত্র কেবল ইসলামের নীতির মধ্যেই রয়েছে। এ শ্রমনীতিই পারে দেশের নৈরাজ্য, অন্যায়, নির্যাতন, সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও দেশের অর্থ বিদেশে পাচারের মতো আত্মঘাতী কার্যকলাপ থেকে দেশকে রক্ষা করতে।

শ্রমিক ও মালিকের পারস্পরিক অধিকার আদায়ের সমস্ত সমস্যার সমাধান হচ্ছে একজন দায়িত্বশীলের দায়িত্বজ্ঞান; আর দায়িত্বজ্ঞানের পথে প্রেরণার উৎস হচ্ছে আল্লাহ ও পরকালের ভয়। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা: বলেছেন, 'সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই এক একজন দায়িত্বশীল। আর কিয়ামতের দিন প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সুতরাং জনগণের শাসককেও কিয়ামতের দিন তার দায়িত্ব সম্পর্কে; পুরুষকে পরিবারের দায়িত্ব সম্পর্কে; স্ত্রীকে তার স্বামীর ঘরসংসার এবং সন্তানের দায়িত্ব সম্পর্কে; এমনকি শ্রমিক, চাকর-চাকরানীকেও তার মালিকের সম্পদ এবং কর্মের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।' (মিশকাত-৩৫১৬)। সুতরাং আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল সা: প্রদর্শিত শ্রমনীতিই পারে শ্রমিক-মালিক উভয়ের অধিকার রক্ষা করতে; আসুন অনুসরণ করি।

লেখক : অর্থনীতিবিদ, গবেষক ও কলামিস্ট

সরকার চাইলে বালাদেশে

(শেষের পাতার পর)

আওয়ামী লীগ সরকার প্রধানের সাথে একাধিকবার বৈঠক হলেও কেনো যেন এই সমস্যার সমাধান হচ্ছে না তা বোধগম্য নয়। নেতৃবৃন্দ বলেন, সামনে নির্বাচন। এই নির্বাচনের আগেই আশা করবো বাংলাদেশ সরকার আমাদের মূল তিন দফা দাবী অবিলম্বে বাস্তবায়ন করবে। দাবীগুলো হচ্ছে- (১) বর্তমান সংসদে একটি সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন পাশ করা, যার অন্তর্ভুক্ত থাকা চাই (ক) হেইট স্পীচ ও ক্রাইম আইন, যে আইনের অধীনে সরকার-বাদী-মোকদ্দমার মাধ্যমে সকল সংখ্যালঘু নির্যাতকের বিচার হবে; (খ) সংখ্যালঘু নির্যাতকদের বিচারের জন্য প্রতি জেলায় একটি দ্রুত-বিচারের ক্ষমতা সম্পন্ন আদালত প্রতিষ্ঠাকরা। (২) জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠন করা। এবং (৩) বাতিলকৃত শত্রু (অর্পিত) সম্পত্তি আইনে অধিগৃহীত সকল সম্পত্তি প্রকৃত মালিককে দ্রুত ফিরিয়ে দেওয়া।

জ্যাকসন হাইটসের একটি রেষ্টুরেন্টে শুক্রবার সন্ধ্যায় আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন বিষ্ণু গোপ। উপস্থিত সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন সভাপতি অধ্যাপক নুবেন্দু দত্ত ছাড়াও ড. দ্বিজেন ভট্টাচার্য, শিতাংশু গুহ ও রূপ কুমার ভৌমিক। এসময় সংগঠনের অপর দুই সভাপতি ডা. টমাস দুলু রায়, ও রনবীর বড়ুয়া সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে পঠিত লিখিত বক্তব্যে বলা হয়: ১৯৮৮ সালে এরশাদ মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনার ভিত্তিতে রচিত ১৯৭২ সালের শাষনতন্ত্রের অন্যতম মূলনীতি ধর্মনিরপেক্ষতাকে বিসর্জন দিয়ে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণার অব্যবহিত পর দাউদকান্দি ঋষি পাড়ায় আক্রমণকারী সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসীরা ঘোষণা করেছিল "এই দেশ আবার পাকিস্তান হয়ে গেছে, কাফেরদের এ'দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে।" তখন থেকে নিয়মিতভাবে সংখ্যালঘু বিরোধী সামম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের কার্যক্রমটি অব্যহত রয়েছে। উদাহরণ হিশেবে, ২০১২ সালে রামু, ২০১৩ সালে নন্দীরহাট, ২০১৬-তে নাসিরনগর, ২০১৭ সালে রংপুরের গঙ্গাছড়া, ২০১৯ সালে ভোলার বোরহানুদ্দীন , ২০২১ সালের পুজোয় কুমিল্লা, চট্টগাম, ও নোয়াখালীসহদেশের বিভিন্ন জেলায়, এবং সম্প্রতি ঠাকুরগাঁয়ে সংঘটিত ঘটনাবলী সম্পর্কে আপনারা সম্যক আবগত আছেন, তাই সেগুলোর বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন মনে করিনা। বাংলাদেশথেকে সংখ্যালঘু নাগরিকদের বিতাড়নের উদ্দেশ্য ও কলা-কৌশল অভিন্ন, তাই সেই বিবরণও দিচ্ছি না।

আমারা আজ যা বলতে চাই সেটা হল, বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন চলছে কারণ ১৯৭২ সাল থেকে এ' পর্যন্ত কোন সরকারই সংখ্যালঘু নির্যাতকদের বিচার করেনি। ধর্মীয় মৌলবাদী এবং উগ্রপন্থী ঐসব নির্যাতনকারীরা জানে যে,সংখ্যালঘু নারী ধর্ষণ, খুন, বা সন্ত্রাসের মাধ্যমে তাদের পুরো গ্রামউৎখাত করে ফেললেও (যেমন, ১৯৯২ সালের ১০ এপ্রিল পার্বত্য চট্টগ্রামের লোগাংম্যসাকার) বিচার হবে না। তাই তারা তাদের ঘোষিত লক্ষ্য দেশকে আফগানিস্তানের মত একটি শারিয়া-শাসিত ইসলামিক অমিরাতে রূপান্তরিত করতে নির্ভয়ে সংখ্যালঘু নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে।

লিখিত বক্তব্যে বলা হয়: ১৯৭২ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত সংঘটিত নির্যাতনের ঘটনাবলীর হোতাদের তদন্ত করে কোন তালিকা এখনও করা হয়নি; তবে, ২০০১ সালের অক্টোবরে নির্বাচন পরবর্তী সময়ে সংঘটিত বর্বর আক্রমানের ৫৮,০০০ কেইস লিপিবদ্ধ আছে মানকাধিকার কর্মী শাহরিয়ার কবিরের বই এবং জজ সাহাবুদ্দিনের নেতৃত্বে গঠিত প্রোব কমিশন রিপোর্টে। তৎপরবর্তী কালের হাজার হাজার ঘটনা বিশদভাবে খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছে এবং সেগুলোর অপরাধীদের তালিকা সরকারের কাছে রয়েছে।অথচ, আপনারা জানেন যে, ব্যতিক্রম হিশেবে হাতে গুনা যায় এমন কয়েকটি কেইসেঅভিযুক্তদের ছাড়া, সরকার সচরাচর সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিচার করেনা। অবিরাম এই বর্বর নির্যাতনে দেশত্যাগে বাধ্য হওয়ায় সংখ্যালঘুরা ১৯৭১ সালে যে স্থলে মোট জনসংখ্যার ১৯.৭% ছিল, আজ ২০২৩ সালে সেটা নেমে এসে দাঁড়িয়েছে ৯.১%-এ। আর পার্বত্য চট্টগ্রমে সেটা ১৯৪৭ সালে যেস্থলে ছিল ৯৮.৬% আজ ২০২৩ সালে সেটা নেমে এসে দাঁড়িয়েছে ৪৮%-এ।

লিখিত বক্তব্যে অভিযোগ করা হয় যে, বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিচার হয়না, সেখানে সংখ্যালঘু সুরক্ষার জন্য কোন বিশেষ আইন নেই, এমনকি প্রচলিত আইনেও তাদের বিচার করা হয় না, দু'একটি লোক-দেখানো ব্যতিক্রম ছাড়া। আওয়ামী লীগ ও তার জোটভুক্ত দলসমূহ মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষ স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা। মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজে, ও তাঁর জোটভুক্ত দলের সংসদ সদস্যবৃন্দ এবং সরকারী কর্মকর্তারা নিয়মিতভাবে দাবি করে এসেছেন যে, তারা সেকুলার ডেমেক্র্যাসি এবং দেশের সকল নাগরিকের সম-অধিকারে বিশ্বাসী। তবে কেন তাঁদের শাসনামলে নির্যাতিত হয়ে সংখ্যালঘু নাগরিকদের দেশত্যাগ করতে হচ্ছে?

সংবাদ সম্মেলনে দাবী করা হয় যে, সরকার চাইলে দেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন বন্ধ করা সম্ভব। ২০২২ সালের পুজোয় অঘটন ঘটেনি, কারণ সরকার কঠোর ছিলো। আইন কওে সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে শূন্য-সহনশীলতার নীতি অবলম্বন করলেই সেটা বন্ধ করা সম্ভব। বিচার এবং শাস্তির ভয় থাকলে মৌলবাদী ও উগ্রপন্থীরা দেশের হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃস্টান ও আদিবাসীদের টার্গেট কওে সন্ত্রাস চালাতে সাহস করবে না। তাই মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী ও বর্তমান সংসদের কাছে আমাদের দাবি এবং সনির্বন্ধ অনুরোধ এই যে, তাঁরা যেন আগামী নির্বচনের আগেই সংখ্যালঘু নির্যাতন প্রতিরোধে কঠোর আইন প্রণয়নপূর্বক, চিহ্নিত সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসীদেও বিচার প্রক্রিয়া শুরু করে দেশের বিপন্ন সংখ্যালঘুদের অস্তিত্ব সুরক্ষার টেকসই ব্যবস্থা গ্রহন করেন।

সংবাদ সম্মেলনে আরো বলা হয়: সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইনের ঈপ্সিত ফল পাওয়ার জন্য নিম্নেক্ত কয়েকটি সম্পূরক পদক্ষেপও গ্রহন করতে হবে: (ক) ১৯৭২ সালের সংবিধান পুনরুজ্জিবীত করা, (খ) জজ সাহাবুদ্দীন কমিশন রিপোর্টের সুপারিশ অনুযায়ী অবিলম্বে সংখ্যালঘু নির্যাতকদের বিচার প্রক্রিয়া শুরু করা; (গ) একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন পূর্বক ২০০৬ থেকে এ পর্যন্ত সংঘটিত সকল সংখ্যালঘু নির্যাতনের অপরাধীদের তালিকা করে সংশ্লিষ্ট আদালতের কাছে হস্তান্তর করা; (ঘ) নির্যাতন প্রক্রিয়ায় ক্ষতিগ্রস্তদের যথেষ্ট পরিমান ক্ষতিপূরণ দিয়ে তাঁদেও পুনর্বাসন এবং শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা; (ঙ) একটি বৈষম্য বিলোপ আইন প্রণয়ন করা; (চ) পার্বত্য ভূমি কমিশনের দ্রুত যথাযথ বাস্তবায়ন; (ছ) দেবোত্তর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ আইন করা; (জ) সমতলের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীসমূহের জন্য পৃথক ভূমি কমিশন গঠন করা; এবং (ঝ) ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আদলে সংখ্যালঘু ধর্মীয় ফাউন্ডেশন গঠন করা।

লিভিত বক্তব্যের সবশেষে আওয়ামী লীগসরকার-কে উদ্দেশ্য করে বলা হয় যে, আমাদের দাবীনামার কয়েকটি অবশ্য ২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারের প্রতিশ্রুতিও বটে। আমারা যে প্রস্তাবগুলো করেছি সেগুলো মোটেও নতুন কিছু নয়; পাশের দেশ ভারতে জাতীয় সংখ্যালঘু আইনতো আছেই, একটি সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ও রয়েছে। আর যুক্তরাষ্ট্রে হেইট ক্রাইম আইন রয়েছে যার বলে কেউ বর্ণবাদী বা ধর্মীয় সন্ত্রাসের শিকার হলে ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিস সরাসরি হস্তক্ষেপ করে সন্ত্রাসীকে ফেডারেল অপরাধে অপরাধী হিসেবে ত্বরিৎ বিচারের ব্যবস্থা করে।

Flight
LOWEST PRICE CHALLENGE
GLOBAL
NY 1 TRAVELS, INC
MIRZA M ZAMAN
আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীন
ফ্লাইটের টিকেট
সুলভ মূল্যে ক্রয় করুন
বাংলাদেশের ফ্লাইটের টিকেটে
রয়েছে বিশেষ ছাড় !!!
37-18 74th Street, Suite # 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

COMPUTER IT TRAINING
& JOB PLACEMENT
MyTechUSA
"YOUR DREAM BECOME TRUE"
Why "MyTechUSA"
- We "MyTechUSA" Company is taking our community members IT career dream on our Shoulder to make it real!
- After Job Placement we provide continuous support to our students while they are on the Job!
- Our courses are very much affordable! We Pay $500 referral bonus.
- We don't leave our students alone OR leave them behind from the beginning till the end of the course!

DATABASE → ADMINISTRATION
→ ENGINEERING
Microsoft
SQL Server
ORACLE
Azure
mongoDB.
NoSQL
Please Contact:
Zia Uddin Ahamed
CEO & President
Phone: 347-597-0885
571-208-5450
813-767-4600
E-mail: ziaahamed@ymail.com

Khalil Biryani House
খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট
সম্পূর্ণ স্বাস্থসম্মত উপায়ে প্রস্তুত
2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884
1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840
www.KHALILSFOOD.com

PEOPLE TECH
DevOps
Scrum Master
& Product Owner
(100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied)
Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019
Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019
Software Testing (QA) Training & Job Placement
New York In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
October 19, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
October 22, 2019
VA In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
November 16, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
November 26, 2019
www.piit.us

VIVID MORTGAGES® INC.

Crystal Clear Loans®

আপনার স্বপ্নের বাড়ি



ট্যাক্স রিটার্ন ছাড়াই
১ বছর ট্যাক্স রিটার্ন
তুলনামূলক সুদের হার
সর্বনিম্ন ৩.৫% ডাউন পেমেন্ট

আমরা ইসলামিক লোন করি

বিনামূল্যে পরামর্শ ও প্রি-এপ্রুভালের জন্য যোগাযোগ করুন
হোপ সেকিজি **NMLS# 244341**

Phone: 718-831-2800, Fax: 718-831-2100, Toll Free 800-880-8557

hope@vividmortgages.com
www.vividmortgages.com

VIVIDMORTGAGES

YOUR DREAM HOUSE



No Tax Returns
1 Year Tax Return
Copmpetitive Interest Rates
Down Payment
as low 3.5%

For Free consultation & Pre-Approval

Hope Sekezi : NMLS # 244341

Phone: 718-831-2800, Fax: 718-831-2100, Toll Free 800-880-8557

hope@vividmortgages.com www.vividmortgages.com

211-35 Jamaica Ave. Queens Village, NY 11428

REGISTERED MORTGAGE BROKER NYS DEPARTMENT OF FINANCES SERVICES NMLS # 1279925
ALL LOANS APPROVED THROUGH 3RD PARTY PROVIDERS

vividmortgages is registered Traders of vivid mortgage Inc All rights reserved

EQUAL HOUSING OPPORTUNITY

সুদান ভেঙে পড়েছে : জাতিসংঘ

(প্রথম পাতার পর)

ফোর্সেস (এসএএফ) সৌদি আরব, আফ্রিকান ইউনিয়ন ও জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় সর্বশেষ তিন দিনের যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বাড়ানোয় সম্মত হয় বৃহস্পতিবার। কিন্তু টেকেনি এটাও।

শুক্রবার থেকেই বিমান হামলা শুরু করেছে সেনাবাহিনী। পালটা হামলা চালাচ্ছে আরএসএফও। রোববারও খার্তুমের সেনা সদর দপ্তরের চার পাশে তীব্র গোলাগুলির খবর পাওয়া গেছে। নীল নদের অপর পাড়ে রাজধানীর জোড়া শহর ওমদুরমানেও সেনাবাহিনী বিমান হামলা চালিয়েছে।

দক্ষিণ খার্তুমের একজন বাসিন্দা ফোনে এএফপিকে বলেছেন, 'আমি যে রাস্তার পাশে থাকি সেখানে মিনিটে মিনিটে সকাল থেকে চলছে লড়াই ও ভারী গোলাগুলি।' বিশৃঙ্খলা ও অনাচার গ্রাস করেছে খার্তুম। খাদ্য, পানি ও বিদ্যুতের অভাবে দিন কাটাচ্ছেন বাসিন্দারা। জাতিসংঘ জানিয়েছে, ৭৫ হাজার বাস্তুচ্যুত হয়েছে। যেসব এলাকায় সংঘর্ষ চলছে তার কাছাকাছি প্রায় ৭০ শতাংশ হাসপাতালের পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সুদানের বিদেশি এবং আন্তর্জাতিক কর্মীরা দেশ ত্যাগ করছে দলে দলে। দেশের এমন দুরবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস সুদান ভেঙে পড়ছে বলে সতর্ক করেছেন।

শনিবার সৌদি মালিকানাধীন আল আরাবিয়া টেলিভিশনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, দেশের দুঃসময়ে, দেশ যখন ভেঙে পড়ছে তখন দুই জেনারেলের ক্ষমতার লড়াইয়ে মেতে থাকার কোনো অধিকার নেই। সংঘর্ষের মধ্যে দেশের উপজাতিরা নিজেদের সশস্ত্র করার চেষ্টা করছে বলে জানান তিনি। সতর্কতা জারি করেছে জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচিও (ডব্লিউএফপি)। চলমান সহিংসতা সমগ্র পূর্ব আফ্রিকাকে মানবিক সংকটে নিমজ্জিত করতে পারে। সুদানে আরও কয়েক লাখ মানুষ খাদ্যাভাবে পড়তে পারে।

ধর্ষণের অভিযোগে

(প্রথম পাতার পর)

ধর্ষণ করেন ট্রাম্প। এ ঘটনায় দেওয়ানি মামলায় ট্রাম্পকে অভিযুক্ত করেছেন তিনি। পাশাপাশি ট্রাম্পের বিরুদ্ধে মানহানির অভিযোগও এনেছেন ক্যারল।

অভিযোগ অস্বীকার করে ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, ক্যারল নিজের প্রচারণার জন্য এমন অভিযোগ করেছেন। ২০২২ সালে ট্রুথ সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে এক পোস্টে ক্যারলের অভিযোগকে ধাপ্পাবাজি বলেও উড়িয়ে দিয়েছিলেন ট্রাম্প।

এক বছরে রিজার্ভ কমেছে

(প্রথম পাতার পর)

এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের (আকু) দেনা বাবদ এক সঙ্গে শত কোটি ডলার পরিশোধ করতে হবে। তখন রিজার্ভ আরও কমে যাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

সূত্র জানায়, এক বছর আগে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল ৪ হাজার ৪০৬ কোটি ডলার। বৃহস্পতিবার তা কমে দাঁড়িয়েছে ৩ হাজার ১০৬ কোটি ডলারে। গত মার্চের শেষে রিজার্ভ ছিল ৩ হাজার ১১৪ কোটি ডলার। গত এক মাসের হিসাবে রিজার্ভ কমেছে ৮ কোটি ডলার। ধারণা করা হয়েছিল রোজা ও ঈদ উপলক্ষ্যে রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়বে। এতে রিজার্ভও কিছুটা বাড়বে। কিন্তু এবার রোজা ও ঈদে রেমিট্যান্স প্রবাহ খুব বেশি বাড়েনি। একই সঙ্গে রপ্তানি আয়েও নেতিবাচক অবস্থা। এদিকে রোজা উপলক্ষ্যে আমদানি বেড়েছে। সব মিলে রিজার্ভ কমেছে।

গত মার্চ ও এপ্রিল মাসের আকুর দেনা বাবদ শত কোটি ডলার পরিশোধ করতে হবে চলতি মে মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে। এতে রিজার্ভ আরও প্রায় শত কোটি ডলার কমে যেতে পারে। ফলে রিজার্ভ ৩ হাজার কোটি ডলারের ঘরে নেমে যাবে। আগামী জুনের মধ্যে রিজার্ভ আরও কমতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (আইএমএফ)।

সূত্র জানায়, আগামী নভেম্বরে মিলবে আইএমএফের ঋণের দ্বিতীয় কিস্তির অর্থ। এর আগে চলতি মাসের মধ্যে বিশ্বব্যাংকের বাজেট সহায়তার অর্থ বাবদ ৫০ কোটি ডলার মিলতে পারে। তখন রিজার্ভ কিছুটা বাড়বে।

আগে রিজার্ভ বাড়ত রেমিট্যান্সের অর্থে। রপ্তানি আয় দিয়ে আমদানি ব্যয় মেটানোর পর রেমিট্যান্স থেকে ৪০ থেকে ৬০ শতাংশ ব্যয় হতো আমদানি খাতে। বাকি ৪০ থেকে ৬০ শতাংশ জমা হতো রিজার্ভে। বর্তমানে রেমিট্যান্সের প্রবাহ কিছুটা কমেছে। এ ছাড়া আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের দাম বাড়ায় আমদানি ব্যয় বেড়েছে। ফলে এখন রেমিট্যান্সের পুরো অর্থই আমদানি খাতসহ অন্যান্য খাতে ব্যয় হচ্ছে। রিজার্ভে যোগ হচ্ছে না। যে কারণে রিজার্ভও বাড়ছে না। উলটো কমে যাচ্ছে। কারণ রিজার্ভ থেকে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে জরুরি আমদানি ব্যয় বাবদ ডলারের জোগান দিতে হচ্ছে।

গত মার্চে রেমিট্যান্স ও রপ্তানি আয় মিলে আয় হয়েছে ৬৬২ কোটি ডলার। এর বিপরীতে আমদানি খাতে গত ফেব্রুয়ারীতে ব্যয় হয়েছে ৭৭২ কোটি ডলার। ঘাটতি হয়েছে ১১০ কোটি ডলার। এছাড়া বৈদেশিক ঋণের বকেয়া কিস্তি পরিশোধ করতে হচ্ছে এখন। এসব মিলে রিজার্ভের ওপর চাপ আরও বেড়েছে।

জাহাঙ্গীরের মনোনয়ন

(প্রথম পাতার পর)

বলেছিলেন, নিজের প্রতি অবিচারের কথাও। এসব নানা শঙ্কার মধ্যেই রোববার বাছাইয়ে জাহাঙ্গীর আলমের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে। ওদিকে নির্বাচনী আচরণ-বিধি ভঙ্গ করায় আওয়ামী লীগ প্রার্থী মো. আজমত উল্লাহ খানকে শোকজ করা হয়েছে। সশরীরে প্রার্থীকে ইসিতে এসে ব্যাখ্যা দিতেও বলা হয়েছে। সব মিলিয়ে নানা নাটকীয়তায় গাজীপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচন এখন আলোচনার তুঙ্গে।

গাজীপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য দাখিল করা মনোনয়ন বাছাইয়ে সাবেক মেয়র জাহাঙ্গীর আলম ছাড়াও আরও দুজন স্বতন্ত্র মেয়র প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল হয়। দাখিল করা ১২ জনের মধ্যে আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, ও জাহাঙ্গীর আলমের মাসহ ৯ জনের মনোনয়নপত্র বৈধ বলে ঘোষণা করা হয়।

গাজীপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচনে সাময়িক বহিষ্কৃত মেয়র জাহাঙ্গীর আলম এর মনোনয়নপত্র বাছাইয়ে বাতিল করা হয়েছে। একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের ঋণের জিম্মাদার হিসেবে ওই প্রতিষ্ঠান খেলাফি হয়। ওই ঋণের জিম্মাদার হিসেবে তাকেও খেলাফি ঘোষণা দিয়ে তার মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়।

এ সময় অবশ্য ওই ঋণের টাকা পরিশোধের একটি প্রমাণপত্র জাহাঙ্গীর আলম এবং ব্যাংক কর্তৃপক্ষ দাখিল করে বাছাই কমিটির কাছে। তার আইনজীবীও নানা যুক্তিতর্ক তুলে ধরেন। মনোনয়নপত্র বাতিলের পর জাহাঙ্গীর আলম নির্বাচন কর্মকর্তাদের নিরপেক্ষতার প্রশ্ন তুলে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে আদালতে আপিল করার কথা জানান।

বাছাইয়ে বাতিল ঘোষণার পর তাৎক্ষণিকভাবে জাহাঙ্গীর আলম নির্বাচনের রিটার্নিং অফিসার ও নির্বাচন কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনারা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এতে নিরপেক্ষতার প্রমাণ হয় না। আপনারা নিরপেক্ষতার জায়গা থেকে সরে গেছেন। যেহেতু ব্যাংক কর্তৃপক্ষ পাওনাদারের কাছ থেকে টাকা পেয়েছে। তারপরও আপনারা যে কাজটি করলেন তাতে আপনারা পক্ষপাতিত্ব করলেন। আপনারা নির্বাচনে নিরপেক্ষতার মধ্যে ছিলেন না বা এখনো নেই। আপনারা নিরপেক্ষতা থেকে সরে গেছেন। আমি অনুরোধ করবো আপনারা গাজীপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচনটা নিরপেক্ষভাবে করুন। জনগণের অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন করুন। এ বিষয়ে তিনি গণমাধ্যমকে বলেন, গাজীপুর সিটি করপোরেশনের কোনাবাড়ী এলাকার একটি কোরিয়ান মালিকানাধীন কারখানায় হাজার হাজার শ্রমিক কাজ করতো। যেই কোম্পানিতে আমার কোনো শেয়ার নেই, আমার কোনো লাভ নেই, আমার কোনো অংশগ্রহণ নেই। সেই কোম্পানির হাজার হাজার শ্রমিককে বাঁচাতে শুধুমাত্র মানবিক কারণে আমার নিজের সম্পদও দিয়েছি। আমার সম্পদ দিয়ে কোরিয়ান মালিকরা ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছে। কোরিয়ান মালিকরা করোনা পরিস্থিতি এবং পরবর্তী রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে সময় মতো ব্যাংকের ঋণ পরিশোধ করতে পারেনি। কিন্তু গত ১২ এপ্রিল ও ১৭ এপ্রিল অগ্রণী ব্যাংকের পাওনা পরিশোধ করেছে। সেই সকল ডকুমেন্টস ব্যাংকের প্রতিনিধির মাধ্যমে এবং আইনজীবীর মাধ্যমে এখানে জমা দেয়া হয়েছে। এরপরও আমার মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে। তাই আমি মনে করছি, এখানকার নির্বাচন কর্মকর্তারা নিরপেক্ষতার জায়গা থেকে সরে গেছেন। কোন অদৃশ্য কারণে সরে গেছেন তা আমি জানি না। আমি উচ্চ আদালতে আপিল করবো। এর ন্যায়বিচার চাই। আমি গাজীপুরের মানুষকে যেমন রক্ষা করতে চাই তেমনি সারা দেশবাসীর কাছে জানতে চাই আমি ন্যায়বিচারটা পেতে পারি কিনা? এজন্য আমি সকলের সহযোগিতা চাই। আমি চাই নির্বাচন কমিশনার স্বচ্ছতার মধ্য দিয়ে তাদের কাজটা যেন করেন। আমি অবশ্যই আপিলে যাবো। আমি এর সর্বশেষ দেখবো। আমি দেখবো মিথ্যার জয় হয়- নাকি সত্যের জয় হয়। আমি রাষ্ট্র, সরকার, বিচার বিভাগ, ও নির্বাচন কমিশন সবার কাছে নিরপেক্ষতা আশা করছি। আমি নগরবাসীর মৌলিক অধিকার বাঁচানোর চেষ্টা করছি। সকলের সহযোগিতা চাই। তবে বাছাই শেষে জাহাঙ্গীর আলমের মা জায়েদা খাতুন এর মনোনয়নপত্র বৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। একইসঙ্গে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী আজমত উল্লাহ খান, জাতীয় পার্টির প্রার্থী এমএম নিয়াজ উদ্দিন, স্বতন্ত্র প্রার্থী আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল্লাহ আল মামুন মন্ডল, বিএনপি নেতা হাসান উদ্দিন সরকারের ভাতিজা সরকার শাহনুর ইসলাম রনি, আওয়ামী লীগের প্রাথমিক সদস্য হারুন অর রশিদ, ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থী গাজী আতাউর রহমান, গণফ্রন্টের আতিকুল ইসলাম, জাকের পার্টির রাজু আহমেদ এর মনোনয়নপত্রসহ ৯ জনের মেয়র পদে মনোনয়নপত্র বৈধ বলে গণ্য হয়েছে। যাদের মনোনয়নপত্র বৈধ হয়েছে তারা এ বাছাই প্রক্রিয়ায় কেন কোনো অনিয়ম হয়েছে বলে মনে করছেন না।

এ বিষয়ে আওয়ামী লীগের প্রার্থী আজমত উল্লাহ খান বলেন, এটা আমাদের বিষয় নয়, নির্বাচন কমিশনের বিষয়। নির্বাচন কমিশনের আইন, বিধি-বিধান, নিয়ম কানুন আছে। আমার মনে হয় সেই বিধি-বিধান পালন না হওয়ায় নির্বাচন কমিশনের আইন-কানুন অনুযায়ী মনোনয়নপত্রটি বাতিল হয়েছে। জাতীয় পার্টির প্রার্থী এম এম নিয়াজ উদ্দিন বলেন, আমার কাছে মনে হয়েছে নিরপেক্ষভাবেই এখানে মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই হয়েছে।

রোববার সকালে নগরের রথখোলা এলাকার মমতাজ অডিটোরিয়ামে মনোনয়নপত্র বাছাই করে গাজীপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচনের রিটার্নিং কর্মকর্তা মো. ফরিদুল ইসলাম জাহাঙ্গীরের মনোনয়ন বাতিল ঘোষণা করে বলেন, মনোনয়নপত্রের সঙ্গে দাখিল করা অন্যান্য সকল কাগজপত্র ঠিক থাকলেও তিনি একজন ঋণখেলাপি হিসেবে আমাদের কাছে তথ্য এসেছে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে। উনি একজন জামিনদাতা হিসেবে ঋণখেলাপি। সে কারণে তার মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে। এ ছাড়া ৩০০ জন সমর্থনকারীর জায়গায় ২৩৯ জনের স্বাক্ষর দিয়ে মনোনয়নয়পত্র জমা দেয়ায় স্বতন্ত্র প্রার্থী অলিউর রহমান এবং যথাযথ কাগজপত্র না থাকায় স্বতন্ত্র প্রার্থী আবুল হোসেনের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে।



বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika // Monday //May 01 // 2023 বিজ্ঞাপন 25

মানবতা আর ভালোবাসার আলো ছড়িয়ে পড়ুক বিশ্বময়

Inclusive Iftar and Interfaith Dinner by Shekar Krihnan at PS 69, Jackson Heights on April 17, 2023



একটি বিখ্যাত শহর অনন্যতা পায় কিছু গুণী মানুষের দৃষ্টান্তমূলক মানবিক কাজ আর সেবার মধ্য দিয়ে, কমিউনিটি তথা গণ মানুষের জন্য স্বেচ্ছাশ্রম ও সেবা, অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও পেশাদারিত্বের সাফল্যে। ব্যক্তিজীবনের দায়বদ্ধতা ও ভালো কাজ যেসব মানুষকে সেরা নাগরিকের মর্যাদা দেয়, যাদের কাজ কমিউনিটি তথা নগরবাসীর প্রাণস্পন্দনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়, সেসব মানুষ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই থেকে যায় স্বীকৃতি ও পুরস্কারের বাইরে। সিটি কাউন্সিলের নির্বাচিত সদস্য হিসেবে এমন মানুষকে সম্মান জানানোর বিষয়টিকে আমি মহৎ দায়িত্ব বলে মনে করি।

আবু জাফর মাহমুদের মতো একজন বিশিষ্ট মানুষকে আমরা পেয়েছি। যিনি কমিউনিটি তথা নিউইয়র্ক শহরের এক উজ্জল ব্যক্তিত্ব।

শেখর কৃষ্ণান, নির্বাচিত সদস্য, নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিল, ডিস্ট্রিক্ট ২৫।

















BANGLA CDPAP SERVICES
বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস ইনক্
ALEGRA HOME CARE INC.



সাহিত্য সাময়িকী

পাওয়া না পাওয়ার কাব্য

খসরু পারভেজ

পাওনি বলে এত দুঃখ কেন
সবাই সবকিছু পায় না, সবাইকে পেতে নেই
না পাওয়ার দুঃখ এক কঠিন অসুখ

তুমি কবিকে পেয়েছ কবিতাকে পাওনি
তুমি শিল্পীকে পেয়েছ কিন্তু গানকে পাওনি
তুমি ফুলকে পেয়েছ সুগন্ধ পাওনি
প্রেমিক হয়েছ প্রেমকে পাওনি

এ সময় এমনই
নপুংসক যুবক সন্তানের পিতা হয়ে যায়
বন্ধ্যা নারীরাই এখন এদেশে গর্ভবতী হয়
যে কখনো বল চোখেই দেখেনি
সেই হয়ে যায় বিখ্যাত বোলার
যে খঞ্জ, সেইই প্রথম হয় দৌড় প্রতিযোগিতায়
যার গলায় সুর নেই, সেইই মাতিয়ে রাখে মঞ্চ
এখানে ভাতচোর হয়ে যায় ভাতের মালিক
বর্ণমালা চেনে না যারা, তারাই বিখ্যাত কবি

অনেকের অনেক কিছু হারিয়ে যায়
আবার হারানো জিনিস খুঁজে পায়
খুঁজে দেখো, নিজেকেই পেয়েছ কিনা!

অভ্যেসের দাঁত ও সহজাত ডানা

জাফর ওবায়েদ

পাখি ও লাল পিঁপড়ের জমে
ওঠেছিল ভাব।

একদিন ভ্রামণিক বাসনায়
পাখির ডানায় চেপে বসেছিল
লাল পিঁপড়ে।

পাখিটি যখন দূরদেশে হাওয়াই জাহাজ
পিঁপড়ের পেটে তখন সর্বভুক
খিদের ইঁদুর।

অস্থির পিঁপড়েটি পাখির ডানায় বসিয়ে
দিলো তার অভ্যেসের দাঁত।
পাখিটি তখন ডানার কসরতে সজোর

বোমারু বিমান, আর
পিঁপড়েটি সমুদ্রের জলজ
পেটের জল।

লজ্জাবতী পাতার মতো

মেহেদী ইকবাল

কারো সাতে নেই পাঁচে নেই
নীরবে নিজের মতো থাকি
নির্লজ্জ দেখে দাপাদাপি ইতরের চুপ করে থাকি
তেল নুন বাড়লে দাম চালের
নিরুপায় হতাশ! অপরাহ্নে
তাকিয়ে থাকি দূর আকাশের দিকে
ইচ্ছে হয় ছোট ছোট পাখিদের মতো থাকি বসে তারের উপরে।

অভাবিত উন্নয়ন দেখি আর দেখি আলোর ফোয়ারা
দেখি আতশবাজি উল্লাস
উৎসবে দেখি বিচিত্র তামাশা ভীড়ের!

ম্লানমুখ
ভাঙ্গারি থেকে ফিরে আসা নিরন্ন শিশুটিকে দেখি
লজ্জাবতী পাতার মতো নুয়ে থাকা

দেখি ব্যথাদীর্ণ লজ্জিত মুখ বাংলাদেশের!

মৌনমুখী

জসীম উদ্দীন মুহম্মদ

নিঃশব্দে জেগে থাকি রাত্রির অসম সহযাত্রী
আশেপাশে এখন আর ঝিঁঝিঁ ডাকে না
ব্যস্ত সড়কে সারারাত-ই ধুলো ওড়ে, কিছুক্ষণ পর পর
এটম বোমা ফাটার মতোন গাড়ির হর্ণ ফাটে!

ঘুমন্ত মানুষগুলোকে বড় সুখী মনে হয়
তবে এরা মোটেই রোমান্টিক না
নিঃসীম রাত্রির নিস্তব্ধ সৌন্দর্য এরা বুঝে না
বুঝতে চায়ও না
কেবল নিরব-নিথর পড়ে থাকে
শরীরে শরীর চাওয়ার পর... অতঃপর!

তবুও আমি একা নই...এই প্রবাস প্রহর
কিছু কিছু নক্ষত্রের সাথে দৈবাৎ মিতালিও হয়
ওরা আমার লোমশ পোক্ত বুকে হাত বুলিয়ে দেয়
বাঁ চোখের বড় পাপড়িটা নিয়ে শিশুদের মতোন খেলে
আমার বাবার কথা মনে হয়
আমার মায়ের কথা মনে হয়...
অতঃপর আবার সমস্ত ব্রহ্মান্ড মৌনমুখী হয়!!

একটু ভালোবাসায় জিরিয়ে নেয়া ছাড়া

শাহীন ইবনে দিলওয়ার

খুব ভোরবেলা বৃক্ষের শরীর ছুঁয়ে
যাওয়া কচি লাল সূর্যাভায় রাঙানো ডালপালা
জানে ভালোবাসার স্পর্শে কি বিমোহন
চোখের সমূহ শক্তি ঢেলে যদি একবার তেমন
ভালোবাসা দিতে প্রকৃতিকে সহজেই
হারিয়ে দেয়া যেতো।

মানুষের চেয়ে বড়ো কিছু নেই
মানুষের চেয়ে বেশী ভালোবাসাবাসি কেনো?
কি হয়েছে তোমার শ্রেষ্ঠত্বের?
হাত পা গুটিয়ে পরাজিত হতে ভালোবাসো?

জোর করে নেবো না শরীর
ভালোবাসাহীন শরীরে থাকে কালোসাপ
ছোবলে দেহ মন বিবর্ণ হয়
চোখে আগুন থাকলে সে চোখে নরকবাস
ভালো না বাসলেও অপ্রেমে গুড়িয়ে দিও না স্বপ্ন
এই নিয়ে বেঁচে আছি।

সকল চাওয়া পাওয়াকে সেই কবে ছুটি দিয়েছি
যদি তাতে স্বস্তি মেলে
দীর্ঘ পথ পেরিয়ে এখন কিছু চাই না
ক্যাবল একটু ভালোবাসায় জিরিয়ে নেয়া ছাড়া
কোনো উচ্চাকাঙ্খা নেই।

শেকড় সন্ধানী

রজব বকশী

কত সময় তোমাকে একলা পাই না
তাই ইশারায় ডাকি

তুমি এসো ঘুমভাঙা ভোরের ঢেউয়ে
সুন্দর সকাল শুভ সূচনায় অগ্রবর্তী হই
প্রসন্ন সবুজ মনে দুপুর মিত্রের সাথে সন্ধিচুক্তি করি

রাত্রি নামার আগেই
চলো প্রিয়তম ক্লান্ত বিকেল ও সন্ধ্যাবরণকে
জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি মনে করে উপভোগ করি

সব জয়ের পিছনে ঘামরক্তস্রোত কথা বলে
ত্যাগের মহিমা অন্ধকারে সূর্য হয়ে জেগে ওঠে

জল স্থল অন্তরীক্ষে
কল্পনার ডানা মেলে উড়ি বহুদূর
অলঙ্কার চিত্রকল্প উপমায় ঋদ্ধ করে তুলি

প্রকৃতি নিজস্ব রঙ ছন্দ গন্ধে সৌন্দর্যলীলায়
আর মানুষ কথায় কাজে সুন্দর যাপন উপভোগ করে

মিতবাকের অনন্য নিদর্শন প্রস্ফুটিত করে
নব ধ্যান ধারণার পথ ধরে হাঁটি
শেকড় সন্ধানে

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	87-54 168th Street, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	859 Fillmore Ave
Jackson Heights, NY 11372	Jamaica, NY 11432	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14212
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549

মঞ্চে নোবেলের মাতলামি জুতা ছুড়ে মারলেন দর্শকরা



ঢাকা ডেস্ক, ২৯ এপ্রিল : বিভিন্ন সময় বিতর্কিত কর্মকাণ্ডের জন্য প্রায় সময় আলোচনা-সমালোচনায় থাকেন জি-বাংলার মাধ্যমে আলোচনায় আসা কণ্ঠশিল্পী মাইনুল আহসান নোবেল। কখনো কখনো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নেতিবাচক মন্তব্যের জন্যও কটাক্ষের মুখে পড়তে হয় এ শিল্পীকে। এবার মঞ্চে গান পরিবেশন করতে গিয়ে মাতলামি ও অসংলগ্ন আচরণ করতে দেখা গেল নোবেলকে।

বৃহস্পতিবার কুড়িগ্রাম ফুলবাড়ি ডিগ্রি কলেজের ৫০ বছরপূর্তি ও সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে সংগীত পরিবেশনার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয় নোবেলকে।

স্থানীয়রা জানান, ওই দিন রাত ৯টার দিকে মঞ্চে গান পরিবেশনের কথা ছিল নোবেলের। কিন্তু সে মঞ্চে উঠেন রাত ১১টা ২০ মিনিটে। মঞ্চে গান গাওয়ার একপর্যায়ে মাতলামি শুরু করেন। মাতলামি করতে করতে বসে পড়েন।

মঞ্চে এমন অসংলগ্ন আচরণ দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন উপস্থিত দর্শক-শ্রোতারা। একপর্যায়ে তারা জুতা ও পানির বোতল ছুড়ে মারতে থাকেন গায়ক নোবেলকে। পরে আয়োজক কর্তৃপক্ষ মঞ্চ থেকে সরিয়ে নেয় তাকে। এদিকে এ ঘটনার একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। সেখানে নোবেলকে মাতলামি করা ছাড়াও মাইক্রোফোনের স্ট্যান্ড ভাঙচুর করতে দেখা গেছে।

২৩ বছর পর একই চরিত্রে ঐশ্বরিয়া



ঢাকা ডেস্ক, ২৮ এপ্রিল : ২৩ বছর পর আবার একই নামের চরিত্রে দেখা যাবে ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চনকে। আবারো তাকে নন্দিনীর চরিত্রে দেখা যাবে। এবার এই একই নামের চরিত্রে দুই ছবিতে অভিনয় করার অভিজ্ঞতা জানালেন তিনি।

হাম দিল দে চুকে সনম ছবিতে ঐশ্বরিয়ার চরিত্রের নাম ছিল নন্দিনী। এখন তাকে মণি রত্নমের পন্নিয়িন সেলভান ছবিতেও রানি নন্দিনীর চরিত্রে দেখা যাচ্ছে। তিনি জানান, এমন দুই শক্তিশালী নারীর চরিত্রে অভিনয় করতে পেরে তিনি ধন্য। গত বছর পন্নিয়িন সেলভান-১ মুক্তি পেয়েছিল। এবার ২৮ এপ্রিল মুক্তি পাচ্ছে পন্নিয়িন সেলভান-২।

মঙ্গলবার ছবির প্রচার অনুষ্ঠানে ঐশ্বরিয়াকে প্রশ্ন করা হয় আবার এই নন্দিনীর চরিত্রে অভিনয় করে তার কেমন লাগছে? উত্তরে তিনি বলেন, হাম দিল দে চুকে সনম ছবির নন্দিনী মানুষের মনে থেকে গেছে। আমার কাছেও এ চরিত্রটা ভীষণ স্পেশাল ছিল। সঞ্জয় লীলা বনশালির পর আবার মণির সঙ্গে এই একই নামের চরিত্রে অভিনয় করতে পারাটা সত্যিই দারুণ ব্যাপার। আমি খুব ভাগ্যবতী যে আমি পর্দায় এমন শক্তিশালী নারী চরিত্রে অভিনয় করতে পেরেছি।

হাম দিল দে চুকে সনম ছবিতে অভিনেত্রীকে আগের সাজে দেখা গিয়েছিল। সেখানে তার সঙ্গে সালমান খান অর্থাৎ সমীরের প্রেম হয়; কিন্তু তাকে তার বাবা জোর করে অজয় দেবগনের সঙ্গে অর্থাৎ বনরাজের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেন। এরপর কী হয় সেটা নিয়েই এই ছবি।

অন্যদিকে পন্নিয়িন সেলভান ছবিতে তাকে রানি নন্দিনীর চরিত্রে দেখা যাবে। প্রথম ভাগে তার চরিত্রটার একঝলক দেখা গিয়েছিল। দ্বিতীয় ছবিতে তার দুই কাল অর্থাৎ বৃদ্ধ এবং যৌবনকাল দুটোকেই তুলে ধরা হবে।

নিজের একাধিক প্রেম নিয়ে যা বললেন পরীমনি

ঢাকা ডেস্কঃ : ঢাকাই সিনেমার নায়িকা পরীমনি সম্প্রতি আনন্দবাজার পত্রিকাকে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। সাক্ষাৎকারে নিজের জীবনে আসা একাধিক প্রেম নিয়ে কথা বলেছেন তিনি।

বর্তমানে স্বামী চিত্রনায়ক শরিফুল রাজ এবং ছেলে শাহীম মোহাম্মদ রাজ্যকে নিয়ে সুখে-শান্তিতে দিন কাটাচ্ছেন পরী। প্রেম নিয়ে প্রশ্ন করা হলে পরী বলেন, 'আচ্ছা একটা ব্রেকআপের পর মানুষ কী করে! আরেকটা ছেলে দেখব প্রেম করব, এটাই তো স্বাভাবিক। প্রেমিক গোলাপ ফুল দিলে সেটাও আমি সবাইকে দেখাই। তেমনই ব্রেকআপ হলে মন খারাপ থাকে। সেই অনুভূতিটাও আমি উদযাপন করি। সেটাও আবার সবাইকে জানাই। আর কী করব!' যখন তিনি নায়িকা হননি তখন দূর-সম্পর্কের এক ভাইকে বিয়ে করেছিলেন। সেই সম্পর্ক টেকেনি। তার দুই বছর পরে ফেরদৌস কবীর সৌরভ নামে এক ব্যক্তিকে বিয়ে করেন তিনি। তার ইচ্ছাতেই নাকি বিনোদন জগতে পা রাখেন পরীমনি। পরে সৌরভের সঙ্গেও বিচ্ছেদ হয় তার। ক্যারিয়ারের প্রথমদিকে প্রযোজক নজরুল ইসলাম রাজের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল তার। তবে তার সঙ্গে বিয়ে হয়নি।

সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ ভাইরাল হতে চায় না: ওমর সানী



ঢাকা ডেস্ক, ২৮ এপ্রিল : সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যথেষ্ট নিয়মিত ওমর সানী। বিভিন্ন বিষয়ে নিজের মতামত প্রকাশ করেন তিনি। এবারও তাই করলেন। তবে নিজের ফেসবুকে না। একটি অনলাইন গণমাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাৎকারে। কারা ভাইরাল হতে চায় এ প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সানী জানান, সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ ভাইরাল হতে চায় না।

তিনি বলেন, 'কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ ভাইরাল হতে চায় না। শিক্ষিত মানুষ, পরিবেশের মানুষ, সভ্যসমাজের মানুষ, ভালো পরিবারের ছেলেমেয়ে ভাইরাল হতে চায় না। যারা একটু থার্ড ক্লাস, পরিবার নেই, পরিজন নেই, তারাই ভাইরাল হতে চায়।'

তিনি আরও বলেন, 'এখন কথায় কথায় ভাইরাল। ভাইরাল শব্দটা নির্দিষ্ট করে দেওয়া উচিত।'

এ সময় সবার প্রতি ঢাকাই সিনেমার জনপ্রিয় এ অভিনেতা অনুরোধ করেন, 'আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ– আপনারা আমাদের সঙ্গে একই ধরনের ভাইরাল হতে চান, এমন হতে চান, এগুলো বলবেন না। এগুলো বলবেন বস্তিতে গিয়ে!'

একসময় পর্দা কাঁপিয়েছেন ওমর সানী। ছিলেন নব্বই দশকের সুপারস্টার। তবে আজকাল অভিনয়ের চেয়ে বেশি ব্যস্ত থাকেন নিজের ব্যবসা নিয়ে।

সংগীতশিল্পী ন্যান্সির স্বর্ণপদক চুরি, স্বামীসহ গৃহকর্মী কারাগারে



ঢাকা ডেস্ক: জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী নাজমুন মুনিরা ন্যান্সির বাসা থেকে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারসহ অন্যান্য অলংকার চুরির মামলায় গৃহকর্মী মোছা. তাহমিনা ও তার স্বামী শাকিলকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত।

বৃহস্পতিবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট রশিদুল আলমের আদালত তাদের কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

এদিন আদালতে হাজির করে মামলার সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে তাদের পাঁচ দিনের রিমান্ডে নিতে আবেদন করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা গুলশান থানার উপ-পরিদর্শক ছাদেক মিয়া। কিন্তু মামলার তদন্ত কর্মকর্তা আদালতে না আসায় তাদের কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়ে আগামী ২ মে তদন্ত কর্মকর্তার উপস্থিতিতে রিমান্ড শুনানির দিন ধার্য করেন আদালত।

ন্যান্সি জানান, গত ১৭ এপ্রিল বাসার ওয়্যারড্রব পরিষ্কার করতে গিয়ে চুরির বিষয়ে টের পান। কারণ সেখানে থাকা জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের স্বর্ণপদক এবং আরও কিছু জুয়েলারি খুঁজে পাননি তিনি।

এ ঘটনায় ২৬ এপ্রিল রাজধানীর গুলশান থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন এই গায়িকা। অভিযোগে সন্দেহভাজন হিসেবে উল্লেখ করেছেন নিজ বাসার দুই গৃহকর্মীর নাম।

এ প্রসঙ্গে ন্যান্সি বলেন, 'আমি বাসার দুই গৃহকর্মীকে সন্দেহ করছি। দুজনই খুব অস্বাভাবিক কারণ দেখিয়ে কাজ ছেড়ে চলে গেছেন। শুরুতে চুরির ঘটনাটি পুলিশের কাছে মৌখিকভাবে জানাই। তারা এসে সহজে বিষয়টির সমাধানের চেষ্টা করেছেন; কিন্তু সন্দেহভাজনরা অস্বীকার করায় শেষপর্যন্ত থানায় লিখিত অভিযোগ দিলাম।'

এদিকে চুরির ঘটনায় ন্যান্সি বেশ কষ্ট পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'অন্য যেসব জুয়েলারি নিয়েছে, সেগুলো নিয়ে আমার আক্ষেপ নেই। আমার ব্যবহৃত অলংকার ভবিষ্যতে আমি আবারো কিনে নিতে পারব; কিন্তু পুরস্কার, সম্মান তো কেনা যায় না। তাছাড়া এ পুরস্কার আমার জন্য অনেক স্পেশাল। কারণ এটি আমার প্রথম ও একমাত্র জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার। আর যতদূর জানি, আমি যখন পুরস্কারটি পাই, তখন সর্বকনিষ্ঠ গায়িকা হিসেবে পেয়েছি। সুতরাং এটা ঘিরে আমার আবেগ আসলে বলে বোঝানো যাবে না।'

উল্লেখ্য, ২০১১ সালে 'প্রজাপতি' সিনেমায় 'দু দিকেই বসবাস' গানের জন্য শ্রেষ্ঠ গায়িকার পুরস্কার পান ন্যান্সি। সেটাই চুরি হয়েছে তার বাসা থেকে।

স্ত্রীকে হিন্দিতে কথা বলতে বারণ করে বিতর্কে এআর রহমান



ঢাকা ডেস্ক: ভারতের অন্যতম সংগীত পরিচালক এআর রহমান বিতর্কে জড়িয়েছেন। মঞ্চে স্ত্রীকে হিন্দিতে কথা বলতে নিষেধ করে বিতর্কে জড়ান তিনি। আর সেই ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পরই শুরু হয় বিতর্ক। খবর আনন্দবাজার পত্রিকার।

প্রতিবেদনে বলা হয়, এআর রহমান সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে পুরস্কার নিতে মঞ্চে হাজির হন। সঙ্গে ছিলেন তার স্ত্রী সায়রা বানুও। পুরস্কার নেওয়ার পর প্রথমে মাইক্রোফোনে কথা বলেন রহমান।

তিনি বলেন, আমি নিজের সাক্ষাৎকার দেখতে একদম পছন্দ করি না; কিন্তু আমার স্ত্রী বারবার করে সেগুলো দেখতে থাকেন। কারণ তার নাকি আমার গলার আওয়াজ খুব পছন্দের।

এরপর স্ত্রীকে মাইক্রোফোন এগিয়ে দেন রহমান। তবে তার আগেই স্ত্রীকে রহমান বলেন, হিন্দিতে নয়, তামিলে কথা বলবে।

রহমানের এ কড়া নির্দেশ শুনেই কিছুটা থতমত খেয়ে যান সায়রা। ক্যামেরায় ধরাও পড়ল তা। তারপর যদিও মাইক নিয়ে মঞ্চে সাবলীল ইংরেজিতেই কথা বলেন সায়রা বানু।

রহমানের স্ত্রী বলেন, আমাকে ক্ষমা করবেন, আমি তামিলে কথা বলতে খুব একটা স্বচ্ছন্দ নই। আমি খুব খুশি যে, রহমান এ পুরস্কার পেয়েছেন। তার গলার আওয়াজ আমার সব থেকে বেশি পছন্দের। ওই আওয়াজের প্রেমেই পড়েছিলাম আমি। সায়রা বানুর চোখেমুখে তখন গর্বের ছাপ স্পষ্ট।



ফখরের সেঞ্চুরিতে পাকিস্তানের ৫০০তম ওয়ানডে জয়

ঢাকা ডেস্কঃ তৃতীয় পুরুষ দল হিসেবে ওয়ানডে ক্রিকেটের ইতিহাসে ৫০০তম জয়ের রেকর্ড গড়ল পাকিস্তান। এর আগে এই রেকর্ড ছিল শুধু অস্ট্রেলিয়া ও ভারতের দখলে। অনন্য এই মাইলফলক ছোঁয়ার রাতে নিউজিল্যান্ডকে ৫ উইকেটে হারিয়েছে বাবর আজমের দল।

স্বাগতিক পাকিস্তানের দারুণ এই জয়ে স্নান হয়ে গেছে কিউই ব্যাটার ড্যারিল মিচেলের ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় সেঞ্চুরি।

বৃহস্পতিবার রাওয়ালপিন্ডিতে পাঁচ ম্যাচ ওয়ানডে সিরিজের প্রথমটিতে মুখোমুখি হয় পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ড। যেখানে জয় তুলে নিয়ে সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেছেন স্বাগতিকরা।

রান তাড়ায় ফখরের সঙ্গে ইমাম-উল-হকের ১২৪ রানের ওপেনিং জুটিতে নিউজিল্যান্ডকে অনেকটাই পেছনে ফেলে পাকিস্তান। ২২তম ওভারে সে জুটি ভাঙেন ইশ সোধি, ৬৫ বলে ৬০ রান করা ইমামকে এলবিডব্লু করে। ইমাম ফেরার পর বাবর আজমকে নিয়ে ফখর গড়েন ৯০ রানের জুটি। ৫৩ বলে ফিফটি করেছিলেন ফখর, ক্যারিয়ারের নবম সেঞ্চুরি পূর্ণ করতে এ বাঁহাতির লেগেছে ৯৯ বল। ফিফটির ১ রান আগেই অবশ্য থামেন বাবর, শান মাসুদও ফেরেন দ্রুতই। তবে মোহাম্মদ রিজওয়ানকে নিয়ে ফখর ছিলেন আরও কিছুক্ষণ, ৪৩তম ওভারে তার আউট হওয়ার সময় পাকিস্তান ছিল নিরাপদই। এর পর সালমান আগা ফিরলেও ৪২ রানে অপরাজিত রিজওয়ান পাকিস্তানকে জয় এনে দেন।

ব্যাটিংয়ে ফখর তার সেঞ্চুরি ইনিংসেই ছিলেন উজ্জ্বল। এর আগে বোলিংয়ে পাকিস্তানের সবচেয়ে উজ্জ্বল নাসিম শাহ এদিন পেয়েছেন মাত্র ২ উইকেট। কিন্তু এ ফাস্ট বোলারের ১০ ওভারে ২৯ রানে ২ উইকেটের বোলিং ফিগারই ছিল ম্যাচে দুই দলের বড় একটা পার্থক্য।

প্রথম ৪ ওভারে নাসিম দেন মাত্র ৮ রান। যদিও পাকিস্তানকে প্রথম ব্রেকথ্রু এনে দেন তার জায়গায় বোলিংয়ে আসা হারিস রউফ। চ্যাড বোজ কট বিহাইন্ড হলে ভাঙে ৪৮ রানের ওপেনিং জুটি। পরের উইকেট পেতে পাকিস্তানকে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। মিচেল ও ইয়াং ১০১ বলে যোগ করেন ১০২ রান। ৫১ বলে ৫০ পূর্ণ করা ইয়াং গতি বাড়ান ফিফটির পর। পরের ২৬ বলে করেন ৩৬ রান। তবে শাদাবের একটু বাড়তি স্পিনের ডেলিভারিতে তুলে মারতে গিয়ে লং অফে ধরা পড়েন তিনি।

মিচেলের সঙ্গে টম লাথামের জুটিতে ৭৯ বলে ৭২ রান ওঠে ঠিকই, কিন্তু লাথাম ঠিক স্বচ্ছন্দে ছিলেন না। সে জুটিতে তার অবদান ৩৬ বলে ২০ রান। শাহিন শাহ আফ্রিদির ফুলটস মিস করে তিনি এলবিডব্লু হন, সেটিতে আবার রিভিউও নেন। লাথামকে বাঁচাতে পারেনি সে রিভিউও।

লাথাম আউট হওয়ার সময় সেঞ্চুরি থেকে মাত্র ২ রান দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন মিচেল। ওয়ানডে ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় সেঞ্চুরি তিনি পান ১০৩তম বলে, আফ্রিদিকে চার মেরে। ক্রিজে সেঞ্চুরি করা মিচেল, ৪৩ ওভার শেষে ৩ উইকেটে ২৪৩ রান–নিউজিল্যান্ড বড় স্কোরের পথে ছিল তখনো। পরের ওভারে মার্ক চ্যাপম্যানের উইকেটের পরই যেন সে পথ হারিয়ে ফেলে কিউইরা। চ্যাপম্যানের উইকেটও নেন রউফ।

বাবর নাসিমকে টানা বোলিং করাননি। তবে যখনই এনেছেন, নাসিম তৈরি করে গেছেন চাপ। আঁটসাঁট বোলিংয়ের পুরস্কার নাসিম পান ইনিংসের শেষ ২ বলের ২ উইকেটে। মিচেল অবশ্য ফেরেন ৪৭তম ওভারেই, আফ্রিদির বলে মিড উইকেটে ক্যাচ দিয়ে। শেষ ১০ ওভারে ৬৬ রান তুলতেই ৪ উইকেট হারায় নিউজিল্যান্ড।

পাকিস্তানের বিপক্ষে টস জিতে ব্যাটিংয়ে নিউজিল্যান্ড

ঢাকা ডেস্ক, ২৮ এপ্রিল : পাকিস্তানের বিপক্ষে টস জিতে ব্যাটিংয়ে নেমেছে নিউজিল্যান্ড। পিন্ডি ক্রিকেট স্টেডিয়ামে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম ওয়ানডেতে মুখোমুখি হয়েছে দুই দল।

এর আগে পাঁচ ম্যাচ টি-টোয়েন্টি সিরিজ জেতার সুযোগ হারায় পাকিস্তান। ২-০ তে এগিয়ে থেকেও সিরিজ হেরে যায় স্বাগতিকরা। এ নিয়ে সমালোচনা শুনতে হচ্ছে বাবর আজমদের।

আজ ওয়ানডেতে ঘুরে দাঁড়াতে চাইবে পাকিস্তান। তাই আজকের ম্যাচে সেরা একাদশ বেছে নিয়েছে দলটি।

টি-টোয়েন্টি সিরিজে একপর্যায়ে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে ছিল পাকিস্তান। কিন্তু সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়ায় নিউজিল্যান্ড। আইপিএল, চোট ও অন্যান্য কারণ মিলিয়ে সেরা দলের অন্তত ৭-৮ জনকে ছাড়া এই সিরিজ খেলতে নেমে শেষ পর্যন্ত সিরিজ ড্র করেন কিউইরা। একটি ম্যাচ ভেসে যায় বৃষ্টিতে।

শেষ ম্যাচে ১৯৩ রানের পুঁজি গড়ার পর বোলিংয়ে প্রথম ওভারে ২ উইকেট তুলে নেয় পাকিস্তান।

মাহমুদউল্লাহর বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে যা জানালেন সুজন

ঢাকা ডেস্ক: ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সবশেষ সিরিজে খেলেছেন মাহমুদউল্লাহ। আয়ারল্যান্ড সিরিজে তাকে বিশ্রাম দেওয়া হয়। আইরিশদের বিপক্ষে ফিরতি সিরিজেও তিনি দলে নেই।



বিসিবি গেম ডেভেলপমেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান খালেদ মাহমুদ মনে করেন, ভারতে ওয়ানডে বিশ্বকাপেও মাহমুদউল্লাহর খেলার সম্ভাবনা ক্ষীণ। আগেই টেস্ট থেকে অবসর নেওয়া মাহমুদউল্লাহর আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার তবে কি শেষ?

বৃহস্পতিবার মিরপুর স্টেডিয়ামে খালেদ মাহমুদ বলেন, 'মাহমুদউল্লাহ নিশ্চিতভাবে আমাদের একজন গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়। অনেক ম্যাচ জিতিয়েছে সে। তবে মাহমুদউল্লাহ যেহেতু জাতীয় দলে নেই, আমি তাকে বিশ্বকাপ দলে দেখছি না। তাকে যদি বিশ্বকাপ দলে দেখতাম, তাহলে সে সবশেষ সিরিজগুলোতে থাকত।'

মাহমুদ বলেন, 'মাহমুদউল্লাহ এখন জাতীয় দলে নেই। কি পরিকল্পনা হচ্ছে তাকে নিয়ে জানি না। গণমাধ্যমে যা দেখছি সেটাই জানছি।' মাহমুদউল্লাহর জায়গায় সুযোগ পাওয়া তাওহিদ হৃদয়ের পারফরম্যান্স ভালো। এজন্য সাবেক টি ২০ অধিনায়কের ফেরা আরও কঠিন।

মাহমুদ যোগ করেন, 'হৃদয় ভালো করছে। মুশফিকও ভালো করছে।' তিনি বলেন, 'বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করতে হবে। চিন্তা করতে হবে তাকে দলে কতটা দরকার, তার জায়গায় যারা খেলছে তাদের পারফরম্যান্স কেমন। তারা যদি পারফর্ম করে তাহলে মাহমুদউল্লাহর সম্ভাবনা কম থাকবে। তবে সে অভিজ্ঞ। দলের প্রয়োজনে সে ফিরলে হয়তো পারফর্ম করবে, এই বিশ্বাস।'

এদিকে ঢাকা লিগেও তেমন কিছু করতে পারেননি মোহামেডানের মাহমুদউল্লাহ। ১১ ম্যাচে ২৮.৪০ গড়ে তার রান মাত্র ২৮৪।



শাহিনের পারফরমেন্সের সমালোচনায় শ্বশুর আফ্রিদি

ঢাকা ডেস্ক, ২৮ এপ্রিল : নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের শেষ ম্যাচে পাকিস্তানের পরাজয় মেনে নিতে পারছেন না সাবেক অধিনায়ক শহীদ আফ্রিদি। জামাতা শাহীন আফ্রিদির বোলিংয়ের সমালোচনাও করেছেন তিনি। বললেন, গুরুত্বপূর্ণ সময়ে খেই হারিয়েছে পাকিস্তানের বোলিং আক্রমণের মূল অস্ত্র শাহিন শাহ আফ্রিদি। খবর ক্রিকেট পাকিস্তানের।

সোমবার এই ম্যাচে মার্ক চাপম্যানের অসাধারণ এক সেঞ্চুরিতে পাকিস্তান হেরে যায় ৬ উইকেটে। একপর্যায়ে যদিও দারুণ অবস্থানে ছিল বাবর আজমের দল। ১৯৩ রানের পুঁজির পর বোলিংয়ে নেমে শাহিন আফ্রিদি প্রথম ওভারেই পাকিস্তানকে এনে দেন দুই উইকেট।

শাহিনের দ্বিতীয় ওভারে অবশ্য চারটি বাউন্ডারি মারেন কিউই ওপেনার চ্যাড বাওয়েস। তবে সেটিও বড় কিছু মনে হয়নি তখন। বাওয়েস আউট হয়ে যান ১৯ রান করেই। ১০ ওভার শেষে নিউজিল্যান্ডের রান ছিল ৪ উইকেটে ৭৩। শেষ ১০ ওভারে তাদের প্রয়োজন পড়ে ১২১ রানের।

জিমি নিশামকে নিয়ে চাপম্যান অবিশ্বাস্য ব্যাটিংয়ে সেখান থেকেই নিউজিল্যান্ডকে জিতিয়ে দেন। এই জুটির সময়ই শাহিন দলের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি বলে মনে করেন শহীদ আফ্রিদি।

শহীদ আফ্রিদি বলেন, ম্যাচ জয়ের ক্ষেত্রে লাইন ও লেন্থে ধারাবাহিক থাকা জরুরি। শাহিন শুরুটা করেছিল দুর্দান্ত। কিন্তু যখন দলের সবচেয়ে প্রয়োজনের সময়, সে তখন ভুল জায়গায় বল রেখেছে, অনেকটা এলোমেলো বল করেছে।

চাপম্যান ও নিশামের জুটি যখন বিপজ্জনক হয়ে উঠছে, জুটি ভাঙতে তখন ১৪তম ওভারে বোলিংয়ে আনা হয় শাহিনকে কিন্তু তার বোলিংয়ে ধার ছিল না। চাপম্যানের একটি ছক্কাসহ ওভার থেকে আসে ১২ রান।

পরে ৩ ওভারে যখন প্রয়োজন ২৮ রান, তখনো শেষ ভরসা হিসেবে আবার শাহিনের হাতে বল তুলে দেন পাকিস্তান অধিনায়ক বাবর আজম। এবার শাহিনের ওভারে তিন বাউন্ডারিতে ১৬ রান নিয়ে ম্যাচের ভাগ্য অনেকটা নিশ্চিত করে দেন চাপম্যান।

শুধু শাহিন নয়, শহীদ কাঠগড়ায় তুললেন শাদাব খানকেও। দুই বাঁহাতি চাপম্যান ও নিশামের সামনে এদিন মোটেও সুবিধা করতে পারেননি এই লেগ স্পিনার। ২ ওভার বোলিংয়ে তিনি রান দেন ২৯। শহীদ আফ্রিদির মতে, ব্যাটিংয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে গিয়ে বোলিংকে অবহেলা করছেন শাদাব।





ইরাকে একজন মার্কিন সেনাও থাকতে পারবে না: খামেনি

ঢাকা ডেস্ক, ৩০ এপ্রিল : ইরানের শীর্ষ নেতা আয়াতুল্লাহ খামেনি বলেছেন, একজন মার্কিন সেনাও ইরাকে থাকতে পারে না।

তেহরানে শনিবার ইরাকের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠককালে এ কথা বলেন আরানের ওই সর্বোচ্চ নেতা। খবর আনাদোলুর।

গত বছরের অক্টোবরে নির্বাচিত হওয়ার পর ইরাকি প্রোসডেন্ট আবদুল লতিফ রাশিদের এটিই প্রথম ইরান সফর।

আয়াতুল্লাহ খামেনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র কখনো কারও বন্ধু হতে পারে না। মার্কিন সেনাদের দ্রুত ইরাক থেকে বের করে দিতে বলেন তিনি।

এ সময় তিনি ইরাকের প্রেসিডেন্টকে বলেন, আমরা ওভয়ঙ্কর শত্রু থেকে এখন পরস্পরের অন্তরঙ্গ বন্ধু হতে চাই। ইরাক-ইরানের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক আরও জোরদার করতে চাই।

এর আগে শনিবার সকালে ইরাকের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠক করেছেন ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি।

পরে এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ইরান এ অঞ্চলে বিদেশি সেনাদের আনাগোনা পছন্দ করে না। আঞ্চলিক নিরাপত্তা জোরদার করতে ইরাকের সঙ্গে সহযোগিতা বৃদ্ধি করার চুক্তি করেছে ইরান।

রাইসি বলেন, আমরা আমাদের নিজেদের স্বার্থে আমাদের মধ্যে সহযোগিতার হাত আরও সম্প্রসারিত করছি। মার্কিনিরা তাদের নিজেদের স্বার্থ ছাড়া অন্য কিছুই বোঝে না। তাই তাদের আর এ অঞ্চলে দেখতে চাই না।

শিশুর প্রতি জার্মান পুলিশের নির্দয় আচরণের ভিডিও ভাইরাল

ঢাকা ডেস্ক, ৩০ এপ্রিল : জার্মানির পুলিশ একটি মুসলিম পরিবারের ছোট্ট শিশুকে জোর করে তার বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গেছে।

এ সময় ছোট্ট ওই শিশুটি ভয়ে কুকড়ে গেছে, বারবার বাবা-মায়ের কাছে আসতে চাচ্ছে; কিন্তু জার্মানির শিশু সুরক্ষা পুলিশের নির্দয় সদস্যরা ভয়ার্ত ওই শিশুটিকে জোর করে তুলে নিয়ে গেছে। খবর আনাদোলুর।

পুলিশের এ অমানবিক আচরণের ভয়ানক ভিডিও নেটমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। বিশ্ববাসী পুলিশের এ আচরণে স্তব্ধ হয়ে গেছে। কঠোর ভাষায় নিন্দা জানিয়েছেন এ বর্বরতার।

পুলিশ জানায়, স্কুল কর্তৃপক্ষ পুলিশের কাছে এমন তথ্য দিয়েছে যে, শিশুটির বাবা-মা তাকে (শিশুটিকে) ইসলামে সমকামিতা পাপ এমন শিক্ষা দিচ্ছেন।

জার্মানির ব্রেমেরহেভেন শহরে গত সপ্তাহে এ ঘটনা ঘটে। এ সময় পুলিশ কর্মকর্তাদের কাছে অনেক অনুনয়-বিনয় করে শিশুটির বাবা-মা বলেন, আমাদের ছোট এ সন্তানটি অসুস্থ, তাকে আমাদের কাছে ছেড়ে দিন। তার পরও পুলিশ ছোট ওই শিশুটিকে টেনেহিঁচড়ে তুলে নিয়ে গেছে।

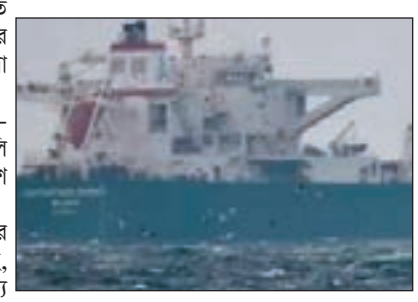
তবে পুলিশের দাবি, আদালতের নির্দেশে তারা শিশুটিকে তুলে নিয়ে গেছেন। তারা কেবল আদালতের নির্দেশ পালন করেছেন মাত্র।

কেউ হয়তো আদালতে মুসলিম শিশুটির বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করে মামলা করেছে। তার জেরে আদালত শিশুটিকে তুলে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

তবে এ বিষয়ে জার্মানির শিশু সুরক্ষা সংস্থা এ বিষয়ে এখনো কোনো মন্তব্য করেনি।

নতুন বিরোধে জড়িয়েছে ইরান-যুক্তরাষ্ট্র

ঢাকা ডেস্ক, ৩০ এপ্রিল : ওমান সাগর থেকে মার্শাল দ্বীপপুঞ্জের পতাকাবাহী একটি তেল ট্যাংকার আটক করেছে ইরান।মার্কিন জ্বালানি সংস্থা-শেভরন কর্পোরেশনের জন্য কুয়েতি অপরিশোধিত তেল বহন করে টেক্সাসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিল ট্যাংকারটি।



তুরস্ক পরিচালিত চীনা মালিকানাধীন ট্যাংকারটি হরমুজ প্রণালি হয়ে ওমান উপসাগরে প্রবেশ করেছিল।

ইরানের নৌবাহিনীর গণযোগাযোগ বিভাগ জানিয়েছে, বুধবার দিনের শেষভাগে পারস্য উপসাগরে একটি ইরানি মাছ ধরার নৌকায় আঘাত করে বিদেশি তেল ট্যাংকারটি। এ ঘটনায় কয়েকজন ইরানি জেলে আহত হন এবং দু'জন এখনও নিখোঁজ রয়েছেন। তারপর রেডিও সিগন্যাল না মেনেই ট্যাংকারটি ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। এর আট ঘণ্টা পর আদালতের আদেশের ভিত্তিতে এটিকে আটক করা হয়।

ট্যাংকারটি একটি ইরানি নৌযানে আঘাত করে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করার সময় এটিকে আটক করে ইরানের পানিসীমায় নিয়ে আসা হয়েছে।

ওমান উপসাগরে ট্যাংকার জব্দের ঘটনায় পরস্পরবিরোধী বক্তব্য দিয়েছে দুই দেশ।

মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক মার্কিন নৌবাহিনীর পঞ্চম নৌবহর বলছে, এই পদক্ষেপের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করেছে ইরান। অবিলম্বে ট্যাংকারটিকে ছেড়ে দিতে তেহরানের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে তারা।

বিবৃতিতে তারা বলেছে, ইরানের জাহাজের ক্রমাগত হয়রানি এবং আঞ্চলিক জলসীমায় নৌ চলাচলের অধিকারে হস্তক্ষেপ সামুদ্রিক নিরাপত্তা এবং বৈশ্বিক অর্থনীতির জন্য হুমকি। গত দুই বছরের ইরান অন্তত পঞ্চম বাণিজ্যিক জাহাজ আটক করেছে।

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।
দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডা: কাজী জাফরি সাত্তার
ডা: এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
718-760-5500
HOW TO REACH US
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.



বাড়ি-ক্রয়-বিক্রয়ের বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য রিয়েলটর
MURSHEDA ZAMAN
Lic. Real Estate Sales Person
171-21 Jamaica Ave., Jamaica 11432
844-464-3262
E-mail: murshedazaman@gmail.com
যোগাযোগ
Cell: 917-502-6445



গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

যুক্তরাষ্ট্রগামী তেল ট্যাঙ্কার আটক করেছে ইরান

ঢাকা ডেস্ক, ২৮ এপ্রিল : ইরানের সেনাবাহিনী ওমান উপসাগর থেকে একটি তেল ট্যাঙ্কার আটক করার দাবি করেছে। মার্শাল আইল্যান্ডের পতাকাবাহী ট্যাঙ্কারটি ইরানের একটি নৌকাকে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করার পর সেটিকে আটক করা হয় বলে রাষ্ট্রীয় মিডিয়া জানিয়েছে। ট্যাঙ্কারটি কুয়েত থেকে যুক্তরাষ্ট্র যাচ্ছিল।

ইরানি রাষ্ট্রীয় মিডিয়া জানায়, ট্যাঙ্কারটির ধাক্কায় ইরানি নৌকার বেশ কয়েকজন আহত হয় এবং দুজন এখনো নিখোঁজ রয়েছে।

এর আগে মার্কিন নৌবাহিনী জানায়, ওমান উপসাগরের আন্তর্জাতিক পানিসীমা থেকে একটি ট্যাঙ্কার জব্দ করেছে ইরানি বাহিনী।

স্যাটেলাইন ট্র্যাকিং তথ্যে দেখা যায়, বৃহস্পতিবার বিকেলে ট্যাঙ্কারটি ওমানের রাজধানী মাস্কটের ঠিক উত্তরে ওমান উপসাগরে অবস্থান করছিল।

ট্যাঙ্কারটি কুয়েত থেকে যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস রাজ্যের হিউস্টোনের দিকে যাচ্ছিল।

যে স্থানে ট্যাঙ্কারটি আটক করা হয়, সেখান দিয়ে বিশ্বের সাগরবাহী তেলের অন্তত এক তৃতীয়াংশ পাড়ি দেয়।

যুক্তরাষ্ট্র অবিলম্বে ট্যাঙ্কারটি ছেড়ে দিতে বলেছে। বাহরাইনভিত্তিক যুক্তরাষ্ট্রের পঞ্চম নৌবহর এক বিবৃতিতে জানায়, ইরান অব্যাহতভাবে আঞ্চলিক পানি-সীমার মধ্যে চলাচলকারী নৌযানগুলোকে হয়রানি করছে।

উপসাগরের স্পর্শকাতর পানিসীমার মধ্যে সাম্প্রতিক সময়ে ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে কয়েক দফা বিরোধ ঘটেছে।



SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস
(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)



একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।

Authorized e-file PROVIDER
Electronic Filing & Direct Deposit 2021 For Accurate Faster & Secure Refund

প্রফেশনাল করস্পন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।
নোটারী পাবলিক
ফ্যাক্স সার্ভিস
রেজ্যুমি
দক্ষতার সাথে রেজ্যুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।
রেজিষ্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিষ্ট্রেশন

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।
অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা। শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা
"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা
যোগাযোগ করুন ঃ এম এ কাইয়ূম
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী



SHEIKH SALIM
Attorney at Law

Accident Cases,
Medical Malpractice
& Legal Malpractice

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্ট্রাকশন দুর্ঘটনা
- ভুল চিকিৎসা
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- লেড বিষ সম্ভীয়
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- মিসিনারি ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC
Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

Wasi Choudhury & Associates LLC

SERVICES

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

- Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
- Tax Preparation:
  Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Accounting:
  Payroll, Sales Tax, etc.
- Business Licenses
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

Wasi Choudhury, EA
Admitted to practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Member : naea

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ/নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।



37-22, 61 Street, 1st Fl, Woodside, NY 11377 Tel: 718-205-3460, 718-440-6712, Fax: 718-205-3475, e-mail: wasichoudhury@yahoo.com

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD

KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

SE CI

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F and MD OCFR



বাংলাদেশের স্বাধীনতা লক্ষ প্রাণের দান

মহান স্বাধীনতার এই মাসে

সকল বীর শহীদদের প্রতি

আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

বাইডেনকে নিয়ে মন্তব্যে তোলপাড় মার্কিন রাজনীতি

ঢাকা ডেস্ক, ৩০ এপ্রিল : প্রেসিডেন্ট নির্বাচন নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক অঙ্গন এখন সরগরম। ২০২৪ সালের নভেম্বরে হবে এ নির্বাচন। নির্বাচনে ৮০ বছর বয়সী বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, আগের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পসহ বেশ কয়েকজন তারকা প্রার্থী লড়াইয়ের ঘোষণা দিয়েছেন। তবে বাইডেনের প্রার্থী হওয়া নিয়ে তোলপাড় করা বক্তব্য দিয়েছেন অন্যতম প্রেসিডেন্ট প্রার্থী নিকি হ্যালি। তিনি উল্লেখ করেছেন, ৮০ বছরের পর আর কয়দিন বাঁচবেন জো বাইডেন। তিনি তো মৃত্যুবরণ করবেন। তখন কী হবে? সূত্র : এএফপি, ডেইলি মেইল, নিউ ইয়র্ক পোস্ট, আল জাজিরা, পার্স টুডে। প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী, এরই মধ্যে দেশটিতে ভোটের জোর প্রচারণা জমে উঠেছে। প্রচারপর্বের বিশেষ অংশ হিসেবে বর্তমানে উঠে আসছে বিভিন্ন প্রার্থীর সাক্ষাৎকার। আর সদ্য এক সাক্ষাৎকারে নির্বাচনী দৌড়ে থাকা অন্যতম প্রার্থী ৫১ বছরের নিকি হ্যালি বলেছেন, 'আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে মারা যাবেন বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, ফলে যদি বাইডেন ২০২৪ সালের নির্বাচনে জিতে যান, তাহলে পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হবেন কমলা হ্যারিস।' মার্কিন চ্যানেল 'ফক্স নিউজ'কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নিকি হ্যালি দাবি করেন, 'যদি আমেরিকা বাইডেনকে দ্বিতীয়বারের জন্য সুযোগ দেয় মার্কিন প্রেসিডেন্ট হতে, তাহলে আমেরিকার আশা করা উচিত কমলা হ্যারিস হবেন প্রেসিডেন্ট।' এর সমর্থনে নিকি যুক্তি সহকারে বলেন, 'ধারণা এটাই যে, তিনি ৮৬ বছর পর্যন্ত বাঁচবেন- এমনটা আমার মনে হয় না।' তার দাবি, যে সব রাজনীতিবিদের বয়স ৭৫ বছরের ওপরে, তাদের মানসিক স্বাস্থ্য কতটা শক্তিশালী তার প্রমাণ দেওয়া উচিত। এদিকে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সদ্য ঘোষণা করেছেন- তিনি ফের একবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চলেছেন। এর মাঝেই বাইডেনের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়েও নানান প্রশ্ন ওঠে। বাইডেনকে টার্গেট করে নিকি হ্যালি বলেন, 'তিনি সাম্প্রতিক ইতিহাসের সবচেয়ে দুর্বলতম প্রেসিডেন্ট।' অন্যদিকে হোয়াইট হাউস নিরন্তর দেখানো চেষ্টা করে যাচ্ছে যে, বাইডেন সুস্থ রয়েছেন। তার প্রতিদিনের ট্রাভেল শিডিউল পেশ করা হচ্ছে, প্রকাশ করা হচ্ছে তার জগিংয়ের ভিডিও, যাতে মানুষের কাছে বার্তা যায় যে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট সম্পূর্ণ সুস্থ। বাইডেন নিজেও তার বয়স নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করতে বারণ করেছেন।



ট্রাম্প বললেন, বাইডেনকে পরাজিত করাব : ২০২৪ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জো বাইডেনকে পরাজিত করার অঙ্গীকার করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। গত বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রের নিউ হ্যাম্পশায়ারের ম্যানচেস্টারের একটি হোটেলে দেওয়া ভাষণে রিপাবলিকান দলের সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প উল্লেখ করেন, আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তিনি যদি জয়ী হয়ে হোয়াইট হাউসে ফিরতে না পারেন, তাহলে যুক্তরাষ্ট্র 'অরাজকতার' মধ্যে পড়বে। এদিন ম্যানচেস্টারের হোটেলে ট্রাম্পের নির্বাচনী প্রচারে প্রায় দেড় হাজার সমর্থক জড়ো হন। সমর্থকদের সামনে ট্রাম্প বলেন, এ নির্বাচনে ভোটারদের সামনে পছন্দের যে বিকল্প দাঁড়িয়েছে, তা হলো শক্তিমত্তা বা দুর্বলতা, সাফল্য বা ব্যর্থতা, নিরাপত্তা বা নৈরাজ্য, শান্তি বা সংঘাত, সমৃদ্ধি বা বিপর্যয়। ট্রাম্প বলেন, 'আমরা একটি বিপর্যয়ের মধ্যে বসবাস করছি। এ অবস্থায় ২০২৪ সালের ৫ নভেম্বরের ভোটে আমরা জো বাইডেনকে পরাজিত করতে যাচ্ছি। আমরা আমাদের অসমাপ্ত কাজ শেষ করতে যাচ্ছি।'

জনমত জরিপ : বিভিন্ন জনমত জরিপে দেখা যাচ্ছে, নিজ দল ডেমোক্র্যাটের ভোটারসহ বেশিরভাগ মানুষ বলছেন, প্রেসিডেন্ট বাইডেনের দ্বিতীয় দফায় নির্বাচন করা উচিত হবে না। তারপরও তিনি প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচনের ঘোষণা দিয়েছেন। ভোটারদের বেশিরভাগই বলছেন, 'তারা ৮০ বছরের একজন বৃদ্ধকে তাদের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দেখতে চান না।'



নির্বাচনি প্রচারে ফিরলেন এরদোগান

ঢাকা ডেস্ক, ৩০ এপ্রিল : তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান আবারো নির্বাচনি প্রচারের মাঠে ফিরেছেন। পেটের পীড়ার কারণে তিন দিন কোনো নির্বাচনি কার্যক্রমে দেখা যায়নি তাকে। তবে সুস্থ হয়ে শনিবার আবারো ক্যাম্পেইনে যোগ দিয়েছেন তুর্কি নেতা।

আগামী ১৪ মে দেশটিতে প্রেসিডেন্ট ও পার্লামেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। তুরস্কের ইতিহাসে এই নির্বাচনকে অতি গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। কারণ বিগত দুই দশক ধরে ক্ষমতায় আছে এরদোগানের ইসলামপন্থি একে পার্টি। এবারের নির্বাচনে তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী কামাল কিলিকদারোগ্লুর দল সিএইচপি ধর্ম নিরপেক্ষ দল। ফলে কোনো কারণে বিরোধী পক্ষ ক্ষমতায় আসলে এতদিনের ইসলামী ধারায় ছেদ পড়বে। তাছাড়া এরদোগান সরকার বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় তুরস্কের যে স্বতন্ত্র অবস্থান তৈরি করেছে সেটাও নস্যাৎ হয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

আল জাজিরা জানিয়েছে, শনিবার লাল উইন্ডব্রেকার পরে হাসিমুখে ইস্তাম্বুল এভিয়েশন ফেস্টিভ্যালের মঞ্চে হাজির হন ৬৯ বছর বয়সি এরদোগান। এ সময় হাজার হাজার সমর্থক তাকে পতাকা নেড়ে ও ফুল ছিটিয়ে স্বাগত জানান।

কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে, এদিন অনুষ্ঠানে তার দুই ঘনিষ্ঠ মিত্র আজারবাইজানের প্রেসিডেন্ট ইলহাম আলিয়েভ এবং লিবিয়ার প্রধানমন্ত্রী আবদুল হামিদ দ্বেইবাহ উপস্থিত ছিলেন। উভয় দেশ তুরস্কের আধুনিক ড্রোন ব্যবহার করে যুদ্ধ করছে।

প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার রাতে টেলিভিশনের লাইভ সাক্ষাৎকার চলাকালে অসুস্থ হয়ে পড়েন এরদোগান। এ সময় ১৫ মিনিটের জন্য সাক্ষাৎকারটি বন্ধ হয়ে যায়। তুরস্কের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ফাহরেত্তিন কোকা ওই সময় বলেন, এরদোগান গ্যাস্ট্রোএন্টেরাইটিসে ভুগছেন।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Realty Inc.

আমাদের সেবা সমূহঃ
- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সর্ট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.

Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন



Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট

New Price বিশাল মূল্যহ্রাস



রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb
১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)



প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেডলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb



বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ
বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল



লাইভ তেলাপিয়া	$3.49/lb
লাইভ বাফেলো	$3.49/lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99/lb
দেশী রুই	$1.79/lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49/lb
Porgy	$1.49/lb

শাইক কার্টকিস, স্নালবন, স্ট্রাইপ বাস, সীবাস, স্নেপার, হ্যাডক, ফ্লাউন্ডার, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

দেশী স্যালমন ফ্রাইস	$ 17.99
আমিন স্যালমন ফ্রাইস	$ 17.99
আমিন স্যালমনেলস ফ্রাইস	$ 9.99
ফ্রোজেন স্যালমন ফ্রাইস	$ 18.99
পাম্পার স্যালমন ফ্রাইস	$ 13.99
সুলতানা স্যালমন ফ্রাইস	$ 12.99

ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp
Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Directions: R, Q, V train to Northern Blvd
37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com



ট্রাম্পের কর্মকান্ড নিয়ে সাক্ষ্য দিলেন মাইক পেন্স

(ছবি আছে ইন্টার পিকচার নং-০৬)

ঢাকা ডেস্ক, ২৮ এপ্রিল : ২০২০ সাল অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ফল উল্টে দিতে সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভূমিকা নিয়ে তদন্তকারী গ্রান্ড জুরিদের সামনে হাজির হলেন সাবেক মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্স। আধুনিক ইতিহাসে প্রথমবারের মতো প্রেসিডেন্টের কর্মকাণ্ড নিয়ে সাক্ষ্য দিলেন কোনও দেশটির কোনও ভাইস প্রেসিডেন্ট।

আদালতে ট্রাম্পের পাশাপাশি অন্যান্য কর্মকাণ্ড নিয়ে প্রশ্নের মুখোমুখি হন পেন্স।

কয়েক সপ্তাহ আগে ফৌজদারী অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে আদালতে হাজির হন ট্রাম্প। এটিও ছিল মার্কিন ইতিহাসে কোনও প্রেসিডেন্টের ক্ষেত্রে প্রথম ঘটনা। পেন্সের সাক্ষ্য তদন্তে একটি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে।

জানা গেছে, পেন্স ওয়াশিংটনের ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে সাত ঘণ্টারও বেশি সময় অবস্থান করেন। তবে এ বিষয়ে সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্টের মুখপাত্ররা কোনও মন্তব্য করেননি।

পেন্স এমন সময় গ্র্যান্ড জুরির সামনে হাজির হলেন যখন ট্রাম্প ২০২৪ সালের নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থী হওয়ার দৌড়ে চ্যালেঞ্জের মুখে রয়েছেন।

পর্ন তারকা ও প্লেবয় মডেলকে ঘুষ প্রদান সংক্রান্ত অভিযোগে সম্প্রতি আদালতে হাজির হন ট্রাম্প। গোপনীয় নথি নিজের কাছে রাখা ও জর্জিয়ার নির্বাচনে হস্তক্ষেপ নিয়েও তার বিরুদ্ধে পৃথক তদন্ত চলছে।

পেন্সের উপস্থিতিকে কেন্দ্র করে ওয়াশিংটনের ফেডারেল কোর্টহাউসে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়। হলওয়ে পরীক্ষা করে প্রশিক্ষিত কুকুর।

এর আগে পেন্সের সাক্ষ্য বন্ধে আবেদন করেন ট্রাম্প। তবে বুধবার সেই আবেদন অগ্রাহ্য হয়।

যুক্তরাষ্ট্রে সংঘর্ষে দুটি হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত

ঢাকা ডেস্ক, ২৮ এপ্রিল : যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কায় একটি প্রশিক্ষণ ফ্লাইটে যাওয়ার সময় মুখোমুখি সংঘর্ষে দুটি মার্কিন সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টার বিধ্বস্তের ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছে দেশটির সামরিক বাহিনী। এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে এ ধরনের আরও একটি দুর্ঘটনা ঘটে। বৃহস্পতিবার আলাস্কায় দুর্ঘটনার বিষয়ে মার্কিন সেনাবাহিনীর ১১তম এয়ারবর্ন ডিভিশন এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এটি বিমানবাহিনীর এএইচ-৬৪ অ্যাপাচি হেলিকপ্টার। আলাস্কার কাছে একটি প্রশিক্ষণ ফ্লাইট থেকে ফিরে বিধ্বস্ত হয়েছে। ঘটনাটি তদন্তাধীন রয়েছে এবং এ বিষয়ে পরে তথ্য প্রকাশ করা হবে। দুর্ঘটনায় জড়িতদের অবস্থা তাৎক্ষণিকভাবে কিছু জানা যায়নি। এর আগে মার্চের শেষের দিকে কেনটাকিতে একটি প্রশিক্ষণ ফ্লাইটের সময় দুটি ইউএস আর্মি ব্ল্যাকহক হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়, এতে থাকা ৯ মার্কিন সেনা নিহত হয়।

আগামী নির্বাচনে বাইডেনকে যে হুঁশিয়ারি দিলেন ট্রাম্প



ঢাকা ডেস্ক, ২৯ এপ্রিল : আগামী ২০২৪ সালের নভেম্বরে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। এরই মধ্যে এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সরব হয়ে উঠেছেন সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন দেশটির বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনও। একই সঙ্গে ভোটে প্রার্থিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতার জানান দিচ্ছেন আরও অনেকেই।

এদিকে, আগামী নির্বাচনে বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে ধসিয়ে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন পূর্বসূরী ডোনাল্ড ট্রাম্প।

সংবাদসংস্থা এএফপির বরাত দিয়ে শুক্রবার বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম তাদের প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৪ সালের নির্বাচনে জো বাইডেনকে ধসিয়ে দেওয়ার বা চূর্ণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এমনকি তিনি নির্বাচিত না হলে যুক্তরাষ্ট্র 'অরাজকতার' মধ্যে পতিত হবে বলেও সতর্ক করে দিয়েছেন সাবেক এই রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট।

জানা গেছে, স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রের নিউ হ্যাম্পশায়ার অঙ্গরাজ্যের ম্যানচেস্টারের একটি হোটেলে দেওয়া ভাষণে একথা বলেন ক্ষমতায় থাকাকালে দু'বার অভিশংসিত হওয়া সাবেক এই প্রেসিডেন্ট।

তবে ট্রাম্প আগামী নির্বাচনে লড়তে চাইলেও সাম্প্রতিক সময়ে রিপাবলিকান এই নেতার আইনি সমস্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এমনকি ধর্ষণের অভিযোগে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে গত মঙ্গলবার নিউইয়র্কের আদালতে বিচারও শুরু হয়েছে। এলিজাবেথ জেন ক্যারল নামে ৭৯ বছর বয়সী সাবেক মার্কিন সাংবাদিক-কলাম লেখক ট্রাম্পকে ধর্ষণের জন্য অভিযুক্ত করেছেন এবং আদালতে সাক্ষ্য দিয়েছেন।

এই পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার নিউ হ্যাম্পশায়ারের ম্যানচেস্টারের একটি হোটেলে প্রায় দেড় হাজার সমর্থকের উপস্থিতিতে মাঝারি-মানের সমাবেশে ভাষণ দেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। সেখানে সাবেক এই মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, "আগামী নির্বাচনে শক্তি বা দুর্বলতার মধ্যে, সাফল্য বা ব্যর্থতার মধ্যে, নিরাপত্তা বা নৈরাজ্যের মধ্যে, শান্তি বা সংঘাতের মধ্যে, এবং সমৃদ্ধি বা বিপর্যয়ের মধ্যে একটিকে বেছে নিতে হবে।"

তিনি আরও বলেন, "আমরা বর্তমানে একটি বিপর্যয়ের মধ্যে বাস করছি। ২০২৪ সালের ৫ নভেম্বর ব্যালট বাক্সে আপনাদের ভোটের মাধ্যমে আমরা জো বাইডেন এবং হোয়াইট হাউসকে... চূর্ণ করতে যাচ্ছি, এবং আমরা আমাদের অসমাপ্ত কাজের নিষ্পত্তি করতে যাচ্ছি।"

জাকারবার্গের সম্পদ বেড়েছে ১০২০ কোটি ডলার



ঢাকা ডেস্ক, ২৮ এপ্রিল : মার্ক জাকারবার্গ, বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকের প্রতিষ্ঠাতা। বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ ধনীদের একজন তিনি। এরই মধ্যে তার সম্পদ এক হাজার ২০ কোটি ডলার বেড়েছে। সম্পদ বৃদ্ধিতে এটি তার তৃতীয় বৃহত্তম রেকর্ড।

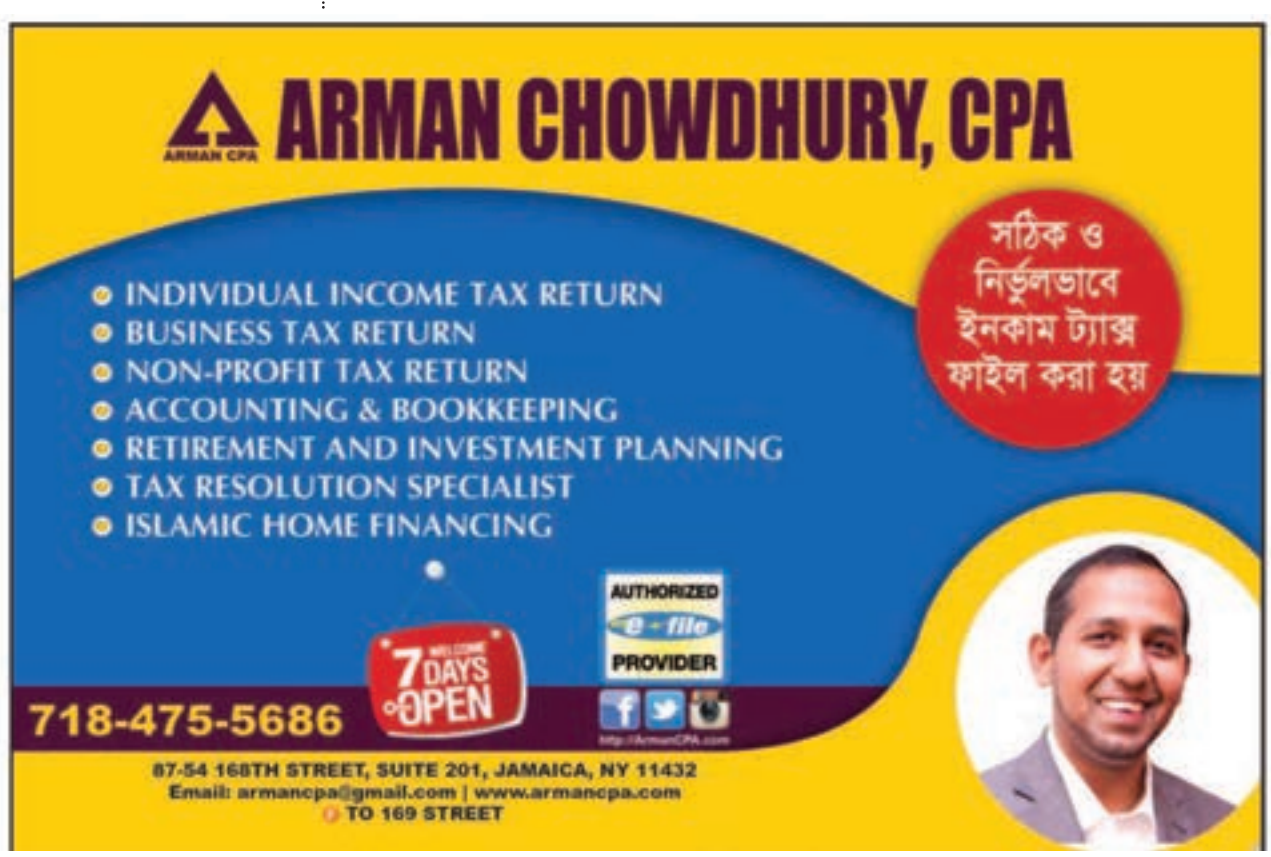
বর্তমানে জাকারবার্গের ব্যক্তিগত সম্পত্তির পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে আট হাজার ৭৩০ কোটি ডলারে। ব্লুমবার্গ বিলিয়নিয়ার্স ইনডেক্স অনুসারে, তিনি এখন বিশ্বের ১২তম ধনী ব্যক্তি।

গত বছর শেয়ার বাজারের পতনের কারণে সাত হাজার ১০০ কোটি ডলার বা ৫৭ শতাংশ সম্পদ হারান জাকারবার্গ। ওই সময় বিশ্বের অনেক প্রযুক্তি বিলিয়নিয়ারের ব্যক্তিগত সম্পদ কমে যায়।

ওই বছরের সেপ্টেম্বরে পাঁচ হাজার ৪৬০ কোটি ডলারের সম্পদ নিয়ে ২০তম ধনীতে পরিণত হন তিনি। এই অবস্থান ছিল আগের বছরের চেয়ে তিন ধাপ নিচে।

গত বছরের একই প্রান্তিকের তুলনায় মুনাফা ২৪ শতাংশ কমলেও বৃহস্পতিবার ফেসবুকের প্যারেন্ট কোম্পানি মেটার শেয়ার দর প্রায় ১৪ শতাংশ বেড়েছে।









এনওয়াইপিডিতে প্রিন্স আলমের ক্যাপ্টেন পদে পদোন্নতি

(শেষের পাতার পর)

শুক্রবার (২৮ এপ্রিল) সকালে কুইন্সের পুলিশ একাডেমিতে আড়ম্বরপূর্ণ এক অনুষ্ঠানে তার হাতে পদোন্নতির সনদ তুলে দেন নিউইয়র্ক পুলিশের কমিশনার কিচেন্ট সিওয়েল। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশী-আমেরিকান পুলিশ এসোসিয়েশন (বাপা)-এর কর্মকর্তা ও সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। প্রিন্স আলম সংগঠনটির বর্তমান সাধারণ সম্পাদক।

জানা যায়, প্রায় ১৭ বছরের চাকরি জীবনে একেএম শফিউল আলম প্রিন্স এনওয়াই-পিডি-তে পর্যায়ক্রমে অফিসার থেকে সার্জেন্ট, এরপর লেফটেন্যান্ট ও ক্যাপ্টেন পদে পদোন্নতি লাভ করেন। বর্তমানে তিনি নিউইয়র্ক পুলিশের ট্রান্সপোর্টেশন ব্যুরোর ইন্টেগ্রিটি কন্ট্রোল অফিসার হিসাবে কর্মরত। প্রিন্স আলমের গ্রামের বাড়ী পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলায়। তার বাবা এ কে এম শাহ আলম পেশায় একজন আইনজীবী এবং মাতা জাহানারা আলম একজন গৃহিনী।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী প্রিন্স আলম ২০০০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে আসেন। পুনরায় কুইন্স বরো কমিউনিটি কলেজ থেকে ব্যবস্থাপনা এবং জন জে কলেজ থেকে ক্রিমিনাল জাস্টিসে ব্যাচেলর ডিগ্রি লাভ করেন তিনি। ক্রিমিনাল জাস্টিসে পড়াশোনার সময় তিনি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীতে যোগদানের আগ্রহ প্রকাশ করেন। এরপর ২০০৬ সালে নিউইয়র্ক পুলিশের অফিসার পদে যোগদান করেন প্রিন্স আলম।

ব্যক্তিগত জীবনে প্রিন্স আলম বিবাহিত। স্ত্রী শর্মি আলম ও দুই সন্তান জুহেব ও জেইনকে নিয়ে নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডে বসবাস করছেন। স্বামীর সাফল্যে দারুণ খুশী প্রিন্স আলমের স্ত্রী শর্মি আলম জানান, আমার স্বামী অত্যন্ত পরিশ্রমী ও মেধাবী একজন কর্মকর্তা। আমি আমার স্বামীকে পুলিশের সর্বোচ্চ পদে দেখতে চাই।

পদোন্নতির সনদ হাতে পাওয়ার পর এক প্রতিক্রিয়ায় ক্যাপ্টেন প্রিন্স আলম বলেন, আমি আমার কমিউনিটিকে সেবা দিতে চাই। মূলধারায় এগিয়ে নিতে চাই। এ কারণেই নিজেকে প্রস্তুত করছি। তিনি বলেন, আমি পুলিশ বিভাগে সর্বোচ্চ নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছি।

বাপা'র মিডিয়া লিয়াজোঁ ডিটেকটিভ জামিল সারোয়ার জনি জানান, নিউইয়র্ক পুলিশে বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত কর্মকর্তাদের যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। পুলিশ বিভাগে বাংলাদেশীরা অনেক ভালো করছেন। ভবিষ্যতে এ ধারা আরও অব্যাহত থাকবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি। জামিল সারোয়ার জানান, নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগে (এনওয়াইপিডি) দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছেন সহস্রাধিক বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত পুলিশ কর্মকর্তা। তাদের মধ্যে এ পর্যন্ত ক্যাপ্টেন পদে পদোন্নতি পেয়েছেন ৫জন। এই পদটি পুলিশ বিভাগের নির্বাহী পদ। এর পরের পদগুলো, বিশেষ করে ডেপুটি ইন্সপেক্টর থেকে সর্বোচ্চ কমিশনার পদে নিয়োগ রাজনৈতিক বিবেচনায় হয়। অফিসার থেকে ক্যাপ্টেন পর্যন্ত পদোন্নতি হয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে।

এদিকে বাপার সাধারণ সম্পাদক একেএম শফিউল আলম প্রিন্স ক্যাপ্টেন পদে পদোন্নতি লাভ করায় সংগঠনের প্রেসিডেন্ট কাপ্টেন কারাম চৌধুরী এবং সি-নয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট সার্জেন্ট এরশাদুর সিদ্দিকী অভিনন্দন জানিয়েছেন।







জ্যাকসন হাইটসে ডাকাতিঃ ২৫ হাজার ডলার লুট

(শেষের পাতার পর)

ঘটনার সময় একজন দুর্বৃত্ত প্রবেশ পথে দাঁড়ায় অপর দু'জন ষ্টোরের ভিতরে ঢুকে অস্ত্রের মুখে ক্যাশ রেজিষ্টার থেকে ডলারগুলো লুটে নেয়। কয়েক মিনিটের মধ্যেই এই ডাকাতির ঘটনা ঘটে। এতে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মাঝে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

নিউইয়র্ক সিটি পুলিশ বিভাগের স্থানীয় প্রিসেঙ্কটের কর্মকর্তারা স্টোরটি পরিদর্শন করেছেন। ঘটনার তদন্ত চলছে। এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত কেউ গ্রেফতার হয়নি।



থমকে গেছে 'জালালাবাদ ভবন' সমস্যার সমাধানের উদ্যোগ

(শেষের পাতার পর)

বহিষ্কৃত সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলামের অসহযোগিতার অভিযোগে ব্যর্থ হওয়ার পর সমস্যাটি আরো প্রকট আকার ধারণ করেছে। উদ্ধৃত পরিস্থিতে সংগঠনের শীর্ষ কর্মকর্তা সহ প্রবীণ জালালাবাদবাসীরা বিব্রতবোধ করলেও কতিপয় ব্যক্তিবর্গের একগুয়েমীর কারণে এই সমস্যার সমাধান হচ্ছে না বলে জানা গেছে।

এদিকে রোববার (৩০ এপ্রিল) জালালাবাদ এসোসিয়েশনের কার্যকরী পরিষদ ও উপদেষ্টা পরিষদের যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসোসিয়েশনের সভাপতি বদরুল হোসেন খান সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং সভা পরিচালনা করেন ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিম। সভায় সাংগঠনিক আলোচনা ছাড়াও আগামী দিনের কর্মসূচী নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় বলে জানা গেছে। এছাড়াও সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক আগামী ১১ মে এসোসিয়েশনের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।

জালালাবাদ এসোসিয়েশনের ভবন ক্রয় নিয়ে সৃষ্ট সমস্যার ব্যাপারে সাবেক সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান সেলিম জানান, আমরা উদ্যোগ নিয়েছিলাম। কিন্তু মইনুল ইসলামের অসহযোগিতার জন্য সেই উদ্যোগ সফল করতে পারিনি। তবে সবাই আন্তরিকভাবে চাইলেই এই সমস্যার সমাধান সম্ভব বলে তিনি মনে করেন।

সিজারের পর বেল্ট ব্যবহারের

(শেষের পাতার পর)

শারীরিক জটিলতা তৈরি করে। বিষয়টি সম্পর্কে রহিমা ম্যাটারনিটি ক্লিনিকের চিকিৎসক রহিমা আক্তার বলেন, দেশে এখন সিজারিয়ান পদ্ধতির বদলে স্বাভাবিক প্রসবেই সবার আগ্রহ বেশি। কারণ সিজারিয়ানদের মেদ বাড়াসহ কিছু বাড়তি শারীরিক জটিলতা তৈরি হয়। তারপরও নানা জটিলতার কারণে অনেকেই সিজারিয়ান পদ্ধতিতে সন্তান জন্ম দেন।

সিজারিয়ান পদ্ধতিতে সন্তান জন্ম দেওয়ার পর পেটের মেদ কমিয়ে আগের অবস্থায় ফেরার জন্য অনেক সময় লাগে। সেজন্য অনেকে বেল্ট ব্যবহারের চিন্তা করেন। কিন্তু বেল্ট ব্যবহার করলে পেটে বেশি চাপ পড়ায় ক্ষতি হবে কি-না তা বিবেচনায় থাকে। তাই সিজারিয়ান পদ্ধতিতে সন্তান জন্ম দিলে বেল্ট ব্যবহার করলে কি সুবিধা হবে নাকি অসুবিধা হবে সে বিষয়ে রহিমা আক্তারের পরামর্শগুলো কাজে আসবে:

অপারেশনের পর যখন এনেস্থেশিয়ার প্রভাব কেটে যাবে তখনই বেল্ট ব্যবহার করা যেতে পারে। বেল্ট ব্যবহারের মাধ্যমে আপনার পেটের মেদ কমাতে সাহায্য করে। সাইজ অনুসারে সঠিকভাবে পরুন। টাইট করে পরবেন না।

বেল্ট ব্যবহার করলে অপারেশনের জায়গার ওপর চাপ পড়ে এমন ধারণা একটু ভুল। আপনি যদি আপনার কোমরের মাপ না জেনে ছোট বেল্ট পরেন তাহলে স্বাভাবিকভাবেই কষ্ট হওয়ার কথা। কিন্তু সঠিক সাইজের বেল্ট পরলে আপনার অপারেশনের জায়গায় ব্যথা কম হবে।

অনেকেই সিজারিয়ান অপারেশনের পর সবসময় বেল্ট পরে থাকেন। মা যখন হাঁটাচলা করবে তখন বেল্ট পরতে হবে। বেল্ট মূলত তার পেটের একটি অংশকে স্টেবল রাখতে সাহায্য করে। শুয়ে থাকার সময় বেল্ট পরার প্রয়োজন নেই।

অনেক সময় শুয়ে থাকা অবস্থায় বেকায়দা ভঙ্গিতে পড়লে পেটে বাজে চাও পড়তে পারে।

সিজারিয়ান অপারেশন করার পর এক বা দুই সপ্তাহ বেল্ট ব্যবহার করলেই হয়। অপারেশনের পর আপনার পেটের কাটা অংশে নড়াচড়া থামাতে বেল্টটা কাজে আসে। অনেকে ভাবেন এটি পেটের মেদ কমায়। আদপে এমন কিছু হওয়ার পক্ষে মেডিক্যাল সায়েন্সের হাতে প্রমাণ নেই। একথা সত্য, পেটের ওপর উষ্ণতার কারণে ঘাম ঝরিয়ে বা ক্যালরি বার্ন করানোর জন্য বেল্ট পরেন। কিন্তু এভাবে ক্যালরি বার্ন হয় খুবই সামান্য।

কমদামি বেল্ট কিনবেন না। এমন বেল্ট কিনুন যার ব্যাক সাপোর্ট রয়েছে।

শচীন-ভিভ রিচার্ডস-গাপটিলকে ছাড়িয়ে গেলেন ফখর

(শেষের পাতার পর)

পাকিস্তান। দলের জয়ে বড় ভূমিকা রেখেছেন পাকিস্তানের তারকা ওপেনার ফখর জামান। তিনি ১৪৪ বলে ১৭টি চার আর ৬টি ছক্কার সাহায্যে ১৮০ রানের ঝলমলে ইনিংস খেলেছেন।

রান তাড়া করতে নেমে ১৮০ বা এর চেয়ে বেশি রানের ২টি ইনিংস খেলায় ভারতীয় অধিনায়ক রোহিত শর্মা, ভারতের কিংবদন্তি ক্রিকেটার শচীন টেন্ডুলকার, ক্যারিবীয় কিংবদন্তি ভিভ রিচার্ডস, নিউজিল্যান্ডের তারকা ক্রিকেটার মার্টিন গাপটিলকে ছাড়িয়ে গেছেন ফখর জামান।

ওয়ানডেতে রোহিত শর্মা তিন ডাবল সেঞ্চুরি করেছেন প্রথম ইনিংসে ব্যাটিং করে। গাপটিল ২৩৭ ও ১৮৯ রান করেছেন প্রথম ইনিংসে। ১৮০ রানের ইনিংস খেলেছেন দ্বিতীয় ইনিংসে।

শচীন টেন্ডুলকার ও ভিভ রিচার্ডসের ১৮০-উর্ধ্ব দুটি ইনিংসই ম্যাচের প্রথমে ব্যাটিং করে। তবে ফখর জামানের সর্বোচ্চ (২১০) রানের ইনিংসটি আগে ব্যাট করে। তবে ১৯৩ ও ১৮০ রানের ইনিংসটি খেলেছেন দ্বিতীয় ইনিংসে।

মীর সাব্বির আহমেদ 'ন্যাশনাল আয়রন ব্যাংক'র পরিচালক

(শেষের পাতার পর)

হয়েছেন। ১৮৪৭ খৃস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাংক যুক্তরাষ্ট্রের 'নিউ ইংল্যান্ড' অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত প্রাচীনতম আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

কানেকটিকাটে মীর সাব্বির আহমেদের মূল ব্যবসা পেট্রোলিয়াম সম্পর্কিত। দূরপাল্লার যাত্রাপথে ট্রাভেল সেন্টার বা সার্ভিস সেন্টারে খাবার, জ্বালানিসহ আরো সেবা সংশ্লিষ্ট করে একটা ওয়ানস্টপ সেন্টার হিসেবে গড়ে তোলার কাজ করেন এই বাংলাদেশী।

ন্যাশনাল আয়রন ব্যাংকের সাথে মীর সাব্বির আহমেদের সংশ্লিস্টতায় কানেকটিকাট ছাড়াও আশেপাশের স্টেটগুলোতে বাংলাদেশী অভিবাসী জনগোষ্ঠীর রিয়েল এস্টেটসহ যে কোন ব্যবসাখাতে বিনিয়োগের সুযোগকে আরো বিস্তৃত করবে।

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর)

নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে খাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে।

হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো।

নিউইয়র্কে আপনার ক্রেডিট স্কোর, ক্রেডিট রিপেয়ার, মর্টগেজ সহ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি। প্রয়োজনে কল করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)

শাকিব খানের বিরুদ্ধে এবার ১০০ কোটি টাকার মামলা

(শেষের পাতার পর)

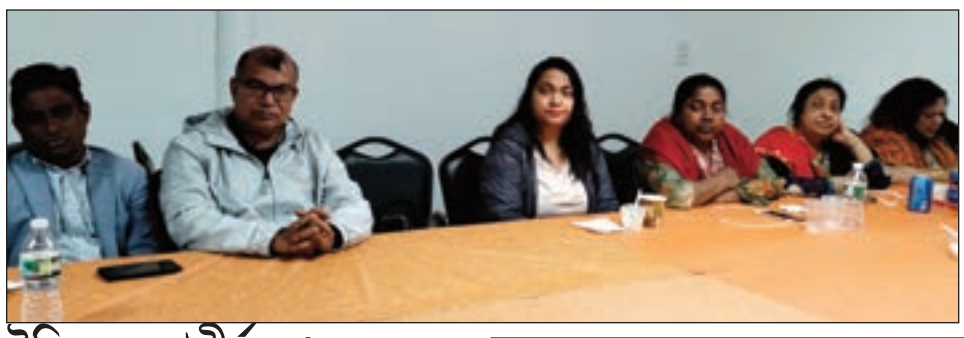
মামলা করা হয়েছে। মামলাটি করেছেন অপারেশন অগ্নিপথ সিনেমার প্রযোজক রহমত উল্লাহ। রোববার (৩০ এপ্রিল) বেলা সাড়ে ১১টায় ঢাকার প্রথম যুগ্ম জেলা জজ আদালতে মামলাটি দায়ের করা হয়। প্রযোজক রহমত উল্লাহ ও তার আইনজীবী ড. মো. তবারক হোসেন ভূঁঞা মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

এর আগে ১৩ এপ্রিল এই প্রযোজক শাকিব খানের বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ৪৯৯/৫০০/৫০১ ধারায় ঢাকার সিএমএম কোর্টে মো. রশিদুল আলমের আদালতে আরও একটি মানহানি মামলা করেছিলেন। মামলা নম্বর-সিআর-২৪৯/২৩ (রমনা)। মামলাটি তদন্তকরার জন্য পুলিশের বিশেষ শাখা পিবিআইকে নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

এর আগে গণমাধ্যমের কাছে রহমত উল্লাহকে বাটপার-প্রতারক ও আপত্তিকর মন্তব্যের জেরে রহমত উল্লাহর পক্ষে তার আইনজীবী ড. মো. তবারক হোসেন ভূঁঞা শাকিব খানকে লিগ্যাল নোটিশ পাঠান।

অপরদিকে প্রযোজক রহমত উল্লাহর বিরুদ্ধে মানহানি মামলা করতে গত ১৮ মার্চ রাতে গুলশান থানায় যান শাকিব খান। কিন্তু সেখানে মামলা নেওয়া হয়নি। পরের দিন ১৯ মার্চ সন্ধ্যায় মিন্টো রোডের ডিবি কার্যালয়ে এ বিষয়ে একটি লিখিত অভিযোগ করেন শাকিব খান। পরবর্তীতে গত ২৩ মার্চ চাঁদা দাবির অভিযোগ এনে প্রযোজক রহমত উল্লাহর বিরুদ্ধে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আরাফাতুল রাকিবের আদালতে মামলা করেন শাকিব খান। গত ২৬ এপ্রিল বাদীর জবানবন্দি গ্রহণ করে আসামিকে হাজির হওয়ার জন্য সমন জারি করেন আদালত। ওই মামলায় আদালতে হাজির হয়ে জামিন পান রহমত উল্লাহ। শাকিব খান পরবর্তীতে রহমত উল্লাহর বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে ঢাকা ট্রাইব্যুনালে আরেকটি মামলা করেন।

উল্লেখ্য, গত ১৫ মার্চ বিকালে অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী বাঙালী এই প্রযোজক সশরীরে এফডিসিতে উপস্থিত হয়ে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র প্রযোজক, পরিচালক, শিল্পী সমিতি ও ক্যামেরাম্যান সমিতি বরাবর শাকিব খানের বিরুদ্ধে অসদাচরণ, মিথ্যা আশ্বাস ও সহ-নারী প্রযোজককে ধর্ষণের মতো গুরুতর বিষয়ে লিখিত অভিযোগ করেন। অভিযোগপত্রে রহমত উল্লাহ উল্লেখ করেন, নির্মিতব্য 'অপারেশন অগ্নিপথ' (২০১৭) সিনেমায় অসদাচরণ, মিথ্যা আশ্বাস, ধর্ষণ (মামলা নং: ৬২৪৯৪৯৫৯) এবং পেশাগত অবহেলার মাধ্যমে চলচ্চিত্রটির ক্ষতি সাধন, চলচ্চিত্রের শুটিং সম্পন্ন করতে অথবা লগ্নিকৃত অর্থ ফিরিয়ে দিতে রাজি না হওয়ায় নিরুপায় হয়ে অভিযোগ করেছেন।





ইসি মেয়দোত্তীর্ন ঃ ৪ সদস্যের নতুন কমিটি ঃ ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন

(শেষের পাতার পর)

মোতাবেক নতুন কার্যকরী কমিটি গঠনকল্পে নির্বাচনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সভায় বিভক্ত নয়, ঐক্যের উপর গুরুত্ব দিয়ে সংগঠনের আরো শক্তিশালী করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

জ্যামাইকার স্টার কাবাব রেষ্টুরেন্টে রোববার অপরাহ্নে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিভক্ত ফাউন্ডেশনের উভয় কমিটির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় গঠনতন্ত্রের আলোকে প্রধান উপদেষ্টা ডা. চৌধুরী সারোয়ারুল হাসানের আহবানে ও সভাপতিত্বে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা পরিচালনা করেন অপর উপদেষ্টা নাসির আলী খান পল। সভায় সংগঠন প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে বর্তমান পরিস্থিতি তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন বর্তমান উপদেষ্টা ও প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হাসানুজ্জামান হাসান।



সভায় বলা হয়, দেশের উত্তরবঙ্গের ১৬টি জেলার সমন্বয়ে ২০০৯ সালে নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার পর ২০১০ সালে নিউইয়র্ক ষ্টেট-এর সংগঠন হিসেবে রেজিষ্ট্রি করা হয়। মূলতঃ বিগত ৭ বছর থেকে গঠনতন্ত্র মোতাবেক ফাউন্ডেশন পরিচালিত হচ্ছে না এবং নতুন কার্যকরী কমিটিও হচ্ছে না। ফলে অনেকের মাঝে হতাশা আর দূরত্ব বিরাজ করছে। এভাবে ফাউন্ডেশন চলতে পারে। সভায় ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ, কোন্দল, বিভেদ-বিভক্তি দূর করে ১৬টি জেলার সকল প্রবাসীকে নিয়ে শক্তিশালী ফাউন্ডেশন গঠনের আহ্বান জানানো হয়।

সভায় ডা. চৌধুরী এম হাসান, ডা. এম কবীর হোসাইন, ইঞ্জিনিয়ার এবিএম মিজানুল হাসান, আজিজুল হক মুন্না, মোহাম্মদ আবু তাহের, মোহাম্মদ রেজাউল হক, সাইদুর রহমান, মার্ক ফারুকী, ওসমান চৌধুরী, মোতাহার হোসেন, আনোয়র হোসেন, নীলুফার খান স্বপ্ন, রোমানা জেসমীন, ডা. নার্গিস রহমান, শাহানা বেগম রীনা, মোহাম্মদ মোহর খান, মুহাম্মদ সাদীউর রহমান, আদন ইসলাম, মোহাম্মদ আব্দুর রকিব, আফরোজা বেগম প্রমুখ উপস্থিত থেকে মতামত ব্যক্ত করেন।

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার
ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

স্থান পরিবর্তন

অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক



- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩



KAKATUA AGENCY
Authorized e-file Provider
কাকাতুয়া এজেন্সী

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)
ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:
- Income Tax
- Accounting Service
- Immigration Form Fill Out
- Travel
- Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিপু ভাভাত
ফারহানা আমিরান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

মেঘনা ট্রাভেলস
ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

নিকুঞ্জে সাবেক রাষ্ট্রপতির বাসায় গেল বেলে মাছের তরকারি

সাহাদাত হোসেন পরশ: বঙ্গভবন ছাড়ার পর সদ্য সাবেক রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ এখন নিকুঞ্জের নতুন ঠিকানায়। পারিবারিক আবহে সময় কাটছে বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনের অধিকারী হামিদের। পরপর দুই মেয়াদে রাষ্ট্রপতির পদ অলংকৃত করেও রেকর্ড গড়েছেন তিনি।গত ২৪ এপ্রিল সোমবার বঙ্গভবন ছেড়ে নিকুঞ্জের বাসায় ওঠার পর থেকে কিছুটা বদলে গেছে ওই এলাকার চিত্র। বাসার আশপাশে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের আনাগোনা। স্থানীয় বাসিন্দাদের নিকুঞ্জের ৬ নম্বর বাড়ি ঘিরে কৌতুহল তৈরি হয়েছে। মঙ্গলবার নিকুঞ্জে গিয়ে দেখা যায়, ৬ নম্বর বাড়িতে চলছে রঙ করার কাজ। স্বজনরা নিয়ে এসেছেন তোষক, বালিশসহ নানান আসবাবপত্র। দুপুরের দিকে কয়েকজন খাবার রান্না করে ওই বাড়িতে আসেন। তাদের মধ্যে একজন হলেন আনোয়ার হোসেন।

আনোয়ার বললেন, 'আবদুল হামিদ সম্পর্কে আমার বেয়াই। তার প্রিয় বাইল্যা মাছ ঝুরি করে রান্না করে এনেছি। মাছের কাটা তুলে এটা রান্না করতে হয়। বাইল্যা মাছ, কাচকিসহ হাওরের কয়েক ধরনের মাছও এনেছি। সাদা ভাত আর গরুর মাংসও আনা হয়েছে।'

এরপর সেখানে দায়িত্বরত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা ওই খাবার-দাবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে



বাসার ভেতরে নেওয়ার অনুমতি দেন। এরপর ওই বাড়িতে খাবার নিয়ে যান আবদুল আজিজ নামে এক ব্যক্তি।

আবদুল আজিজ জানান, আলাউদ্দিন আল সোহেল নামে উত্তরার আরেক বাসিন্দা আবদুল হামিদের জন্য খাবার পাঠিয়েছেন। ছোট চ্যালা মাছ, দেশি মুরগি রান্না করে এনেছেন।

এরপর বাসার সামনে একটি প্রাইভেটকার ওই বাড়ির সামনে থামে। কাঠের তৈরি লাল রঙয়ের পা-দানি নিয়ে আবদুল হামিদের বাসায় ঢোকেন। জানতে চাইলে প্রাইভেটকারের ওই চালক জানান, আবদুল হামিদের ছেলের গাড়ির চালক তিনি। বাবা-মায়ের জন্য এসব পাঠিয়েছেন তার ছেলে। বিছানায় উঠতে-নামতে যাতে সমস্যা না হয় এ জন্য এটা ব্যবহার করা জরুরি।

ওই বাড়ির কেয়ারটেকার ফুল মিয়া বলেন, '৪-৫ বছর এহানে আছি। এইডার মধ্যে কেউ থাহে না। স্যার এইডার মধ্যে উঠবে বইল্যা ইচ্ছা অইছে। হঠাৎ কইর া স্যার এইডার মধ্যে ঢুইক্যা গেছে। রঙটঙ করানো হচ্ছে। নিজেরডা আছে বলে উইঠ্যা পড়ছে স্যার।'

ফুল মিয়া জানালেন, আবদুল হামিদ সকালে উঠে নাস্তা করেছেন। এরপর দুপুরের খাবার খেয়েছেন বাসায়। বাসার সব তলায় টুকটাক কাজ করানো হচ্ছে। বাড়িতে এখনও লিফট লাগানো হয়নি। কয়েক দিনের মধ্যে লিফট লাগানো হবে।

নিকুঞ্জের বাসায় নিচতলায় বসানো হয়েছে একটি আর্চ-ওয়ে। দর্শনার্থী যারা আসছেন তাদের নাম লেখা হয় রেজিস্ট্রার বুকে। সেটি দেখভাল করছেন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা।

মঙ্গলবার দুপুরে নিকুঞ্জে ওই বাসার সামনে ছিলেন ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের প্রধান ডিআইজি হারুন অর রশিদ। তিনি বলেন, 'সদ্য সাবেক রাষ্ট্রপতি নতুন জায়গায় উঠেছেন। সাদা পোশাকে আমরা তার খোঁজ-খবর রাখছি।'



ATTORNEY
M. MUSTAFA
(A full service Law Firm)
LLB Honors (1st Class)
LLM (1st Class). Bangladesh
Barrister-At-Law, London
Attorney-At-Law. NY
718-487-4873

PERSO AL INJURY & DEATH DAMAGES CLAIMS
- Lead Poisoning
- Construction Work
- Slip and Fall
- Medical & dental Malpractice
- Hospital Negligence
- Delayed Treatment
- Failure to Diagnose
- Cancer & other fatal diseases
- Anesthesia & Gynecologic Surgery Malpractice
- Defective Child Birth
- Nursing Home Neglect and abuse etc.
- Wrongful Death Claim
- Car and Bi-cycle Accident and injury
- Taxi, Bus- Subway, and Train accidents
- Elevator and Escalator Accident
- Explosion and Fire Accident
- Defective product and electrical shock

IMMIGRATION MATTERS
- Green Card through "EB1 TO EB5"
- Political Asylum
- Detention and Bond
- All immigration court issues and cases
- Cancellation of Removal
- Adjustment of Status
- Condition Removal
- Business Immigration HB, L1, E2
- Green Card Replacement /Renew
- Complex Citizenship
- Re-entry permit
- Collection of Immigration Record
- Waiver
- Deportation
- Family Petitions
- Green card through Adoption or Orphan
- Immigration Appeals and Motions
- Canadian Immigration
- Student Visa process for USA, Canada, UK

GENERAL PRACTICE AREAS
- Divorce and Family Matter
- Child Support and Modification
- Domestic Violence
- Real Estate and Business Closing
- Foreclosure
- Bankruptcy
- All civil Matters
- Landlord-Tenant
- Incorporation
- Power of Attorney
- Wills, Trust, and Estate Planning
- Overtime and Wages Issue
- All Criminal Matters

148-45 Hillside Ave, Suite 203, Jamaica, NY 11435
Phone : 718-487-4873 Text : 917-285-6247 Email : abmostofa1@gmail.com

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine
Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

যুক্তরাষ্ট্রের বিশিষ্ট ১৬৫ নাগরিকের যুক্ত বিবৃতিঃ মার্কিন কংগ্রেসে বাংলাদেশের উন্নয়নের প্রশংসার রেজ্যুলেশন পাশে জোরালো লবিংয়ের আহবান

মহান স্বাধীনতার ৫২ বছর পূর্তি উপলক্ষে ২৯ মার্চ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির প্রশংসা করে এবং বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার বিচক্ষণতাপূর্ণ নেতৃত্বে এই অগ্রগতিকে স্বীকৃতি দিতে মার্কিন কংগ্রেসে রেজুলেশন উত্থাপনকারি কংগ্রেসম্যান (রিপাবলিকান-সাউথ ক্যারলিনা) জো উইলসনকে অভিনন্দন জানিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার প্রতিনিধিত্বকারি ১৬৫ জন বিশিষ্ট নাগরিক এক যুক্ত বিবৃতি দিয়েছেন। ২৩ এপ্রিল রোববার প্রদত্ত এই বিবৃতিতে উত্থাপিত এই রেজ্যুলেশন পাশের জন্যে নিজ নিজ এলাকার কংগ্রেসম্যানের সাথে দেন-দরবারের জন্যে দেশপ্রেমিক প্রতিটি প্রবাসীর প্রতি উদাত্ত আহবান জানানো হয়েছে। উলেখ্য, রেজ্যুলেশন উত্থাপণকারি কংগ্রেসম্যান উইলসন কংগ্রেসে পররাষ্ট্র বিয়য়ক কমিটির প্রভাবশালী সদস্য এবং কংগ্রেসনাল বাংলাদেশ ককাসেরও কো-চেয়ার। বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারীগণের মধ্যে বীর মুক্তিযোদ্ধা, বিজ্ঞানী, গবেষক, অধ্যাপক, প্রকৌশলী, কবি, সাহিত্যিক, কলামিস্ট ছাড়াও রয়েছেন সিটি মেয়র, স্টেট রিপ্রেজেনটেটিভ, সিটি কাউন্সিলম্যান এবং গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব। বিবৃতিতে উলেখ করা হয়েছে, 'বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রবাসীরা নানাভাবে সহায়তা করছি, এবং আমরা সর্বান্তকরণে আশা করছি যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বর্তমানের উন্নয়ন-অভিযাত্রা অব্যাহত থাকবে।'

বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছেন ঃ নিউহ্যামশায়ার স্টেট রিপ্রেজেনটেটিভ (রিপাবলিকান) আবুল খান, নিউহ্যামশায়ার মিলবোর্ন সিটি মেয়র (ডেমক্র্যাট) মাহাবুবুল আলম তৈয়ব, নিউজার্সি পেইসবরো সিটির কাউন্সিলম্যান ও একুশে পদকপ্রাপ্ত সাহিত্যিক বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. নুরুননবী, নিউহ্যামশায়ার মিলবোর্ন সিটির কাউন্সিলম্যান নুরুল হাসান, মিশিগান হ্যামট্রামিক সিটির কাউন্সিলম্যান আবু আহমেদ মুসা, পেনসিলভেনিয়ার ড্রেক্সেল ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. জিয়াউদ্দিন আহমেদ, কলামিস্ট ও লেখক হাসান ফেরদৌস, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পানি বিজ্ঞানী ড. সুফিয়ান এ খন্দকার, বিজ্ঞানী ও লেখক ড. আশরাফ আহমেদ, বীর প্রতিক খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা মেজর (অবঃ) মঞ্জুর আহমেদ, একুশে পদকপ্রাপ্ত লেখক জ্যোতি প্রকাশ দত্ত, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও লেখক ড.মহসিন আলী, বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. খন্দকার মনসুর, বীর মুক্তিযোদ্ধা খুরশিদ আনোয়ার বাবলু, স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের কণ্ঠযোদ্ধা ও একুশে পদকপ্রাপ্ত শিল্পী রথীন্দ্রনাথ রায়, কণ্ঠযোদ্ধা শহীদ হাসান, শিল্পী ও বীর মুক্তিযোদ্ধা তাজুল ইমাম, সমাজ-চিন্তক ও লেখক বেলাল বেগ, মূলধারার রাজনীতিতে প্রবাসীদের পথিকৃত মোর্শেদ আলম, কবি ও শিক্ষক হাসান আল আব্দুলাহ, বস্টন ইউ-নিভার্সিটির অধ্যাপক বীর মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ আবু হাসনাত, বিজ্ঞানী বামন দাস বসু, চিকিৎসক ডা. ফারুক আজম, ইঞ্জি-নিয়ার রানা হাসান মাহমুদ, ব্যবসায়ী আব্দুল কাদের মিয়া, সিনিয়র সাংবাদিক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা লাবলু আনসার, মূলধ-ারার রাজনীতিবিদ এম এ সালাম, ইন্টারন্যাশনাল সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট ইন্সটিটিউটের এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর ইকবাল ইউসুফ, ফ্লোরিডাস্থ বাই-ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স এ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির এক্সিকিটিভ ভাইস চেয়ার আতিকুর রহমান, ফ্লোরিডাস্থ পামবীচের বাংলাদেশী-আমেরিকান ডেমক্র্যাটিক ক্লাবের প্রেসিডেন্ট হাসান জাহাঙ্গির, ফ্লোরিডা ডেমক্র্যাটিক পার্টির ডাইভার্সিটি এ্যান্ড ইনক্লুসন কমিটির ভাইস চেয়ার জুনায়েদ আকতার, বস্টন কমিউনিটি লিডার শাফেদা বসু, নিউইয়র্ক সিটি ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. মহসিন পাটোয়ারি, নর্থ ক্যারলিনার অধ্যাপক ড. এ বি এম নাসির, বিজ্ঞানী ড. মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, হাওয়ার্ড ইউনিভার্সিটির সহযোগী অধ্যাপক ড. হেমায়েত উলাহ, পেশাজীবী ড. মাহবুব প্রামাণিক, পেশাজীবী ড. প্রদীপ কর, লেখক পূরবী বসু, কবি মিশুক সেলিম, কবি খালেদ শরফু-দ্দিন, কবি-কলামিস্ট ফকির ইলিয়াস, কবি ফারহানা ইলিয়াস তুলি, কবি সৈয়দ মামুনুর রশীদ, কবি স্বপ্নিল ফিরোজ, কবি আবু সাঈদ রতন, নিউইয়র্ক কমিউনিটি লিডার লিটন আহমেদ, জর্জিয়া থেকে যথাক্রমে ব্যবসায়ী নেতা মাহবুবুর রহমান ভুঁইয়া, কম্যুনিটি লিডার মিন্টু রহমান, কম্যুনিটি লিডার নাদিরা রহমান, মিউজিশিয়ান গোলাম মহিউদ্দিন, কম্যুনিটি লিডার নজরুল ইসলাম, কম্যুনিটি লিডার ফারুক আহমেদ, কম্যুনিটি লিডার মহিন, কম্যুনিটি লিডার মোহাম্মদ মাওলা, কম্যুনিটি লিডার আবুল হাসান, কম্যুনিটি লিডার আহমাদুর পারভেজ, কম্যুনিটি লিডার আরেফিন বাবুল, কম্যুনিটি লিডার ড. মোহাম্মদ নাসিম, কম্যুনিটি লিডার ড. শাহাব সিদ্দিকী, কম্যুনিটি লিডার মাহমুদ আব্বাস, কম্যুনিটি লিডার মোহাম্মদ আকবর খান, কম্যুনিটি লিডার রেজা করিম, কম্যুনিটি লিডার সোস্যাল লিডার আলী হোসেন, কম্যুনিটি লিডার নজরুল ইসলাম, সাংবাদিক রুমি কবির, কম্যুনিটি লিডার পিন্টু ইউসুফ, কম্যুনিটি লিডার নুরুল কবির নাহিদ, কম্যুনিটি লিডার মোজাম্মেল, ব্যবসায়ী মশিউর রহমান, ব্যবসায়ী রাসেল ভুঁইয়া, শিক্ষক আরেফিন পিয়াল, কম্যুনিটি লিডার মাহরুফুর ভুঁইয়া, কম্যুনিটি লিডার বোরহান উদ্দিন, ব্যবসায়ী রাশেদুল করিম ও কণ্ঠশিল্পী বিন্দু হোসেন, নিউ-ইয়র্ক থেকে যথাক্রমে বীর মুক্তিযোদ্ধা রেজাউল বারি, বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল বাশার চুন্নু, সাংবাদিক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা রাশেদ আহমেদ, ব্যবসায়ী সাখাওয়াত আলী, বিজ্ঞানী ড. আব্দুল বাতেন, কম্যুনিটি লিডার মোহাম্মদ আলী বাবুল, ব্যবাসায়ী জাকারিয়া চৌধুরী, সাংবাদিক ও মানবধিকার নেতা শীতাংশু গুহ, কম্যুনিটি লিডার অধ্যাপক নবেন্দু দত্ত, সাংবাদিক ও সম্পাদক কৌশিক আহমেদ, মূলধারার সংগঠক ড. দীলিপ নাথ, লেখক ফাহিম রেজা নূর, ব্যবসায়ী আব্দুর রহিম বাদশা, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব লুৎফু-ন্নাহার লতা, শিক্ষক নিনি ওয়াহেদ, কম্যুনিটি লিডার রাফায়েত চৌধরী, কম্যুনিটি লিডার সিরাজ আহমেদ, সাংস্কৃ তিক ব্যক্তিত্ব সউদ চৌধুরী, ব্যবসায়ী বেদারুল ইসলাম বাবলা, কম্যুনিটি লিডার শ্যামল চক্রবর্তী, ইঞ্জিনিয়ার প্রাণবন্ধু চক্রবর্তী, ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ ফজলুল হক, কম্যুনিটি লিডার পরিমল কর্মকার, সাংস্কৃতিক সংগঠক ঝর্ণা চৌধুরী, ব্যবসায়ী সৈয়দ রশীদ আহমেদ কারমানি, রোক-সানা কারমানি, ব্যবসায়ী ফারুক আহমেদ, কম্যুনিটি এক্টিভিস্ট দিলারা আহমেদ, আহমেদ তৌকিদ চৌধুরী, ইঞ্জিনিয়ার সানিয়েট আহমেদ চৌধুরী, পিএইচডি স্টুডেন্ট তৌজিয়াত চৌধুরী, ব্যাবসায়ী আলিম খান আকাশ, কম্যুনিটি এক্টিভিস্ট স্বীকৃতি বড়ুয়া, ড. প্রতাপ দাস, কবি ইশতিয়াক রুপু, সাংস্কৃতিক সংগঠক গোপাল স্যান্নাল, ব্যবসায়ী মাহাবুবুর রহমান টুকু, সাংস্কৃতিক সংগঠক সবিতা দাস, বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল বাশার ভুঁইয়া, পেশাজীবী শ্যারেভ আহমেদ ও পেশাজীবী রন্টুলাল দাস, ভার্জিনিয়া থেকে যথাক্রমে সাংবাদিক দস্তগীর জাহাঙ্গির, বীর মুক্তিযোদ্ধা হারুন চৌধুরী, লেখক ও কবি সন্তোষ বড়ুয়া, নুপুর চৌধুরী, কণ্ঠশিল্পী গীতিকার গৌরব গল্প ও নৃত্যশিল্পী নাসরিন আহমেদ মুন্না, আলাবামাস্থ অধ্যাপক ড. দেলওয়ার হোসেন, নিউজার্সি থেকে যথাক্রমে বিজ্ঞানী ড. জীনাত নবী, বিজ্ঞানী ড. মনোয়ার হোসেন, ব্যবসায়ী নাহিদ চৌধরী, কম্যুনিটি লিডার মীর চৌধুরী, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি গোলাম ফারুক ভুঁইয়া ও শিক্ষক ড. হাসান মামুন, আরিজোনা কম্যুনিটি লিডার মাহাবুব রেজা রহিম, ক্যানসাস ডেমক্র্যাট রেহান রেজা, ক্যালিফোর্নিয়া থেকে যথাক্রমে বীর মুক্তিযোদ্ধা জাহেদুল মাহমুদ জামি, কম্যুনিটি লিডার মমিনুল হক বাচ্চু, ব্যবসায়ী তৌফিক সুলেমান খান, কম্যুনিটি লিডার ব্যবসায়ী নজরুল আলম, অধ্যাপক ড. আবু নাসের রাজিব, ব্যবসায়ী-উদ্যোক্তা মো. রফিকুল ইসলাম, ইঞ্জিনিয়ার তাসনিম সালাম আসলাম, চিকিৎসক ড. আনিসুল আসলাম, শেরিফ অফিসার মিজানুল কবির, কম্যুনিটি লিডার আবুল হাসনাত রায়হান, কম্যুনিটি লিডার আসাদুজ্জামান বাচ্চু, কম্যুনিটি লিডার মাসুদ চৌধুরী, ও কম্যুনিটি লিডার মোহাম্মদ হোসেন রানা, মিশিগান থেকে যথাক্রমে ইঞ্জিনিয়ার আহাদ আহমেদ, কম্যুনিটি লিডার আলী আহমেদ ফারিশ, ব্যবসায়ী রুহুল আমিন, ব্যবসায়ী আব্দুল মুহিত মুক্তা, ব্যবসায়ী মহসিন উদ্দিন টিপু ও কম্যুনিটি লিডার মোহাম্মদ সিরাজউদ্দিন টিপু, ওয়াশিংটন ডিসিস্থ ক্যাথলিক ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. আদনান মোর্শেদ, এফডিএ সিনিয়র ম্যাথম্যাটিক্যাল স্ট্যাটিসটিক্স ড.আতিয়ার রহমান, ড. সাদেক চৌধুরী, কম্যুনিটি লিডার আলাউদ্দিন আহমেদ, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার ড. জাহিদ চৌধুরী, হিউজ নেটওয়ার্কের সিইও নিজামউদ্দিন আহমেদ, পেনসিলভেনিয়ার ডিপার্টমেন্ট অব হস্পপিটালস চেয়ারম্যান ড. গোলাম মোস্তফা, কম্যুনিটি এক্টিভিস্ট সালেহ আহমেদ, পেনসিলভেনিয়া কম্যুনিটি লিডার রবিউল করিম বেলাল, টেক্সাস কম্যুনিটি লিডার যথাক্রমে ড.আহ-সান চৌধুরী হিরো, হাসমত মবিন, শাহ হালিম ও স্বাপ্নিক খান, ডিসি কম্যুনিটি লিডার রেদোয়ান চৌধুরী।

উলেখ্য,রেজ্যুলেশনটি উত্থাপনের সময় কংগ্রেসম্যান জো উইলসন ৫১ বছর আগের পরিস্থিতি মনে করিয়ে দেন। এতে বলা হয়েছে, দীর্ঘ ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর তখন সবে পাকিস্তানের কাছ থেকে স্বাধীনতা পেয়েছে বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছিলেন বাংলাদেশিরা। এরপর ১৯৭২ সালের ৪ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্র সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়।

রেজুলেশনে বলা হয়েছে, স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দরিদ্র দেশ থেকে দ্রুতবর্ধনশীল অর্থনীতির দেশ হওয়ার পথে বাংলাদেশের গত পাঁচ দশকের যাত্রা ছিল অভাবনীয়। বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২১ সালে বাংলাদেশিদের মাথাপিছু জিডিপির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৪৫৭ ডলারে, যা এখন প্রতিবেশী অনেক দেশকে ছাড়িয়ে গেছে। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের অর্থনীতির আকার ছিল ৯ বিলিয়ন ডলার। গত ৫ দশকে তা বেড়ে ৪৫০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে। গড় আয়ু ৪৭ বছর থেকে বেড়ে হয়েছে ৭৩ বছর। শিক্ষার হারও ৭৫ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে। এসব অর্জনকে অভাবনীয় উলেখ করে শেখ হাসিনার নেতৃত্বের প্রশংসা করা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে খাদ্য উৎপাদন, দুর্যোগ সহনশীলতা, দারিদ্র্য কমিয়ে আনা, স্বাস্থ্য-শিক্ষা খাতের উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়নসহ বিভিন্ন খাতে নজরকাড়া অগ্রগতি অর্জন করেছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশে একটি উদারপন্থী মুসলিম সমাজ বিদ্যমান। উগ্রবাদ মোকাবিলায় বাংলাদেশের অর্জন প্রশংসনীয়। দেশটির জনগণ বরাবরই স্বৈরাচারী শাসন না মেনে গণতন্ত্র ও আইনের শাসনের প্রতি সমর্থন বজায় রাখতে চেয়েছে বলেও এই বিলে উলেখ করা হয়েছে। রেজ্যুলেশনে বলা হয়েছে, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা এবং জলবায়ু পরিবর্তন রোধে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করছে। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় রপ্তানি বাজার যুক্তরাষ্ট্র। এমনকি বাংলাদেশে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগের (এফডিআই) সবচেয়ে বড় উৎসও যুক্তরাষ্ট্র। দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে নিরাপত্তাজনিত সহযোগিতার মাধ্যমে দেশটি মার্কিন অর্থনীতির বিকাশে ভূমিকা রাখছে বলেও উলেখ করা হয়েছে।

রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়ায় বাংলাদেশের প্রশংসা করে রেজ্যুলেশনে বলা হয়েছে, মিয়ানমারে গণহত্যার মুখে থাকা ১০ লাখের বেশি রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিয়েছে বাংলাদেশ। এ জন্য আমেরিকার জনগণের প্রশংসা কুড়িয়েছে বাংলাদেশ। এই সংকট মোকাবিলায় যুক্তরাষ্ট্র দুই বিলিয়ন ডলারের বেশি অর্থমূল্যের মানবিক সহায়তা দিয়ে বাংলাদেশের পাশে রয়েছে। এ ছাড়া জাতিসংঘের শান্তি রক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশ নেতৃত্বের আসনে রয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সবচেয়ে বেশি শান্তিরক্ষী মোতায়েন করে মার্কিন জনগণের প্রশংসা পেয়েছে বাংলাদেশ। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশ-দুই দেশই মানুষের সঙ্গে মানুষের এবং সরকারের সঙ্গে সরকার পর্যায়ে উন্নয়নের অভিজ্ঞতা বিনিময় করছে। এমনকি করোনা মহামারি মোকাবিলায় যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে টিকা সহায়তা দেওয়ায় মার্কিন জনগণকে ধন্যবাদ জানিয়েছে বাংলাদেশ।

এসব পরিস্থিতি ও ঘটনা বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রশংসা ও স্বীকৃতি দেওয়ার লক্ষ্যে এই রেজ্যুলেশন উত্থাপন করা হয়েছে। বিলে বর্তমান ও ভবিষ্যতে পারস্পরিক অর্থনৈতিক, সামাজিক ও জাতীয় নিরাপত্তার লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশের গঠনমূলক অংশীদার থাকার আন্তরিক দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে যুক্তরাষ্ট্র।

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine

Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

Vital Accounting Inc.
File your Tax with experienced professional.
* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services



Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212
37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?
বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়

নতু ন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন
রাফি সাফওয়ান
ঝামেলামু ক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূ র্বে যোগাযোগ করুন :
267-992-3201
Park Realty
of Western New York
155 Summer St
Buffalo, NY 14222

বাফেলোর হারলেম কবর স্থানে দাফন

সোসাইটির সাবেক সাহিত্য সম্পাদক আব্দুল মান্নানের পুত্র বিয়োগ

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশীদের আমব্রেলা সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটি'র সাবেক সাহিত্য সম্পাদক এবং নারায়ণগঞ্জ জেলা সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মান্নানের একমাত্র পুত্র মুশফি-কুর তানভীর মান্নান (২৬) ইন্তেকাল করেছেন। শনিবার (২২ এপ্রিল) নিউইয়র্কের বাফালো সিটির একটি হসপিটালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্নাইলাইহি রাজিউন)। জানা গেছে, গত ২০ এপ্রিল বৃহস্পতিবার রাতে তানভীর ব্রেন স্ট্রোকের শিকার হলে তাকে স্থানীয় মের্সী হসপিটাল সেন্টারে ভর্তি করা হয়। সেখানে লাইফ সাপোর্টে থাকাবস্থায় শনিবার বিকেল ৪টা ৫ মিনিটে মৃত্যুবরণ করেন। খবর ইউএনএ'র।

এদিকে সোমবার (২৪ এপ্রিল) বাদ জোহর তার নামাজে জানাজা মসজিদ আল ঈমান-এ (৪৪৪ কানেকটিকাট স্ট্রীট বাফেলো) অনুষ্ঠিত হয়। জানাজায় বালাদেশ সোসাইটির সভাপতি আব্দুর রব মিয়া, সিনিয়র সহ সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান ও সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমীন সিদ্দিকী সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ছাড়াও বিপুল সংখ্যক প্রবাসী অংশ নেন। পরবর্তীতে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টির মধ্যেই তার মরদেহ বাফেলোর হারলেম কবর স্থানে দাফন করা হয়।

উল্লেখ্য, মেধাবী তানবীর হান্টার স্পেশাল হাইস্কুলের ছাত্র এবং পরবর্তীতে হান্টার কলেজ



থেকে গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করেছে। জন্মের পর থেকেই তারা নিউইয়র্ক সিটির কুইন্সের সানি-সাইডে বসবাস করে আসছিল। সম্প্রতি তারা বাফেলোতে বসতি শুরু করেছেন। আব্দুল মান্নান সোনারগাঁয়ের চরগোয়ালদী গ্রামের বাসিন্দা।

শোক প্রকাশ: এদিকে সোসাইটির সাবেক সাহিত্য সম্পাদক আব্দুল মান্নানের ছেলের আকস্মিক মৃ ত্যুতে সোসাইটির কার্যকরী পরিষদ ও ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যরা গভীর শোক এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের জন্য গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন। এক শোকবার্তায় সোসাইটির সভাপতি মোহাম্মদ আব্দুর রর মিয়া, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ রুহুল আমিন সিদ্দিকী, ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আজিজ এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনার জামাল উদ্দিন আহমেদ জনি, মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং সকল প্রবাসীদের কাছে দোqা চান যাতে মরহুম তানভীর মান্নানকে আল্লাহ জান্নাতের সর্বোচ্চ মাকাম দান করেন।

কাজী অফিস
সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা
আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম
মসজিদ, জ্যামাইকা
148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435
বিবাহ পড়ানো,
মেরিজ সার্টিফিকেট
ও কাবিন নামা
প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের
জন্য যোগাযোগ করুনঃ
917-428-1519

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS

ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY
TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী
Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.

Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com


হাউজ কিপিং জব করতে চাই
হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

ভ্রমণ
নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:
বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার

Joy
পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা
জয় ক্যাটারিং মেন্যু
প্যাকেজ -১
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00
প্যাকেজ-২
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00
প্যাকেজ-৩
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00
প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00
148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977
32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

থেরাপিস্ট আবশ্যক

চিকিৎসক কর্তৃক প্রেসক্রাইবকৃত একজন রোগীর জন্য থেরাপিস্ট আবশ্যক ।

যোগাযোগঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৩৭১-৮৮৯৮

NOTICE

Ibne Studios, LLC, filed Articles of Organization with the NY Secretary of State ("NYSOS"), on 12/06/2022. Office location: Queens County. NYSOS is designated as agent of the LLC upon whom process against it may be served. NYSOS shall mail copy of process to: 187-11 Wexford Terrace, 1st Floor, Jamaica, NY. Purpose: Any lawful purpose.
Please confirm receipt of this email and if you have any questions or concerns.
Contact: Sanan Ibne. **Cell: 347-849-0006**

ড্রাইভিং শিখতে চান?

সহজ পদ্ধতিতে এবং ফেক্সিবল সময়ের মধ্যে ড্রাইভিং শিখার জন্য যোগাযোগ করুন ।

যোগাযোগঃ উদ্দিন

929-519-5139



আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD

Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD

Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট,
TLC/Motor Vehicle Exam,
মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial



Our Programs:
Summer Program will start from July 5th

SAT
8 Weeks Course
4 Hours Each Class
Total 32 Classes (4 days/week)
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

SHSAT
8 Weeks Course
5 days/week
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

COMMON CORE MATH & ENGLISH
1st Grade to 6th Grade
8 weeks course
3 Hrs./day, 4 days/week
Cost : 600.00

Get **25%** Discount
sign up by 4th July

Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : **347-657-0530, 917-561-1090**

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : **718-507-2113, 917-561-1090**

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School

Quality Education is Our Priority!



Mohammed M. Alam
M.Com (Management). LL.B

জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস

167-11 Hillside Ave. 2nd Floor Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-3313, Cell: 917-600-4937
Email: mahbubtax@yahoo.com

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ট্যাক্স • ইমিগ্রেশন ফরম পুরন • নোটারী

আমাদের সেবা সমূহ

- ফেডারেল এবং সকল স্টেট ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স, করপোরেশন ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স
- ওপেন নিউ বিজনেস
- ওপেন সেল্‌স ট্যাক্স আইডি
- ফ্যামিলী পিটিশন
- স্পন্সরশীপ ফরম পুরন
- সিটিজেনশীপ ও পার্সপোর্ট
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ প্রোসেস
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নী ড্রাফট

সকল ষ্টেটের ট্যাক্স এবং ফরম পূরনে সহায়তা করা হয় ।

বাসা ভাড়া

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ৯৪-৩০ ১৯৯ স্ট্রীট হলিসে দুই ও এক বেডরুম এবং ৯০-৩৭ ১৯৮ স্ট্রীট হলিসে এক বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-২৮৮-৬৩৮২
মে-০৮

বাসা ভাড়া

ইস্ট এলমহার্স্ট এর নর্দান ব-লেভার্ড এলাকায় ৩১ এবং ৩২ এভিনিউ এর মাঝে ৮১ স্ট্রিট এর উপরে দ্বিতীয় তলায় একটি এক বেডরুম এর বাসা ভারা দেওয়া হবে।
যোগাযোগ : ৯১৭-৩০১-২০৬৩
এ-০৩/১৭/২৪

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা হসপিটাল সেন্টারের পাশে রেনোভেটেড বেসমেন্ট ভাড়া হবে। একটি বেডরুম, বসার ঘর, রান্না ঘর এবং বাথরুম। সাবওয়ে ই টেন। যোগাযোগ: ৯১৭-৩০২-৭১৪২ অথবা ৫১৬-৪৮১-৭৮৪৩
ডি-০৫/১২

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসের ক্যাসিল হিলের গ্লিভ এভিনিউতে ৪ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: আহমেদ।
ফোন: ৯১৭-৪৪৪-৯৭০৭
অথবা ৩৪৭-২০৮-৪৭৪১

বাসা ভাড়া

বাঙালি অধ্যুষিত পার্কচেস্টার সাবওয়ের সন্নিকটে একটি মনোরম বাসা ভাড়া হবে। তিন বেডরুম, ১ বাথরুম (১ম তলা)। ঠিকানাঃ ১৪৫৯ লোল্যান্ড এভিনিউ।
ফোনঃ ৬৪৬-৬৮৪-০৯০৯।

বাসা ভাড়া

এস্টোরিয়ায় দুই বেডরুমের একটি বাসায় স্বামী-স্ত্রী অথবা একজন মহিলার কাছে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৯৮-৮৩৮৩
মা-১৩

রুমমেট আবশ্যক

ওজন পার্ক ১০২ স্ট্রিট ১ লা মার্চ থেকে রুম ভাড়া দেওয়া হবে অথবা পুরুষ রুমমেট আবশ্যক। এক বকের মধ্যে A ট্রেন + বাস আছে। যোগাযোগ :
347-306-1695
ইমেইল :
arefa91@gmail.com

বাসা ভাড়া

এস্টোরিয়ায় দুই বেডরুমের একটি বাসায় স্বামী-স্ত্রী অথবা একজন মহিলার কাছে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৯৮-৮৩৮৩
মা-১৩

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার ১৭৯ স্ট্রীট হিলসাইড এভিনিউর এফ ট্রেন সাবওয়ে থেকে এক ব্লক দূরত্বে ১৮০ স্ট্রীটে একটি প্রাইভেট হাউজের বেসমেন্ট এপ্রিল মাসের এক তারিখ থেকে শুধুমাত্র স্বামী-স্ত্রীর জন্য ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৮-০০৬৯
মা-০৬/২৭

ন্যানী আবশ্যক

মিজুরী রাজ্যের সেন্টলুইসে বসবাসকারী ছয় মাসের বাচ্চা আন্তরিকভাবে দেখাশুনা এবং সপ্তাহে তিনদিন রান্না করা সহ অন্যান্য কাজে (পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা) সহযোগিতা করার জন্য ন্যানী আবশ্যক। থাকা খাওয়া সহ মাসে বেতন ১,৫০০ ডলার। প্রতি ছয় মাসে একবার নিউইয়র্কে যাতায়াতের সুযোগ থাকবে এবং যাতায়াতের খরচ বহন করা হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-২৯৯-৯০৩৯
ডি-০৫/১২

আবশ্যক

Law Office of Shiva Khanal, PC-এর জন্য লীগ্যাল এ্যাসিসটেন্ট/ প্যারালীগ্যাল (মিডটাউন) পদের জন্য পার্ট টাইম লোক আবশ্যক। আগ্রহী প্রার্থীকে চৌকশ, দায়িত্ববান, পরিশ্রমী, স্বাধীনচেতা এবং বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় ভালোভাবে কথা বলা ও লেখার যোগ্যতা থাকতে হবে। অভিজ্ঞ প্রার্থীর অগ্রাধিকার। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ।
যোগাযোগ:
khanalaakash435@gmail.com
Contact Phone:
646-669-7202
ফে-১৩

টাঙ্গাইল শহরের প্রান কেন্দ্রে বাড়ি বিক্রয়

টাঙ্গাইল শহরের বিশ্বাস বেতকা এলাকায় সৃষ্টি কোটিং সংলগ্ন ১০ শতাংশ জমির উপর ৫তলা ফাউন্ডেশনের (৩৩টা পিলারের) বাড়ি, নীচতলায় ৩ বেড, ৩ বাথ, ২টা ইউনিট এবং দোতলায় দুই বেড এবং একটি বাথরুমের ৪টা ইউনিট। প্রতিমাসে আয় সর্বমোট ৪৫ হাজার টাকা। জমির মালিক নিউইয়র্ক প্রবাসী বিধায় দলিল হস্তান্তর এবং বাড়ির মূল্য নির্ধারন/পরিশোধ ডলারে করতে হবে।

কেবল মাত্র কিনতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন-
দরালাপনী ঃ ৯১৭-৩০০-৫০০৪

লং আইল্যান্ডে ড্রাইভাভিং স্কুলে ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক

লং আইল্যান্ড সাফক কাউন্টি তে ফুলটাইম/ পার্টটাইম ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক। বেতন ২০ ডলার-২৫ ডলার /প্রতি লেসন্
যোগাযোগঃ **৬৩১-২৭৫-৪০০৭**

ঢাকায় জমি/প্লট ক্রয়

আমরা ঢাকায় গুলশান, বারিধারা, উত্তরা, পূর্বাচল এবং বসুন্ধরায় যে কোন সাইজের জমি/প্লট ক্রয় করে থাকি।
যোগাযোগ করুন:
আমেরিকা: Omar Chowdhury Tel: (+1) 404-610-4002
e-mail: omarchowdhury@hotmail.com
লন্ডন: Foyzul Islam Tel: (+44) 794-9533089
e-mail: foyzul.islam@hotmail.co.uk

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স এর যাবতীয় তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন: মোহাম্মদ তুহিন
☎ ৭১৮-৩১০-০৪১৩

TDS INSURANCE এর প্রতিবাদ

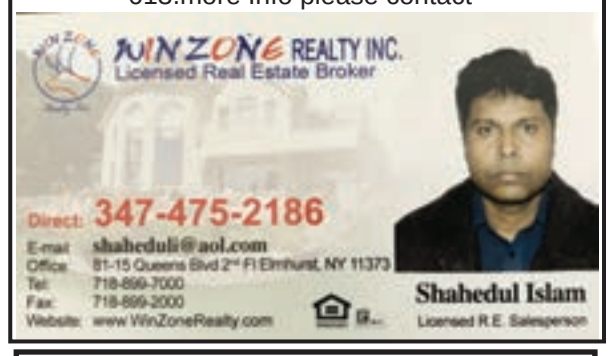
কতিপয় ব্রোকারেজ প্রতিষ্ঠানের অপপ্রচারের পরিপ্রেক্ষিতে TDS INSURANCE BROKERAGE CORP. -এর পক্ষ থেকে আমরা সোচ্চার প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমাদের কোন শাখা অফিস, সাব এজেন্ট নিউইয়র্কের কোথাও নেই। আমাদের কার্যক্রম আমরা আমরা শুধুমাত্র ব্রুকলীন অফিস থেকেই পরিচালনা করছি। ধন্যবাদ-
TDS INSURANCE BROKERAGE CORP.
f-06/14

পাত্রী চাই

ইউএস সিটিজেন, বয়স ৫৫, উচ্চতা ৫ফুট ৬ইঞ্চি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইঞ্জিনিয়ার, সরকারি চাকুরীজীবী, সুপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম ধার্মিক পাত্রের জন্য বিধবা, ডিভোর্স (বৈধ কাগজপত্র না থাকলেও চলবে) পাত্রী চাই।
যোগাযোগ: ৬৪৬-৭০৭-৯৬১৪ সে-০৫/০৬

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact



বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!
শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২



আবশ্যক

অ্যাপোলো ইমিগ্র্যান্ট ম্যানেজমেন্ট (এলমহার্স্ট, এনওয়াই ১১৩৭৩)-এর জন্য এলজন ফুল টাইম ইঞ্জিনিয়ার আবশ্যক। বেতন ঘন্টায় ৪১ ডলার ২ সেন্ট। আগ্রহীকে এমপ্লয়ীদের সুপারভাইজিং সহ মেশিন অপারেট, হার্ডওয়ার এবং নেটওয়াকিং প্রভৃতি দায়িত্ব পালন ছাড়াও ব্যবসায়িক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় দেখাশোনা ও পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যোগ্যতা ব্যাচেলর ডিগ্রিসহ ইংরেজী, বাংলা ও হিন্দি ভাষায় অনর্গল কথা বলা জানতে হবে।
যোগাযোগ: ৭১৮-৪২৬-৬৬০০

HELP WANTED

Seeking for an Office Assistant for Real Estate Company, Queens, NY. Must be fluent in English and Expert in Computer. Contact: Mr. Kamal. Ph: 917-523-4451. e-mail: mkskarn@gmail.com
f-06/14

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

পাত্র চাই

بسم الله الرحمن الرحيم

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।
Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444

আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী দ্রুত নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবী

(শেষের পাতার পর)

নির্বাচনের 'সহিদ-সাব্বির' প্যানেলের পক্ষ থেকে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ আহবান জানান হয়।

ব্রঙ্কসের নিরব রেস্টুরেন্টে ২৬ এপ্রিল আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে ২০২২ সালের স্থগিতকৃত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী 'সহিদ-সাব্বির' প্যানেলের সভাপতি পদপ্রার্থী আব্দুস সহিদের সভাপতিত্বে সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী সাব্বির কাজি আহমদ। সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি সারোয়ার জাহান লিহিন, সহ সভাপতি পদপ্রার্থী রফিকুল ইসলাম ও আব্দুল জলিল, কোষাধ্যক্ষ পদপ্রার্থী ইসলাম উদ্দিন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, পার্কচেষ্টার জামে মসজিদের ২০২৩-২০২৫ পরিচালনা কমিটি গঠনের জন্য নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত তারিখে সভাপতি পদপ্রার্থী আব্দুশ শহিদ ও সাধারণ সম্পাদক পদপ্রাথী সাব্বির কাজি আহমদের মামলার কারণে আদালতের নির্দেশে নির্বাচনটি স্থগিত হয়। মামলায় তাদের আভিযোগ ছিল নির্বাচনকে প্রভাবিত করতে বর্তমান কমিটির অধিকাংশ কর্মকর্তা কমপক্ষে ১০৪টি আজীবন সদস্যকে গঠনতন্ত্রের নিয়ম বহির্ভূতভাবে ভোটার লিস্টে যোগ করেন।

মাননীয় আদালত গত ১৪ মার্চে অনুষ্ঠিত শুনানির পর গত এপ্রিল রায় প্রদান করেন। রায়ে মাননীয় আদালত বলেন, "The Court finds that the plain text of the Constitution supports only one interpretation-that the August 31st date applies to both Life Members and Regular members" (শুনানিতে মাননীয় আদালত মনে করেন, সংবিধান মোতাবেক নির্বাচনী বছরের ৩১ আগস্ট সাধারণ





ও আজীবন সদস্য হওয়ার শেষ তারিখ।) এবং "Accordingly, it is Hereby: ORDERED and ADJUDGED that the Petition is Granted; (বাদীদের আবেদন গ্রহণ করা হলো)।

লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, নির্বাচনের জন্য তৈরী ভোটার লিস্ট হাতে পাওয়ার পরই আমরা কমিটির কাছে আমাদের আপত্তি জানাই। তারা এতে তারা কোন ভ্রুক্ষেপ করেননি। এর পর আমরা নির্বাচন কমিশনের কাছে লিখিত আবেদন করি কিন্তু তারা তাদের সাংবিধানিক এখতিয়ার প্রয়োগ না করে কমিটি প্রদত্ত বক্তব্য আমাদের জানান। পরবর্তীতে আমরা উপদেষ্টাদের শরণাপন্ন হই। তারাও আমাদের কোন জবাব দেননি। একজন উপদেষ্টা আমাদের হেও করার চেষ্টা করেন এবং পরবর্তীতে কমিটির কর্মকর্তাদের সাথে কোর্টে উপস্থিত হন।

লিখিত বক্তব্যে উল্লেখ করা হয়, নিতান্ত বাধ্য হয়েই আমরা আদালতের শরনাপন্ন হই। আদালত আমাদের বক্তব্য গ্রহণ করেন এবং কথিত ১০৪ জন সদস্যকে বাদ দিয়ে ভোটার লিস্ট তৈরী করে নির্বাচন অনুষ্ঠানের নির্দেশ প্রদান করেন। মাননীয় আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী দ্রুত নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচন কমিশনের প্রতি আহবান জানাচ্ছি।

সংবাদ সম্মেলনে জানান হয়, বর্তমান কার্যকরী কমিটি ২০২১ সালের শেষে কোন সাধারণ সভা, বার্ষিক হিসাব উত্তাপন কিংবা যথাসময়ে উপদেষ্টা কমিটি গঠন করেনি। ২০২২ সালে কমিটি কর্তাগণ নিজেরাই কমিটির মেয়াদ ২০২৩ পর্যন্ত বাড়িয়ে নেওয়ার চেস্টা করেন। অপারগ হয়ে শেষে উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করেন এবং ১০৪ জন নিয়ম বহির্ভূত আজীবন সদস্য গ্রহণ করেন। আজ পর্যন্ত তারা নিয়ম মোতাবেক ২০২১ এবং ২০২২ সালের হিসাবপত্র সংবিধান মোতাবেক উপদেষ্টাদের মাধ্যমে অনুমোদন করে মসজিদে প্রকাশ করেন নি।

উপদেষ্টাদের অনুমোদন ছাড়া দশ হাজার ডলার কিংবা বেশি খরচ একটি গুরুতর অনিয়ম। তাই কমিটির কর্মকর্তাগণ উদ্দেশ্যমূলকভাবে উপদেষ্টা কমিটি গঠন না করে লক্ষাধিক ডলার খরচ করেছেন। ৯ হাজার ডলার করে তিনটি চেকে ২৭ হাজার ডলার একজন কর্মকর্তার নামে ক্যাশ করে কোন খাতে তা ব্যয় হয়েছে, তা হিসাবপত্র না পাওয়াতে জানা যায়নি। ওই অর্থ কি সদস্য বানাতে খরচ হয়েছিল?

কার্যকরী কমিটির মেয়াদ ২০২২ সালের ৩১ ডিসেম্বর শেষ হয়ে গেছে। সংবিধান মোতাবেক কমিটির দায়িত্ব উপদেষ্টাদের হাতে চলে যাওয়ার কথা। কমিটির মেয়াদ বাড়ানোর কোন অনুমোদন ৬ষ্ঠ সংশোধনী দেয় নি। কমিটি অনুমোদিত ৬ষ্ঠ সংশোধনীর খসড়া হুবহু সংবিধানে সংযুক্ত না করে তা অসাংবিধানিকভাবে পরিবর্তন করে দায়িত্ব পরিচালনা অব্যাহত রেখেছেন।

বিগত ১ জানুয়ারী থেকে কার্যকরী কমিটি দৈনন্দিন কাজ পরিচালনা ছাড়া অন্য কোন খরচ করার এখতিয়ার রাখেন না। অথচ কমিটি অপ্রয়োজনীয় খরচ অব্যাহত রেখেছেন। কমিটির উচিত অনতিবিলম্বে উপদেষ্টাদের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর ও অনিয়ম থেকে নিজেরদের দুরে রাখা।

প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী সে কাল আর এ কাল

(শেষের পাতার পর)

সরকারের অনুগত এবং প্রিয়ভাজন। হালচর্চায় সেটাই হবার কথা। বিরুদ্ধ মত বা সরকারের সমালোচনাকারি কারও তালিকায় অন্তর্ভূক্ত হবার কোন কারন নেই। এ নিয়ে আমার কোন বক্তব্য নেই। তবে এ প্রসঙ্গে অনেকদিন আগের একটি স্মৃতি মনে পড়লো, পাঠকদের সাথে সেটাই শেয়ার করছি।

'৭৩ সালের কোন এক মাসের কথা। বঙ্গবন্ধু যাবেন সদ্য মেরামতকৃত ভৈরব রেল সেতু উদ্বোধন করতে। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ব্রিজটি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিলো, ভারতীয় সেনাবাহিনী খুব অল্প সময়ের মধ্যে সেটি মেরামত করে দেয়। তখন আওয়ামী লীগের দোর্দন্ড শাসনকাল। বঙ্গবন্ধু স্বয়ং দেশের প্রধানমন্ত্রী। সর্বত্র তারই জয়গান। কিন্তু মজার ব্যপার হচ্ছে এই অবস্থার মধ্যেও বিরোধী রাজনীতি প্রবল পরাক্রমে বিরাজমান ছিল। আমি তখন সরকারবিরোধী গনকণ্ঠ পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার। সে আমলে সাংবাদিকদের অনেক মর্যাদা ছিল। আর বিরোধী মতের সাংবাদিক হলে তো কথাই নাই। মন্ত্রী আমলা থেকে শুরু করে সর্বস্তরের সরকারি কর্মচারিরা ভয় পেতো। সমীহ করতো। কার নামে কি লিখে দেই, এই ভয়ে তটস্থ থাকতো। পুলিশকে ফোন করলে স্যার বলে সম্বোধন করতো, থানায় গেলে দারোগা ওসিরা দাঁড়িয়ে সালাম দিতো।

তো বঙ্গবন্ধু যাবেন ট্রেনে। ট্রেন বলে সাথে নিয়ে যাবেন মন্ত্রীসহ দলের সিনিয়রনেতা কর্মীদের। সাথে একদল সাংবাদিক। তখনও সরকারিভাবে সাংবাদিকদেরকে তুমি কার দল, আমার দল না ওর দল, সরকারি দল না বিরোধী দল-এসব বাছবিচারের চল অতটা চালু হয় নি। সাংবাদিকদের ইউনিয়ন একটাই। ফলে দলমত নির্বিশেষে আমরা সাংবাদিকরা সকল সরকারি অনুষ্ঠানে আমন্ত্রন পেতাম, মন্ত্রীদের পিআরওরা আমাদেরকে একটু বিশেষ তদবীর করতেন। সেবার প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হিসেবে আমাদের কাগজের একজন প্রতিনিধিকেও আমন্ত্রন জানানো হলো। অফিস এ্যাসাইন করলো আমাকে।

ট্রেন ছাড়বে কমলাপুর রেল স্টেশন থেকে, সকাল ৮টা কি সাড়ে ৮টায়। সাংবাদিকদেরকে প্রেসক্লাব থেকে কমলাপুর নিয়ে যাওয়া হবে সরকারি গাড়ীতে করে। ডিপিআইও আব্দুস সোবহান সাহেব একজন সিরিয়াস এবং নিষ্ঠাবান সরকারি কর্মকর্তা, তিনি দায়িত্বে সাংবাদিক দেখভালের। নির্দিষ্ট সময়ে সবাই প্রেসক্লাবে গাড়ীতে উঠে বসে আছে, আমি তখনও রাস্তায়। কলিগরা তাড়া দিচ্ছিলো গাড়ী ছেড়ে দি তে। সোবহান সাহেব আর একটু দেখি বলে সময় নিচ্ছিলেন। বিলম্বে ক্লাবে পৌঁছে দেখি সবাই অধৈর্য হয়ে আছে। আমি তখন বয়সে নবীন। গাড়ীতে বসা কেউ কেউ তাচ্ছিল্যের সাথে মন্তব্য করলেন, এই এর জন্য আমাদেরকে বসিয়ে রেখেছেন! ছিলেন ডিএফপির ক্যামেরাম্যান রফিক ভাই। তিনি তার স্বভাবসূলভ হাসি মিশিয়ে বললেন, ছোট মরিচের ঝাল বেশী! ও হলো গণকণ্ঠের রিপোর্টার, ওকে রেখে গিয়ে সোবহান ভাই কি চাকরি খোয়াবেন!

এই ছিল তখন সাংবাদিকদের প্রতি সরকারি কর্মকর্তাদের এটিচ্যুড। আমি একটি অপজিশন পেপারের রিপোর্টার, প্রধানমন্ত্রীর সাথে সফর থেকে যেন বাদ না পরি তার জন্য একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তার দায়িত্ববোধ।

যাই হোক, কমলাপুর থেকে প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ ট্রেন সময়মতোই ছাড়ে। বেশ কয়েকটা বগি ছিল। সবগুলোই বর্ণিল সাজে সজ্জিত। বঙ্গবন্ধু সিনিয়র মন্ত্রীদের নিয়ে বিশেষভাবে তৈরী কম্পার্টমেন্টে বসলেন। আমরা সাংবাদিকদের জন্য একটা সংরক্ষিত বগিতে। বঙ্গবন্ধু রেলপথে ভৈরব যাচ্ছেন, পথিমধ্যে সবগুলো স্টেশনেই গাড়ী থামলো। তিনি সব স্টেষনেই নেমে সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখছিলেন। সে আমলের ট্রেনে এক বগি থেকে অন্য বগিতে যাওয়ার সুবিধা ছিল না। ফলে চলতি অবস্থায় আমরা আমাদের বগি থেকে বঙ্গবন্ধুর বগিতে যেতে পারছিলাম না। তারপরও একবার স্টেশনে দাঁড়ানো অবস্থায় সে কামড়ায় উঠে তার সাথে দেখা করলাম।

গাড়ীতে হালকা নাশতা দেওয়া হয়েছিল। পথেপথে থামায় ট্রেন ভৈরব এসে পৌঁছে দুপুরের পর। দেরী হয়ে গেছে, কোথায় যেন দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। নাকেমুখে খেয়ে ছুটি অনুষ্ঠানস্থলের দিকে। বঙ্গবন্ধু জনসভায় ভাষ নের পর ফিতা কেটে মেরামতকৃত ব্রীজের উদ্বোধন করেন। পরে ওই ব্রীজের ওপর দিয়েই ট্রেনে চেপে ওপার আশুগঞ্জ যান। আমরাও তার সাথে যাই।

আনুষ্ঠানিকতা এখানেই শেষ। এরপর তিনি বোধহয় হেলিকপ্টারে ঢাকা ফেরেন। কিন্তু আমাদের, মানে সাংবাদিকদের ফেরার কোন ব্যবস্থা দেখতে পাই না। ভীড়ে সোবহান সাহেবও যেন কোথায় হারিয়ে গেলেন। খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে ট্রেনে এসেছি ওটি এখনই ঢাকা যাবে না। সফরসঙ্গী অন্যরা যে যার মতো চলে গেছে। সন্ধ্যে হয়ে যাচ্ছে, দ্রুত অফিসে গিয়ে রিপোর্ট লিখতে হবে। আমরা কয়েকজন হন্যে হয়ে এখানেওখানে ছুটে বেড়াতে থা কি। কোথাও থেকে কোন ব্যবস্থা না পেয়ে রাগে সোবহান সাহেবের পিন্ডি চটকে চ লি। অবশেষে ভৈরবের স্টেশন মাষ্টার জানান একটু পরেই একটি মালগাড়ী ঢাকার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাবে। চাইলে তাতে চাপতে পারি। ডাইরেক্টই যাবে তবে পথে কোথাও ক্রসিংবিরতি নিতে পারে। অগত্যা কি আর করা, সোবহান সাহেবের উদ্দেশ্যে কিছু মধুর বচন ছুড়ে তাতেই চাপি। আমার সাথে বোধহয় আরও দুইএকজন ছিলেন। তাদের নাম আজ আর মনে নাই। অন্য সাংবাদিকরা কে কিভাবে সেদিন ঢাকা ফিরেছিলেন তাও জানি না।

সে রাতে অফিসে ফিরতে ফিরতে দু'টার ওপর হয়ে গেয়েছিল। রিপোর্ট আর লেখা হয় ন। বার্তা সম্পাদক নজরুল হক ভাই বারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে বিএসএসের রিপোর্ট ছেপেছিলেন। আমি লিখেছিলাম পরের দিন। সোবহান সাহেবকে বাস্থফাই করে। একটি প্রতিবেদন পেছনের পৃষ্ঠায় তিন কলামব্যপী ছাপা হয়েছিল। পরে একদিন দেখা হলে সোবহান ভাই মুখটা মলিন করে বলেছিলেন ছোটভাই, এইভাবে দিলা! জানা গেয়েছিলো সেদিন সেই অব্যবস্থাপনার জন্য সোবহান সাহেবকে জবাবদিহি করতে হয়েছিল।

সাংবাদিকতার সেকাল এখন আর নেই। বঙ্গবন্ধুর পর জিয়াউর রহমান বা এরশাদ আমল পর্যন্ত সাংবাদিকদেরকে সম্মান সমীহের দৃস্টিতে দেখা হতো। সরকারি অনুষ্ঠান বা সরকারপ্রধানের প্রেস ব্রিফিংয়ে সব দল বা মতের সাংবাদিকরা আমন্ত্রণ পেতেন। সরকারপ্রধানের সফরসঙ্গী হিসেবে পেশায় সিনিয়ররা অগ্রাধিকার পেতেন, তা সে তিনি যে মতেরই হোন না কেন। এখনকার মত শুধু অনুগতরাই সুযোগ পেতেন না।

কোরআনে বর্ণিত মুমিনের সাত

(শেষের পাতার পর)

তাআলা পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেন, 'মুমিন তো তারাই, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে। অতঃপর তাতে কোনো ধরনের সন্দেহ পোষণ করেনি। আর তাদের জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে। প্রকৃতপক্ষে তারাই হলো সত্যনিষ্ঠ।' (সুরা : হুজরাত, আয়াত : ১৫)

সুরা মুমিনুনের শুরুতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মুমিনের এমনই কিছু বিশেষ গুণ ও বৈশিষ্ট্যের কথা তুলে ধরেছেন। ইরশাদ হয়েছে, 'নিশ্চয়ই সফলতা অর্জন করেছ মুমিনরা, যারা তাদের নামাজে আন্তরিকভাবে বিনীত। যারা অহেতুক বিষয় থেকে বিরত থাকে। যারা জাকাত সম্পাদনকারী। যারা নিজ লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করে; নিজেদের স্ত্রী ও মালিকানাধীন দাসীদের ছাড়া অন্য সবার থেকে। কেননা এতে তারা নিন্দনীয় হবে না। তবে কেউ এ ছাড়া অন্য কিছু কামনা করলে তারাই হবে সীমা লঙ্ঘনকারী। এবং যারা তাদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে। এবং যারা নিজেদের নামাজের পরিপূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ করে। এরাই হলো সেই ওয়ারিশ, যারা জান্নাতুল ফিরদাউসের মিরাস লাভ করবে। তারা তাতে সর্বদা থাকবে।' (সুরা : মুমিনুন, আয়াত : ১-১১)

উল্লিখিত আয়াতগুলোতে আল্লাহ তাআলা মুমিনের সাতটি গুণ-বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন :

প্রথম গুণ: যারা তাদের নামাজে আন্তরিকভাবে বিনীত। প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো, মুমিন নামাজে 'খুশু' অবলম্বন করে। নামাজ ঈমানের পরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। মুমিনের চক্ষু-শীতলতা। আল্লাহর নৈকট্য লাভের অনেক বড় একটি মাধ্যম। রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, 'নামাজে রাখা হয়েছে আমার চোখের শীতলতা।' (সুনানে নাসায়ী, হাদিস : ৩৯৪০)

দ্বিতীয় গুণ: যারা অহেতুক বিষয় থেকে বিরত থাকে। মুমিনের বিশেষ একটি গুণ হলো, সে অনর্থক কথা-বার্তা থেকে বেঁচে থাকে। হাদিস শরিফে এসেছে, 'সুন্দর মুসলিম হওয়ার একটি নিদর্শন হলো, অর্থহীন কাজ ত্যাগ করা।' (তিরমিজি, হাদিস ২৩১৮)

অহেতুক বিষয় থেকে বেঁচে থাকার সর্বপ্রথম ক্ষেত্র হলো, সব ধরনের গুনাহের কাজ থেকে বিরত থাকা। তেমনি এমন কথা, কাজ, লেখা ও চিন্তা থেকে বেঁচে থাকা, যাতে না দ্বিনি কোনো ফায়দা আছে, না দুনিয়াবি কোনো ফায়দা আছে।

তৃতীয় গুণ: যারা জাকাত সম্পাদনকারী। তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হলো, মুমিন জাকাত আদায় করে। জাকাত ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ বিধান। হাদিসের ভাষায় ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের একটি। তাই ঈমানের অপরিহার্য দাবি, জাকাত ফরজ হলে তা আদায় করা। জাকাত আদায় না করার ব্যাপারে কোরআন ও হাদিসে কঠিন হুঁশিয়ারি এসেছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 'যারা সোনা-রূপা পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদের যন্ত্রণাময় শাস্তির 'সুসংবাদ' দাও। যেদিন সে ধন-সম্পদ জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে, তারপর তা দ্বারা তাদের কপাল, পাঁজর ও পিঠে দাগ দেওয়া হবে (এবং বলা হবে) এই হচ্ছে সেই সম্পদ, যা তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করতে। সুতরাং তোমরা যে সম্পদ পুঞ্জীভূত করতে, তা মজা করে ভোগ করো।' (সুরা : তাওবা, আয়াত : ৩৪-৩৫)

চতুর্থ গুণ: যারা নিজ লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হলো, মুমিন তার লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। নিজের চাহিদা পূরণের জন্য সে কোনো অবৈধ পন্থা অবলম্বন করে না। নিজের স্ত্রী ও শরিয়তসম্মত দাসী ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে তার চাহিদা পূরণ করে না। এ প্রসঙ্গে আরো ইরশাদ হয়েছে, 'মুমিন পুরুষদের বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। এটাই তাদের জন্য শুদ্ধতর। তারা যা কিছু করে আল্লাহ সে সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবগত। এবং মুমিন নারীদের বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থান হেফাজত করে।' (সুরা : নুর, আয়াত : ৩০-৩১)

পঞ্চম গুণ: এবং যারা আমানত ও অঙ্গীকার সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকে। এই আয়াতে মুমিনের দুটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে : এক. মুমিন আমানতের হেফাজত করে। আমানতের হেফাজত ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান। কোরআন ও হাদিসের বিভিন্ন জায়গায় আমানত হেফাজতের ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের আদেশ করছেন যে তোমরা আমানত তার হকদারকে আদায় করে দেবে।' (সুরা : নিসা, আয়াত : ৫৮)

ষষ্ঠ গুণ: অঙ্গীকার পূর্ণ করা। অঙ্গীকার বলতে প্রথমত, দ্বিপক্ষীয় চুক্তি বোঝায়, যা কোনো ব্যাপারে উভয় পক্ষ অপরিহার্য করে নেয়। এরূপ চুক্তি পূর্ণ করা ফরজ (বাধ্যতামূলক) এবং এর খেলাফ করা বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতারণা তথা হারাম। দ্বিতীয় ধরনের অঙ্গীকারকে ওয়াদা বলা হয়। অর্থাৎ একতরফাভাবে একজন অন্যজনকে কিছু দেওয়ার অথবা অন্যজনের কোনো কাজ করে দেওয়ার ওয়াদা করা। ওয়াদা পূর্ণ করা ইসলামী আইনে জরুরি ও ওয়াজিব। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 'আর অঙ্গীকার পূরণ করো। নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।' (সুরা : বনি ইসরাঈল, আয়াত : ৩৪)

সপ্তম গুণ: যারা নিজেদের নামাজের পরিপূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ করে। সপ্তম বৈশিষ্ট্য হলো, মুমিন নামাজের পরিপূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ করে। 'নামাজের রক্ষণাবেক্ষণ করে' কথাটা ব্যাপক। এর মধ্যে অনেক বিষয় অন্তর্ভুক্ত। যেমন যথাযথভাবে নামাজ আদায় করা, কখনো পড়বে কখনো পড়বে না এমন নয়। সময়মতো জামাতের সঙ্গে নামাজ পড়া। সব শর্ত, আদব ও নিয়মাবলি রক্ষা করে সুন্দর ও সুচারুরূপে আদায় করা। (তাফসিরে কাবির ২৩/২৬৩)

আল্লাহ তাআলা আমাদের এসব বৈশিষ্ট্য অর্জনের তাওফিক দান করুন। আমিন

বদলে দেই পৃথিবী
ধাঁপে ধাঁপে
শুভকাজে

RENAISSANCE
HOME HEALTH CARE



নিউইয়র্ক সিটির সর্বশ্রেষ্ঠ হোমকেয়ার প্রতিষ্ঠান রেঁনেসা হোম এন্ড হেলথ কেয়ার
সর্বোচ্চ সম্মানীতে রেঁনেসা হোম এন্ড হেলথ কেয়ারে যোগ দিন

আপনার মর্যাদা, সম্মান ও সহানুভূতির সাথে সর্বোচ্চ গুণগত পরিসেবা প্রদানই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- আমাদের রয়েছে আকর্ষণীয় ক্ষতিপূরণ প্যাকেজ
- ছুটির দিনে দ্বিগুণ বেতন
- বিনামূল্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা
- গুগল-এ ৪.৫ স্টার রেটিং



রেনেসাঁয় কাজ করতে চান? আজই যোগাযোগ করুন

(718) 649-3670

1959 WESTCHESTER AVE.
BRONX, NY 10462

www.renaissancehomehc.com

বাংলা পত্রিকা

প্রান্তিক পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

বাংলা পত্রিকা | The Weekly Bangla Patrika // Monday // May 01 // 2023

ক্রিমিয়ার তেলের ডিপোতে ড্রোন হামলায় ভয়াবহ অগ্নিকান্ড

ঢাকা ডেস্ক, ৩০ এপ্রিল : রুশ-নিয়ন্ত্রিত ক্রিমিয়ার এক তেলের ডিপোতে ড্রোন হামলায় বিশাল অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় কর্মকর্তারা। টেলিগ্রাম বার্তায় মস্কো নিযুক্ত গভর্নর মিখাইল রাজভোঝায়েভ জানান, সেভাস্তাপোলে কাযাচিয়া বে এলাকায় একটি তেলের গুদামে আগুন ধরে গেছে। আগুনের শিখা ১১ হাজার বর্গফুট এলাকা পর্যন্ত ছড়িয়েছে। প্রাথমিক যে তথ্য আমরা পেয়েছি, তাতে মনে হচ্ছে ড্রোন হামলার কারণেই আগুন ধরেছে। শুক্রবার ইউক্রেনের বেশ কয়েকটি শহরে রাশিয়ার হামলার পরদিন শনিবার এ হামলার ঘটনা ঘটল ক্রিমিয়ায়। গার্ডিয়ান, বিবিসি। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত ভিডিওতে সেভাস্তাপোলের এই এলাকার ওপর ধোঁয়া এবং আগুনের কুণ্ড দেখা যাচ্ছে। অগ্নিনির্বাপককর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন। সন্দেহের তির থাকলেও এ পর্যন্ত দায়িত্ব স্বীকার করেনি কেউ। শুক্রবার ইউক্রেনের বেশ কিছু শহরে হামলা চালিয়েছে রাশিয়া। এতে অন্তত ২৫ জন নিহত হন। গত কয়েক মাসের মধ্যে এটি ছিল এ ধরনের প্রথম হামলা।





জ্যাকসন হাইটসে গোল্ডেন এজ হোমকেয়ারের আরো ৪ প্রতিষ্ঠান উদ্বোধন

বিশেষ প্রতিনিধি: নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে অন্যতম হোমকেয়ার সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান গোল্ডেন এজ হোমকেয়ারের সহযোগী হিসেবে আরো চারটি প্রতিষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়েছে। মূলধারার রাজনীতিক ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শাহ নেওয়াজের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলো হলো- গোল্ডেন এজ লাক্সারি হল, বিগিনার্স ড্রাইভিং একাডেমি, ডিএমভি এক্সপ্রেস সার্ভিস ও পারফেক্ট এজ এডাল্ট ডে কেয়ার। গত ১৪ এপ্রিল এক অনুষ্ঠানে ফিতা কেটে প্রতিষ্ঠানগুলোর উদ্বোধন করা হয়। এ উপলক্ষে জ্যাকসন হাইটসের গোল্ডেন এজ হোম কেয়ারের পাশে গোল্ডেন এইজ লাক্সারি হলে আয়োজিত ইফতার মাহফিলে কমিউনিটির বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষেরা যোগ দেন।

প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্ণধার শাহ নেওয়াজ সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনদের উপস্থিতিতে ফিতা কেটে চারটি ব্যবসার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন স্টেট সিনেটর জন ল্যু। এসময় বিশিস্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে স্টেট অ্যাসেম্বলিওম্যান জেনিফার রাজকুমার, বাংলাদেশ সোসাইটির সিনিয়র সহ সভপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, সিটি মেয়রের উপদেষ্টা ফাহাদ সোলায়মান, জেবিবিএ'র সভাপতি হারুন ভূঁইয়া, গোল্ডেন এজ হোম কেয়ারের চেয়ারপার্সন, সঙ্গীত শিল্পী রানো নেওয়াজ, নিউইয়র্ক বাংলাদেশী আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের প্রেসিডেন্ট আহসান হাবিব, বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী নূরুল আজিম, শো টাইম মিউজিকের সিইও আলমগীর খান আলম, গোল্ডেন এজ হোম কেয়ার কর্মকর্তা মোস্তফা অনিক রাজসহ কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ষ্টেট সিনেটর জেসিকা রামোস পরবর্তীতে অনুষ্ঠানে যোগ দেন এবং উপস্থিত বাংলাদেশীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

ইফতারের পূর্বে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত এবং মুসলিম উম্মা তথা বিশ্বশান্তি কামনায় দোয়া করা হয়। এসময় শাহ নেওয়াজ বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, বিভিন্ন ভাবে, বিভিন্ন আঙ্গিকে মানুষকে সবচেয়ে বেশি সেবা প্রদান করাই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে আমাদের চলার পথ এত সহজ ছিলনা, তবে প্রচন্ড ইচ্ছাশক্তি আর ধৈর্য্য দিয়ে এ পর্যায়ে এসেছি। তিনি আনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার জন্য সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।



সবচেয়ে কম ভাড়ায় টিকেট দেবার প্রতিশ্রুতি

(শেষের পাতার পর)

কায়রো-ঢাকা ফ্লাইট' চলবে সপ্তাহে ২ দিন রোববার ও বুধবার। নিউইয়র্ক থেকে প্রতি শনি ও মঙ্গলবার ঢাকাগামী যাত্রীদের নিয়ে ইজিপ্ট এয়ার আকাশে উড়বে। এদিকে নিউইয়র্ক-ঢাকা ফ্লাইটে অন্যান্য এয়ারলাইন্সের তুলনায় কম ভাড়ায় টিকেট দেবার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। উল্লেখ্য, ইজিপ্ট এয়ারের নিউইয়র্ক-কায়রো প্রতিদিনেরই ফ্লাইট রয়েছে।

সিটির জ্যাকসন হাইটস্থ একটি রেষ্টুরেন্টে বুধবার (২৬ এপ্রিল) আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে ইজিপ্ট এয়ার জিএসএ বাংলাদেশ-এর ফাউন্ডার ও পরিচালক সৈয়দ আলী সামী উপরোক্ত তথ্য জানান। এ সময় তার সাথে ছিলেন জিএসএ'র সিইও রাশেদ চৌধুরী ও কো অফিসার আরফিন হক।

সংবাদ সম্মেলনে সৈয়দ সামি বলেন, মিসর বিশ্বের অন্যতম দর্শনীয় দেশ। মিশর দেখার অনেকেরই আগ্রহ রয়েছে। বাংলাদেশী যাত্রীরা মিশর ভ্রমণের স্পেশাল প্যাকেজ পাবেন। মাত্র ১২০ ডলারের বিনিময়ে ইজিপ্টে ট্রানজিট নিয়ে ফাইভ স্টার হোটেলে এক রাত যাপন, ব্রেকফাস্ট, এয়ারপোর্ট থেকে হোটেল পর্যন্ত যাতায়াত, ঐতিহাসিক পিরামিড পরিদর্শনের সুযোগ থাকবে। পিরামিড পরিদর্শনে ফ্রি যানবাহনেরও ব্যবস্থা করা হবে। এ অফার ১ দিনের ট্রানজিট নিলে। ২ দিনের ট্রানজিট নিলে দিতে হবে ২৪০ ডলার। উল্লেখিত সুবিধার সাথে যোগ হবে নাইল রিভারে রিভারক্রুজ ও ডিনার। ৩ দিনের ট্রানজিট নিলে পিরামিড দর্শন, নাইল নদীতে রিভারক্রুজ ও অন্যান্য দর্শনীয় স্থানে নিয়ে যাওয়া হবে। সাথে থাকবে ফ্রি হোটেল, ব্রেকফাস্ট ও ডিনার।

এক প্রশ্নের জবাবে সামী আগামীতে বাংলাদেশগামী যাত্রীদের জন্য ওমরাহ প্যাকেজ চালুর চিন্তাভাবনাও করা হচ্ছে।

সংবাদ সম্মেলনে নিউইয়র্কের বাংলাদেশী কমিউনিটির ট্রাভেল এজেন্ট ব্যবসায়ীদের মধ্যে কর্ণফুলি ট্রাভেলসের প্রেসিডেন্ট সেলিম হারুন, ওয়ার্ল্ড টুরস এন্ড ট্রাভেলসের শামসুদ্দিন বশীর, রহমানিয়া ট্রাভেলসের এম কে রহমান মাহমুদ ও ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়ার কর্ণধার নজরুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

আবদুল হাকিমের শশুরের ইন্তেকাল

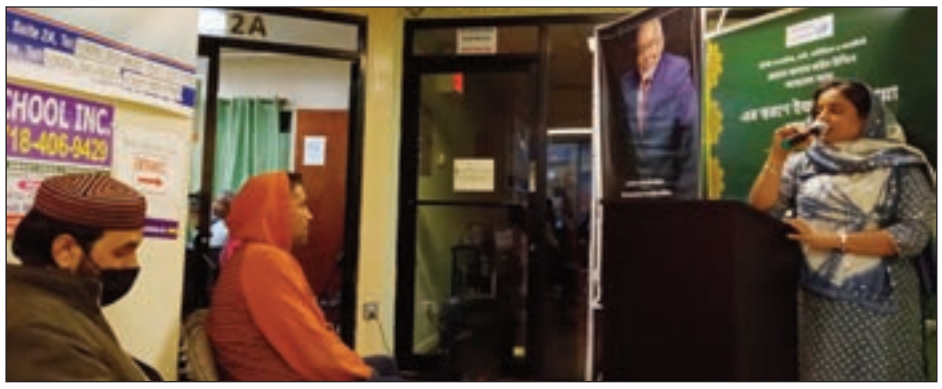


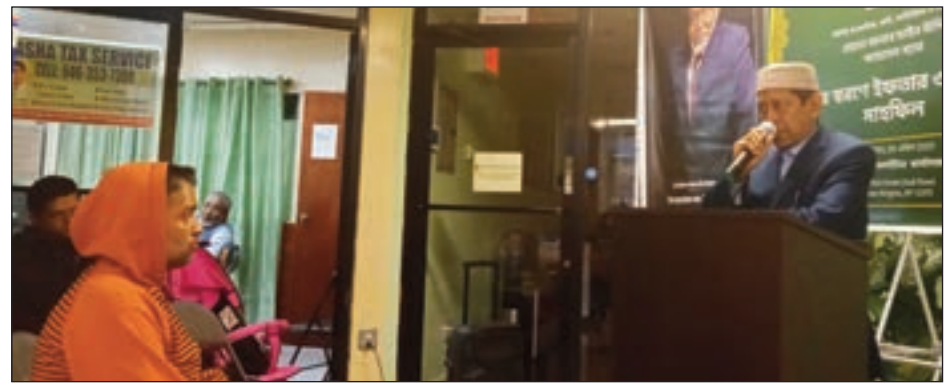
নিউইয়র্ক (ইউএনএ): প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসী ইউএসএ ইনক'র সভাপতি আবদুল হাকিম-এর (৮৪) শ্বশুর আব্দুল আজিজ বার্ধক্য জনিত কারনে ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। বাংলাদেশ সময় ২২ এপ্রিল শনিবার সকাল নয়টায় (ঈদের দিন) তিনি পাবনা জেলার ভাঙ্গুরা উপজেলায় নিজ বাসগৃহে ইন্তেকাল করেন। খবর ইউএনএ'র।

জানা গেছে, মৃত্যুকালে মরহুম আব্দুল আজিজ স্ত্রী, ৩ ছেলে, ৫ মেয়ে এবং নাতি-নাতনী সহ বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন। ঐদিন বাদ আসর জানাজা শেষে স্থানীয় কবর স্থানে তার মরদেহ দাফন করা হয়।

প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসী ইউএসএ'র সভাপতি আবদুল হাকিম-এর শশুরের মৃত্যুতে টাঙ্গাইলের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও সংগঠনের পক্ষ থেকে নেতৃবৃন্দ গভীর শোক এবং মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা ও শোক-সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন। শোক প্রকাশকারী বিশিষ্টজনদের মধ্যে রয়েছেন সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ও প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসী ইউএসএ'র প্রধান উপদেষ্টা ডা. ওয়াজেদ এ খান, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব ও টাঙ্গাইল প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ, সংগঠনের উপদেষ্টা ডা. মনিবুর রহমান খান, কৃষিবীদ আব্দুর রহমান ও আশেক খন্দকার শামীম, সাবেক সভাপতি মোজাম্মেল হক, ফরিদ খান, খন্দকার বদরুজ্জামান পিকলু, সাবেক আহ্বায়ক আকতারুজ্জামান হ্যাপি, সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান আনিস।







ড্রীম লাইটার এর ইফতার ও ম্যানহাটানে বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ





নউইয়র্কঃ বিশিষ্ট সাংবাদিক, কবি ও সাহিত্যিক প্রয়াত মাইন উদ্দিন আহমেদ এর স্বরণে ড্রীম লাইটার এর উদ্যোগে ড্রীম লাইটার প্রধান কার্যালয় জ্যাকসন হাইটস এ দোয়া ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ২০শে এপ্রিল,২০২৩। একই দিনে ম্যানহাটানে ক্ষধার্ত মানুষের মাঝে বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ করা হয়।

ড্রীম লাইটার এর প্রধান কার্যালয়, জ্যাকসন হাইটস এ দোয়া ও ইফতার মাহফিল এর আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সাংবাদিক, ড্রীম লাইটার এর কর্মকর্তা,কর্মচারী ও সদস্য বৃন্দ সহ অন্যান্য শ্রেণী পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন। নুসরাত খান এর সঞ্চালনায় বিশিষ্ট সাংবাদিক, কবি ও সাহিত্যিক প্রয়াত মাইন উদ্দিন আহমেদ এর স্মৃতি চারণ করে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সামসুদ্দিন শেখ নান্টু। স্মৃতি কাতর হয়ে আবেগী বক্তব্য রাখেন বাউল শিল্পী রেজাউল করিম। নাজমুল হাসান, সম্পাদক পরিচয় বলেন,বিশিষ্ট সাংবাদিক হয়েও তার বিনয় ও উদারতার ও সহমর্মিতার কথা। অতঃপর দোয়া পরিচালনা করেন শেখ যুবায়ের। দোয়া শেষে উপস্থিত সবাই ইফতার গ্রহণ করেন।

স্বরণ সভার দ্বিতীয় পর্বে বক্তব্য রাখেন, সোনিয়া হক, ডিরেক্টর অফ ইন্টারন্যাশনাল এফেয়ার্স-ড্রীম লাইটার। সাংবাদিক প্রয়াত মাইন উদ্দিন স্যার সাথে তার বাবা ও মেয়ের সম্পর্ক গড়ে ওঠা, একসাথে চলা, ফেরা ও বাসায় নিয়মিত পৌঁছে দেওয়া ও প্রতিদিন বিকালে অফিসে তার জন্য অপেক্ষা অতঃপর এলে চুটিয়ে আড্ডা অফিস, তার সমসাময়িক লেখালিখি ও ঘটে চলা নানা বিষয় নিয়ে স্মৃতি চারণ করেন। তিনি আবেগাফ্লুতো কণ্ঠে বলেন, প্রতিদিন বিকেলে এখনো তার আসার অপেক্ষাতে থাকেন এবং আগামীতেও থাকবেন। পাবনা ওয়েলফেয়ার সমিতির সভাপতি আবু পাশা, মাইন স্যার এর সাথে তার পরিচয় ও তার মহানুভবতা বিষয়ে কথা বলেন। মাইন উদ্দিন আহমেদ এর কনিষ্ঠ পুত্র রিয়াজ আহমেদ সবার কাছে বাবার জন্য দোয়া চান। একজন বরেণ্য সাংবাদিক হয়েও যেভাবে বাবার সাদা মাঠা জীবন যাপন করতেন তা সবাইকে জানান। কখনো কোন দুর্নীতিকে প্রশয় দেননি সে জন্য তাকে অসহনীয় কষ্টও সহ্য করতে হয়েছে। আন্তর্জাতিক ভাবে বড়ো বড়ো অফার এসেছে কিন্তু নীতিবিরুদ্ধ বলে গ্রহণ করেন নি। সর্বশেষ বক্তব্যে ড্রীম লাইটার এর প্রেসিডেন্ট সিইও ডি. এম. সবুজ, বিশিষ্ট সাংবাদিক, কবি ও সাহিত্যিক প্রয়াত মাইন উদ্দিন আহমেদ এর প্রতি গভীর শোক জ্ঞাপন করে ড্রীম লাইটার এ তার অবদান এর কথা সবিস্তারে উলেখ করেন। কিভাবে সন্তানের মতো ড্রীম লাইটার কে আগলে রেখেছিলেন। প্রায় প্রতিদিন রাত তিনটা -চারটা পর্যন্ত অফিসে বসে থেকে সবাইকে কাজে উদ্বুদ্ধ করা, অফিস আগত ড্রীম লাইটার মেম্বার ও শুভাকাক্ষীদের ড্রীম লাইটার কিভাবে কোন ডোনেশন ছাড়া ব্যাবসার উপার্জিত অর্থের মাধ্যমে তার জনসেবা মূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করে তা বুঝিয়ে বলতেন এবং আরো ঘনিষ্ট ভাবে প্রতিষ্ঠানের জন্য কাজ করার জন্য উৎসাহিত করতেন। বিশেষ করে ড্রীম লাইটার এর বাচ্চাদের নিয়ে যে কাজ তা তিনি খুব বিশদে মানুষকে বোঝাতেন। ড্রীম লাইটার এর সিইও আরো বলেন, তিনিই প্রথম কোনো ব্যাক্তি যিনি ড্রীম লাইটার এর আই-ডিওলজি কে সঠিক ভাবে ধরতে ও বুঝতে পেরেছিলেন। এই থিওরী আগামী বিশ্ব ব্যাবস্থায় কিভাবে ও কি করে ইমপাক্ট করবে তা তিনি অনুভব করতে পারতেন। ড্রীম লাইটার এর চিফ এডভাইজার হয়েও কখনো কোনো সম্মানী নেননি। মাইন উদ্দিন আহমেদ ছিলেন একজন আদর্শ সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও পথনির্দেশক। শুধু কাগজে কলমে বা লোকদেখানো নয়, নিজের জীবন দিয়ে মানুষের জন্য ও মানবতার জন্য কাজ করে গেছেন। তিনি সব সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও কবি দের তাকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করার আহ্বান জানিয়ে তার বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানিয়ে এবং সর্বস্তরের মানুষকে ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত ঘোষণা করেন। ড্রীম লাইটার ফুড ফর হাঙ্গার প্রজেক্ট এর আওতায় রাত ১০.০০ থেকে রাত ২.০০ টা পর্যন্ত ম্যানহাটানে খাদ্য বিতরণ করা হয়। ডিরেক্টর অফ ফিনান্স,আবুল হায়াৎ এর তত্ত্বাবধানে ম্যানহাটানে বিভিন্ন লোকেশনে বিশেষত টাইম স্কোয়ার, পান স্টেশন সহ বিভিন্ন সাবওয়ে তে শতাধিক ক্ষুধার্ত মানুষদের মাঝে রাতের খাবার ও পানি বিতরণ করা হয়। রেজাউল করিম, শেখ যুবায়ের, মাফরুহা, নুসরাত ও অয়ন খাদ্য বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করেন। উপস্থিত থেকে ড্রীম লাইটার এর প্রেসিডেন্ট ও সিইও ডি এম সবুজ ও ডিরেক্টর অফ ইন্টারন্যাশনাল এফেয়ার্স, সোনিয়া হক সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করেন।





TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York
M. Kamal, MBA
CPA

জ্যাকসন হাইটসে ডাকাতি ২৫ হাজার ডলার লুট

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউইয়র্ক সিটির ব্যস্ততম এলাকা জ্যাকসন হাইটসে একটি স্টোরে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। শুক্রবার (২৮ এপ্রিল) দিবাগত রাত সাড়ে ১০টার দিকে এই ঘটনা ঘটেছে। গত সপ্তাহে জ্যামাইকার কাওরান বাজার সুপার মার্কেটেও ডাকাতির ঘটনা ঘটে। খবর ইউএনএ'র। কমিউনিটির পরচিতি মুখ, বিশিষ্ট রাজ-নীতিক সাখাওয়াত বিশ্বাস জানান,জ্যাকসন হাইটসে বাঙালীদের ব্যস্ত এলাকা বর্তমান বাংলাদেশ স্ট্রীট (পুরাতন ৭৩ ষ্টীট) ও ৩৭ এভিনিউর কর্ণারে অবস্থিত ডেইলি এন্ড গ্রোসারী স্টোরটিতে ডাকাতির ঘটনা ঘটে। বাংলাদেশী টিটো এই স্টোরের স্বত্তাধিকারী। ২৪ ঘন্টা খোলা স্টোরটিতে দূর্বৃত্তরা পিস্তল ঠেকিয়ে থেকে নগদ ২০/২৫ হাজার ডলার লুট করে নিয়ে যায়। কৃষ্ণাঙ্গ তিন জন কালো দূর্বৃত্ত আকস্মিকভাবে স্টোরটিতে ঢুকে এই ঘটনা ঘটনায়। (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)



এনওয়াইপিডিতে প্রিন্স আলমের ক্যাপ্টেন পদে পদোন্নতি

বিশেষ প্রতিনিধি: যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের অন্যতম সেরা ও চৌকস পুলিশ বাহিনী নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগের (এনওয়াইপিডি) নির্বাহী পদ ক্যাপ্টেন পদে পদোন্নতি পেলেন বাংলাদেশী-আমেরিকান একেএম শফিউল আলম প্রিন্স। (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

সাঈদ তারেকের কলাম

প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী সে কাল আর এ কাল



প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী কয়েকজনের কিছু ছবি দু'দিন যাবত সোস্যাল মিডিয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে। ক য়ে ক জ ন সাংবাদিককেও দেখা গেল। সবাই সি-নিয়র। এবং বলাই বাহুল্য সবাই (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি



এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

১৩ মে থেকে ইজিপ্ট এয়ারের নিউইয়র্ক-ঢাকা ফ্লাইট

সবচেয়ে কম ভাড়ায় টিকেট দেবার প্রতিশ্রুতি

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: আগামী ১৩ মে শনিবার থেকে শুরু হচ্ছে ইজিপ্ট এয়ারের নিউইয়র্ক-ঢাকা ফ্লাইট। বিমানটি নিউইয়র্ক থেকে যাত্রা শুরু করে কায়রো হয়ে ঢাকা পৌঁছবে। ফিরতি পথে রুট হবে 'ঢাকা-কায়রো-নিউইয়র্ক'। অপরদিকে ঢাকার সাথে কায়রোর কানেক্টিং ফ্লাইট শুরু হবে ১৪ মে। '(বাকি অংশ ৪৬ পাতায়)

১১ মে সধারণ সভা : যৌথ সভায় সিদ্ধান্ত

থমকে গেছে 'জালালাবাদ ভবন' সমস্যার সমাধানের উদ্যোগ

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: থমকে গেছে 'জালালাবাদ ভবন' সমস্যার সঙ্কটের সমাধানের উদ্যোগ। এই সঙ্কট সমাধানে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সাবেক ৬জন সাধারণ সম্পাদকদের উদ্যোগ সাময়িকভাবে (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টার জামে মসজিদের মামলা ঃ সহিদ-সাব্বির প্যানেলের সংবাদ সম্মেলন

আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী দ্রুত নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবী

বিশেষ প্রতিনিধি: মাননীয় আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী নিউইয়র্কে ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টার জামে মসজিদের বিগত ৩১ আগস্টের পর হওয়া ১০৪ জন আজীবন সদস্যের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দ্রুত নির্বাচনের ব্যবস্থা করার জন্য নির্বাচন কমিশনের প্রতি আহবান জানান হয়েছে। পার্কচেষ্টার জামে মসজিদের ২০২২ সালের স্থগিতকৃত (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)





আব্দুস সহীদ ও সাব্বির আহমদ

নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের উপদেষ্টা পরিষদের সভায় সিদ্ধান্ত

ইসি মেয়দোত্তীর্ন ঃ ৪ সদস্যের নতুন কমিটি ঃ ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের উপদেষ্টা পরিষদ আহুত সংগঠনের বিশেষ সভায় কার্যকরী পরিষদ (ইসি) মেয়দোত্তীর্ন হওয়ায় উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যদের মধ্য থেকে ৪ সদস্যের নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটি সংগঠন পরিচালনা এবং আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে গঠনতন্ত্র (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

বাংলাদেশ হিন্দু, বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ইউএসএ'র সংবাদ সম্মেলন

সরকার চাইলে বালাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন বন্ধ করা সম্ভব

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: বাংলাদেশ হিন্দু, বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ইউএসএ'র সংবাদ সম্মেলন লিখিত বক্তব্যে দেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিস্তারিত তুলে ধরে নেতৃবৃন্দ বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার চাইলে বালাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন বন্ধ করা সম্ভব। সংখ্যালঘু নির্যাতন বন্ধের ব্যাপারে (বাকি অংশ ২০ পাতায়



কোরআনে বর্ণিত মুমিনের সাত বৈশিষ্ট্য

মাওলানা কাওসার আহমদ যাকারিয়া

ঈমান যাদের আছে, তাদের মুমিন বলে। যারা ইসলামে প্রবিষ্ট হয়েছেন, তাদের ইসলামের যাবতীয় বিষয়ে ঈমান রাখা অপরিহার্য। মুমিনের পরিচয় বর্ণনা করে মহান আল্লাহ (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

খেলার খবর

শচীন-ভিভ রিচার্ডস-গাপটিলকে ছাড়িয়ে গেলেন ফখর

স্পোর্টস ডেস্ক: নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচ সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ৩৩৭ রানের বিশাল টার্গেট তাড়ায় ১০ বল হাতে রেখেই ৭ উইকেটের জয় পেয়েছে স্বাগতিক (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

হেলথ টিপস

সিজারের পর বেল্ট ব্যবহারের সুবিধা-অসুবিধা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: স্বাভাবিক প্রসবের তুলনায় সিজারিয়ান অপারেশন অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং। সিজারিয়ান অপারেশন মায়ের জন্য কিছু (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

বিনোদন

শাকিব খানের বিরুদ্ধে এবার ১০০ কোটি টাকার মামলা

বিনোদন ডেস্ক: ঢাকাই সিনেমার সুপারস্টার শাকিব খানের বিরুদ্ধে এবার ১০০ কোটি টাকার মানহানি (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)



GOLDEN AGE HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেলথ কেয়ার এজেন্সী
HHA/PCA & CDPAP SERVICE
Call: 718-775-7852
646-591-8396

ডায়াগনস্টিক এর জন্য লোক আবশ্যক
ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে অবস্থিত স্বনামধন্য স্টারলিং ডায়াগনস্টিক এর জন্য জরুরী ভিত্তিতে Nurse Practitoner, Physician Assistant, Medical Assistant এবং Mammogram Technician আবশ্যক। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ। শুধুমাত্র আগ্রহী প্রার্থীগণ যোগাযোগ করুন।
M.Ali: 267-342-1481
Email: info@starlingdiagnostics.com
starling diagnostics

বাংলা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩০ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত ৩১ পাতায়

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
হজ্বব্রত পালনকারীরগণ গ্রহণ করুন সর্বোত্তম সেবা ওমরা ও মূল হজ্ব
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
গ্লোবাল এয়ার
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE., OZONE PARK, NY 11416
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com